চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 96 Tuesday, 7 March, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৯৬ সংখ্যা ❋ ২২ ফাল্গুন, ১৪২৯, মঙ্গলবার, ৭ মার্চ, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

দোল উৎসব

আজ দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে সকল পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়িকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দোল উপলক্ষে আজ দুরন্ত বার্তা'র সকল দফতর বন্ধ থাকার ফলে আগামী কাল বুধবার দুরন্ত বার্তা'র কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। বৃহস্পতিবার থেকে পুনরায় পত্রিকা প্রকাশিত হবে।

-সম্পাদক
(দুরন্ত বার্তা)

ডিএ প্রসঙ্গে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী

১০৫ শতাংশ ডিএ দিয়েছি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চঃ এবার বোধহয় আরও জটিল হতে চলেছে ডিএ জট। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে বিধানসভা অধিবেশন। বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম দিনই ডিএ নিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডিএ নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ দাগার পাশাপাশি এদিন মমতা বলেন, রাজ্যের কি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রয়েছে? প্রশ্ন তোলেন, সিপিএম কি ৩৪ বছরে ডিএ দিয়েছে? তিনি জানান, 'টাকার ক্যাপাসিটি নেই'। অর্থাৎ বকেয়া ডিএ আদৌ মিলবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল আরও একবার। বিশেষ করে ধর্মতলায় শহিদ মিনারের কাছে যখন এক মাস পার করে ডিএ-র দাবিতে ধরনা চলছে, ২৫ দিন ধরে চলছে অনশন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেন, ১ লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকা ডিএ বা মহার্ঘ ভাতার জন্য খরচ হয়েছে। যাঁরা সরকারি চাকরি করেন, তাঁদের বিদেশ যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এরপরই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তুলনা করে মমতা বলেন, ''রাজ্যের কি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আছে? ১ লক্ষ কোটি টাকা আমরা এখনও কেন্দ্রের কাছে পাই।'' একইসঙ্গে তিনি বলেন, বিজেপি শাসিত ত্রিপুরা ও উত্তর প্রদেশ ডিএ দেয় না। একইসঙ্গে তিনি বলেন, ''আমার মুণ্ডু কেটে নিন, যদি তাতে সন্তুষ্ট হন। আমার আর দেওয়ার কিছু নেই। যতটা পেরেছি করেছি।'' শুধু তাই নয়, ডিএ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুর্গাপুজোয় ১০ দিন ছুটি দেওয়া হয়। ছটপুজোয় ছুটি থাকে। সারা বছরই প্রচুর ছুটি দেওয়া হয় সরকারের তরফে, এদিন তা উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে তিনি বলেন, ''৯৯ শতাংশ ও ৬

শতাংশ মিলিয়ে ১০৫ শতাংশ ডিএ দিয়েছি। টাকা তো আকাশ থেকে পড়বে না?'' এদিন অধিবেশন কক্ষে কার্যত হাত জোড় করে বলেন, তাঁর পক্ষে যা দেওয়ার তা দেওয়া হয়েছে। এর থেকে বেশি তাঁর হাতে নেই। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরই কলকাতায় শহিদ মিনারের নীচে আন্দোলনকারীরা বলেন, ''আমরা কার্যত ১০ বছর ধরে অর্ধেক বেতন পেয়ে আসছি। ওনাকে তো আমরা ছুটি দিতে বলিনি। কেন ছুটি দিচ্ছেন? উনি আমাদের পেটে দেবেন না, পিঠে দেবেন, এটা হয় না।'' বিধানসভার অধিবেশনে এদিন 'কুকথা' নিয়ে সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে শোনা গেল, ''শালীনতা বজায় রাখ। কুকথা বলো না। কথা বলার স্বাধীনতা মানে কিন্তু কুকথা নয়। কুকথা বলার অধিকার কারও নেই।'' রাজনীতির আঙিনায় কুকথার ফুলঝুড়ি তো ছুটতেই থাকে। তা প্রকাশ্য সভায় হোক বা চার দেওয়ালের ভিতরে বৈঠকে হোক। রাজনৈতিক মহলের মতে, কংগ্রেসের মুখপাত্র কৌস্তভ বাগচীর গ্রেফতারির আবহে মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কংগ্রেস নেতা-আইনজীবী কৌস্তভ বাগচীর ব্যারাকপুরের বাড়িতে শুক্রবার রাত ৩টে নাগাদ হানা দেয় পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় কৌস্তভকে। মুখ্যমন্ত্রী প্রসঙ্গে শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে কথা বলেছিলেন কৌস্তভ, তাঁর গ্রেফতারির পর সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন কথাও উঠে আসে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার সদস্য শশী পাঁজা সরাসরি এ নিয়ে সোচ্চারও হয়েছিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। শশী পাঁজা বলেছিলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ রাজ্যের সকলের মুখ্যমন্ত্রী। কারও কাছে তিনি মা, কেউ তাঁকে মেয়ে হিসাবে দেখেন। সকলের কাছেই এ ধরনের কটুক্তি খারাপ লাগার। একজন সামাজিক মাধ্যমে মিডিয়ায় যা বললেন, তা নিয়ে সকলে লজ্জিত। আমরা তাঁকে মা হিসাবে দেখি। ওনার অপমান আমরা সহ্য করব না। রোদ্দুর রায় আর কৌস্তভ বাগচী একই অপরাধ করেছেন। তাই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'' এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দেন, বাক স্বাধীনতা মানে তারও একটা সীমা রয়েছে। শালীনতা বজায় রেখে কথা বলার কথাই এদিন বলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ''এমন কথা বোলো না বাবু যে কথা বলতে গিয়ে যে তোমার মুখ বেঁকে যাবে।''

কাউন্সিলরদের হাত ধরেই যেত চাকরির 'সুপারিশ'!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চঃ নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে এবার সিবিআই নজরে রাজ্যের একাধিক কাউন্সিলর। এই কাউন্সিলররাই বিভিন্ন জেলার চাকরিপ্রার্থীদের হয়ে নিয়োগকর্তাদের কাছে সুপারিশ পাঠিয়েছেন। তেমনই তথ্য নাকি সামনে এসেছে সিবিআইয়ের তদন্তে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এখনও পর্যন্ত এমন ৮০ জনের বেশি কাউন্সিলরের নাম তাঁদের সামনে এসেছে, যাঁরা নিজেদের এলাকার চাকরিপ্রার্থীদের হয়ে সুপারিশ করেছেন। তদন্তে আরও দাবি, কেউ কেউ নাকি এমনও আছেন যাঁরা নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের হয়ে চাকরির জন্য তদবির করেছেন। নিয়োগ দুর্নীতির প্রথম থেকেই জেলাস্তরে কখনও মধ্যস্থতাকারী, কখনও এজেন্টের নাম সামনে এসেছে। এসেছে সুপারিশকারীদের নামও। সিবিআই সূত্রে খবর, নিয়োগ দুর্নীতিতে জেলায় জেলায় কাউন্সিলরদের একাংশ সরাসরি নিয়োগ কর্তাদের কাছে সুপারিশ করেছেন তাঁদের ঘনিষ্ঠ চাকরিপ্রার্থীদের জন্য। কিন্তু, কী ভাবে এই যোগ সূত্র পেয়েছে সিবিআই? তদন্তকারী সংস্থার দাবি, ইতিমধ্যে একাধিক চাকরিপ্রার্থীর বয়ান রেকর্ড করেছেন গোয়েন্দারা। ওই চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি কী ভাবে হয়েছিল? কাকে তাঁরা চাকরি পাইয়ে দেওয়ার জন্য বলেছিলেন? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে সুপারিশকারী হিসেবে উঠে এসেছে এই কাউন্সিলরদের নাম। সিবিআইয়ের দাবি, এমন অনেক চাকরিপ্রার্থীর বয়ান রয়েছে, যাঁরা বলেছেন চাকরি পাওয়ার জন্য নিজেদের এলাকার কাউন্সিলরের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ করেছিলেন। এছাড়া গত সপ্তাহে উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান এসপি সিনহার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১৫০০ চাকরিপ্রার্থীর তালিকা ও নথি। যার মধ্যে থেকে মিলেছে জনা কয়েক কাউন্সিলরের চিঠিও। যা অন্যতম প্রমাণ বলে মনে করছে সিবিআই। তবে এই সব কাউন্সিলরদের সঙ্গে কোনও টাকার লেনদেন হয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট হয়নি তদন্তে। সমস্ত কিছুই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। সিবিআই সূত্রে দাবি, এখনও পর্যন্ত ৮০ জনের মতো কাউন্সিলরের নাম তারা পেয়েছে। তবে এই দুর্নীতির শিকড় যা ছড়িয়েছে, তাতে সেই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছে সিবিআই।

ভর্তি আইসিইউ, প্রয়োজন আরও ভেন্টিলেটর! বিসি রায় শিশু হাসপাতালে অ্যাডিনো আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চঃ অ্যাডিনো ভাইরাসের আতঙ্ক যত বাড়ছে, ততই যেন আতঙ্ক বাড়ছে বেলেঘাটার বি সি রায় শিশু হাসপাতালে। জ্বর, শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে অসুস্থ শিশুদের ভিড় উপচে পড়ছে হাসপাতালে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে মৃত্যু মিছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, বি সি রায় হাসপাতালে মোট ৪০টি আইসিইউ বেড রয়েছে। সেগুলির সবকটিই এখন ভর্তি। এমন কি, আইসিইউ বেডে জায়গা পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে প্রচুর সংখ্যক শিশু। আইসিইউ বেড না পাওয়ায় তাদের অবস্থা আরও কাহিল হচ্ছে। হাসপাতালে মোট ভেন্টিলেটরের সংখ্যা ৩৬টি। এই মুহূর্তে যে পরিমাণ রোগীর চাপ রয়েছে, তাতে আরও ভেন্টিলেটরের প্রয়োজন। হাসপাতালের পক্ষ থেকে আরও বেশি ভেন্টিলেটরের জন্য স্বাস্থ্য দফতরের কাছে অনুরোধ করা হয়। শেষ পর্যন্ত এ দিন সকালে আরও তিনটি ভেন্টিলেটর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তীব্র শ্বাসকষ্টে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে জীবন বাঁচানোর জন্য ভেন্টিলেটরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই যত বেশি সম্ভব ভেন্টিলেটর পাঠানো যায়, তার ব্যবস্থা করছে স্বাস্থ্য দফতর। বর্তমানে রোগীর চাপের কথা মাথায় রেখে বি সি রায় শিশু হাসপাতালে আরও বেশি সংখ্যক আইসিইউ বেড বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। এ দিন সকাল থেকেও বি সি রায় হাসপাতালে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বেসরকারি মতে, অ্যাডিনো ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে গত জানুয়ারি মাস থেকে রাজ্যে একশোটিশিশুর মৃত্যু হয়েছে। যদিও সেই দাবি মানতে নারাজ রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। এ দিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন, এখনও অবধি ১৯ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে ৬ জনের মৃত্যুর কারণ অ্যাডিনো ভাইরাস। তিনি বলেন, ''৬ জনের অ্যাডিনোয় মৃত্যু হয়েছে, ১৩ জনের শরীরে কোমর্বিডিটি ছিল।'' এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভয়ের কোনও কারণ নেই। সতর্ক থাকার কথা বলেন তিনি। মমতা বলেন, ''কোভিডের পর কোনও অসুখ হলে আমরা ভয় পাই। কোভিডের পর একটা দেখা যাচ্ছে, যে কোনও বয়সে তা হচ্ছে। ৫ বছর পর্যন্ত সমস্যা হচ্ছে। সব রাজ্যেই এটা হচ্ছে। আমি চাই না কোনও পিতা মাতার কোল খালি হোক।'' এরপরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''এখনও ১৯ জন মারা গিয়েছে। ১৩ জনের কোমর্বিডিটি ছিল। অনেক বাচ্চার হার্টে ফুটো থাকে, ফুসফুসে সমস্যা থাকে। ৬ জন অ্যাডিনোতে মারা গিয়েছে। আমিও বাচ্চাদের খুব ভালবাসি। যে কোন বাচ্চা হারালেই কষ্ট পাই।'' মমতার পরামর্শ, বাচ্চারা মাস্ক পরতে পারে না। বড়রা দয়া করে মাস্ক ব্যবহার করুন। একইসঙ্গে তিনি বলেন, দূর দূরান্ত থেকে বাচ্চা নিয়ে কলকাতায় আসছেন মা-বাবা। মালদহ, মুর্শিদাবাদের মতো জেলা থেকে আসতে অনেকটা সময় লাগে। তার আগে বাচ্চাদের অক্সিজেন দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। টেলি মেডিসিনে যোগাযোগের কথাও বলেন তিনি। জেলা থেকে আনার সময় মেডিক্যাল সাপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''চিতা জ্বলুক আমরা চাই না।''

৫০ লক্ষের বেশি লেনদেন! ফের কুন্তল ঘনিষ্ঠ সোমাকে ইডির তলব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের তলব করা হল কুন্তল ঘনিষ্ঠ সোমা চক্রবর্তীকে। অর্পিতা মুখোপাধ্যায় এবং হৈমন্তী গঙ্গোপাধ্যায়ের পরে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এই নিয়ে তৃতীয় বার উঠে এসেছে কোনও মহিলার নাম। ইডি সূত্রের দাবি, দুর্নীতিতে অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষ এবং এই সোমা চক্রবর্তীর মধ্যে অন্তত ৫০ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছিল। কী সূত্রে সেই লেনদেন? কুন্তল এবং সোমার বন্ধুত্বে কতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল, যাতে এত বড় অঙ্কের টাকা সোমাকে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, সে সবকিছুই খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, পেশায় বিউটি পার্লারের মালিক সোমা চক্রবর্তীর সঙ্গে তৃণমূল যুবনেতা কুন্তল ঘোষের পরিচয় হয়েছিল শহরের একটি অভিজাত ক্লাবে। সেখানে কুন্তলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সোমারই এক পরিচিত ব্যক্তি। সেটা ২০১৫ সাল। তার পর থেকে একাধিক বার কুন্তল এবং সোমাকে বিভিন্ন ক্লাবে, পাবে একসাথে দেখা গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। সেই বন্ধুত্বের খাতিরেই নাকি ব্যবসার জন্য সোমাকে ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিলেন কুন্তল। ইডির প্রশ্নোত্তর পর্বে অন্তত এমনটাই জানিয়েছেন সোমা। যদিও এই তত্ত্ব মানতে নারাজ ইডি কর্তারা। কারণ তাঁদের দাবি, সোমার অ্যাকাউন্টে টাকা আসার পর তা অন্য বেশ কয়েকটি অ্যাকাউন্টে সরানো হয়েছে। কেন সরানো হয়েছিল ওই টাকা? ইডি কর্তারা মনে করছেন, নিয়োগ দুর্নীতির টাকা সরানোর জন্য একের পর এক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। আর কোন কোন অ্যাকাউন্টে গিয়েছে এই টাকা, কোথায় কোথায় হয়েছে লেনদেন। সে সমস্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে সোমাকে তাঁর অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত আরও তথ্য নিয়ে ফের হাজিরা দিতে বলা হয়েছে ইডির দফতরে। প্রসঙ্গত, তদন্তে জানা গিয়েছে কুন্তলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ৬.৫ কোটি সরানো হয়েছিল। সেই টাকারই অংশ ছিল ওই ৫০ লক্ষ টাকা। এছাড়া, কুন্তলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়র নামে থাকা আরও একটি অ্যাকাউন্ট থেকেও আর্থিক লেনদেনের হদিস পেয়েছে ইডি। সেই অ্যাকাউন্ট থেকেও সোমার কাছে টাকা গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে আরও একটি বিষয় ইডি কর্তাদের ভাবাচ্ছে। সোমা ছাড়াও বেশ কয়েকজন পরিচিতর অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়েছেন কুন্তল। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত নথি নিয়ে আগামী শুক্রবার সোমাকে হাজিরা দিতে বলেছে ইডি। সূত্রের খবর, টেট দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত যুব তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষের নথিপত্র ঘেঁটে খোঁজ মিলেছে এই সোমা চক্রবর্তীর। ইডি সূত্রে দাবি, কুন্তল ও সোমার মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছিল। এই তথ্য পাওয়ার পরই গত সপ্তাহে তলব করা হয় সোমাকে। সূত্রের খবর, হাজিরা দিয়ে সোমা দাবি করেছিলেন, তাঁর ব্যবসার জন্য ওই টাকা ঋণ হিসেবে তিনি কুন্তলের কাছে থেকে নিয়েছিলেন। লেনদেন সংক্রান্ত নথি খতিয়ে দেখে ইডির দাবি, ৫০ লক্ষ টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে ওই দুজনের মধ্যে। সেই কারণেই আবারও তলব করা হল সোমাকে। টাকার বদলে প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি করিয়ে দেওয়ার অভিযোগে কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে ধরা পড়েছেন এই তৃণমূল যুবনেতা কুন্তল ঘোষ।

ডিএ আন্দোলনের মঞ্চে হঠাৎ হাজির শুভেন্দু, ১০ মার্চের ধর্মঘটকে নৈতিক সমর্থন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চঃ বকেয়া ডিএ নিয়ে নিজেদের অবস্থানে অনড়। ২ দিনের কর্মবিরতি তো আগেই পালন করেছিলেন, এবার আগামী ১০ মার্চ রাজ্যজুড়ে সরকারি দফতরে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। তবে এদিন এক নতুন রাজনৈতিক মাত্রা পেল তাঁদের আন্দোলন। সোমবার সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন মঞ্চে গিয়ে তাঁদের নিঃশর্ত সমর্থন করার কথা জানিয়ে এলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। টানা বেশ কয়েকদিন ধরেই শহিদ মিনারের নীচে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-এর দেওয়ার দাবি জানিয়ে আন্দোলন কর্মসূচি চালাচ্ছেন সরকারি কর্মচারীদের একাংশ। আগামী ১০ মার্চ ধর্মঘটেরও ডাক দিয়েছে তাঁদের তৈরি মঞ্চ। আন্দোলনকারীদের সেই ধর্মঘটকে আগেই নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিল বিজেপি। এবার সরাসরি তাঁদের আন্দোলন মঞ্চে গিয়ে হাজির হলেন শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পাল-সহ অন্য বিজেপি নেতারা। এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুও আন্দোলন মঞ্চে গিয়ে বলেন, জোরদার ধর্মঘট করতে হবে। ডিএ ইসুতে আইনি লড়াইয়ে জয় হবেই সরকারি কর্মচারীদের। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ আন্দোলন মঞ্চে গিয়ে বিনা শর্তে সরকারি কর্মচারীদের পাশে থাকার

বার্তা দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার বিধানসভা থেকে দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে পদযাত্রা করে শহিদ মিনারের আন্দোলন মঞ্চে যান শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী আগেই বলেছিলেন, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতার সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ তৃণমূল সরকারের বিসর্জন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা বঞ্চিতই থাকবেন। সরকারি কর্মচারীদের বার্তা দিয়ে শুভেন্দু কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে এ-ও বলেছিলেন, ডিএ'র দাবিতে বিক্ষিপ্তভাবে আন্দোলন করে কোনও লাভ নেই। স্বাস্থ্য দফতরের মতো জরুরি পরিষেবা বাদ দিয়ে সমস্ত স্তরের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বলব সব জায়গায় তালা লাগিয়ে রাস্তায় নামুন। বদলির ভয় পেলে চলবে না। সরকারের বিরুদ্ধে বকেয়া ডিএ'র দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের মহার্ঘ ভাতার বিস্তর ফারাক দিন দিন বেড়েই যাবে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কেন্দ্রীয় হারে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া-সহ ডিএ দেওয়ার কথাও বলেন শুভেন্দু। চলতি অর্থবর্ষে সরকারি কর্মচারীদের এবং অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভোগীদের জন্য ৩ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করেছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। কিন্তু সেই ঘোষণায় বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট হননি রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। তাঁদের দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ডিএ দিতে হবে রাজ্য সরকারকে।

কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ছুটি দেওয়া যাবে না

নির্দেশ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য আপাতত কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ছুটি দেয়া যাবে না। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশাপাশি একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা রয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে এমনটাই নির্দেশিকা পাঠানো হল রাজ্যজুড়ে প্রত্যেকটি স্কুলকে। আগামী ১৪ মার্চ থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রথম ধাপে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা এবং দ্বিতীয় ধাপে একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা হবে রাজ্য জুড়ে স্কুলগুলিতে। নজরদারির জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই সংসদের তরফে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটি হলে কমপক্ষে দু'জন করে শিক্ষক শিক্ষিকা থাকতে হবে নজরদারির জন্য। তাই সব পরিস্থিতিকে মাথায় রেখেই সংসদের পক্ষ থেকে এমনটা নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে রাজ্যজুড়ে স্কুলগুলিকে। তবে শুধু যদি কোনও জরুরী কারণ হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট জেলার স্কুল বিদ্যালয় পরিদর্শকদের অনুমতিতে ছুটি নিতে পারবেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। এই নির্দেশিকা জারি করার পাশাপাশি সংসদ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন স্কুলগুলিতে পঠনপাঠন বন্ধ করার নির্দেশিকাও জারি করেছে। অর্থাৎ যেহেতু প্রথম ধাপে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং দ্বিতীয় ধাপে একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা থাকবে, তাই স্কুলগুলি আপাতত বাকি ক্লাসগুলি সাসপেন্ড রাখবে বলেই নির্দেশিকা দিয়েছে সংসদ। হাইকোর্টের নির্দেশে ইতিমধ্যেই প্রায় ৮০০ জনেরও বেশি শিক্ষক শিক্ষিকাদের চাকরি বাতিল হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্কুলগুলিতে নজরদারির জন্য শিক্ষক শিক্ষিকার ঘাটতি হবে না তো? সেই বিষয় নিয়েই পর্যালোচনা শুরু করেছে সংসদ। যদি কোনও স্কুলে ঘাটতি থেকে থাকে তাহলে পার্শ্ববর্তী স্কুল থেকে শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়ে আসা যেতে পারে বলেই জেলাগুলিকে বিশেষ নির্দেশ দিতে চলেছে সংসদ বলেই জানা গিয়েছে। অন্য দিকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা কীভাবে পরিচালনা হবে তার জন্য কয়েক দফা গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে রাজ্যজুড়ে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিকে। স্পর্শকাতর পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষার্থীদের তল্লাশি করা হবে। রাজ্যজুড়ে ২০০টিরও বেশি স্পর্শকাতর পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি কোন স্কুলের পরীক্ষার্থীরা যদি বিশৃঙ্খলা তৈরি করে, তা হলে সেই স্কুলের অনুমোদন পর্যন্ত বাতিল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংসদ।

যদিও এবারের পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে কোন রকম ইন্টারনেট বন্ধ করতে রাজি নয় উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ভেনু সুপারভাইজার থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি আধিকারিকদের কী দায়িত্ব থাকবে সেই বিষয়ে ইতিমধ্যেই সংসদের তরফে নির্দিষ্ট গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে আধিকারিকদের। সবমিলিয়ে এ বার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রত্যেকটি কেন্দ্রে যাতে পর্যাপ্ত থাকে সে বিষয়েও বিশেষভাবে সতর্ক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

দোলে সকাল থেকে কড়া নজরদারি, শহরজুড়ে মোতায়েন ২৭০০ পুলিশকর্মী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চঃ মঙ্গলবার দোলযাত্রা। বুধে হোলি। এদিকে আগামিকাল শবেবরাতও রয়েছে। উৎসবের মরশুমের জন্য আগে প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে কলকাতা পুলিশও। দোল ও হোলি উপলক্ষে শহরে ২ হাজার ৭০০ পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকছে। শবেবরাতের জন্যও মোতায়েন থাকছে ১ হাজার ৩০০ পুলিশ কর্মী। দোল বা সবেবরাতের সময় যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তা নিশ্চিত করতে সবরকম ব্যবস্থা নিয়ে রাখছে কলকাতা পুলিশ। দোল ও হোলি উপলক্ষে নজরদারির জন্য থাকছেন ২৬ জন ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার অফিসার এবং সবেবরাতের সময় নজরদারির জন্য থাকছেন ৩জন ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিক। এর পাশাপাশি সকালে ও বিকেলে নজরদারির জন্য প্রস্তুত থাকছে ৪৪টি বিশেষ টিম। সকালে

নজরদারির জন্য থাকছে ২৭টি এইচআরএফএস টিম এবং রাতের কলকাতায় নজরদারির জন্য প্রস্তুত থাকছে ১৯টি এইচআরএফএস টিম। প্রস্তুত রাখা হচ্ছে পর্যাপ্ত পিসিআর ভ্যানও। ৫৮টি পিসিআর ভ্যান মোতায়েন থাকছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। দোল উপলক্ষে শহরের ৬৬টি ঘাট ও জলাশয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেই ঘাট ও জলাশয়গুলিতে নজরে থাকবে পুলিশের। এই ৬৬টি ঘাট ও জলাশয়ের মধ্যে ৪৩টি ঘাটে মোতায়েন থাকবে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা। এছাড়া বাকি ঘাটগুলিতে নজরদারি থাকবে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের। প্রসঙ্গত, যে কোনও উৎসবের মরশুমেই কলকাতা পুলিশের তরফে শহরজুড়ে বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। দুর্গাপুজো হোক বা বড়দিন, যে কোনও উৎসবের মরশুমেই কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয় কলকাতা শহরকে। মোতায়েন করা হয়ে থাকে বাড়তি পুলিশকর্মীও। এবার দোলযাত্রা, হোলি, সবেবরাত উপলক্ষেও পুলিশের প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না। দোলের সকাল থেকেই শুরু হয়ে যাবে পুলিশের নজরদারি, চলবে বুধবার হোলির দিন পর্যন্তও। শুধু সকাল বেলাতেই নয়, রাতেও চলবে পুলিশের নজরদারি। প্রস্তুত রাখা হচ্ছে পিসিআর ভ্যান, এইচআরএফএস টিমও।

মাদ্রাসায় ১৭২৯ পদে নিয়োগের ঘোষণা মমতার ক্যাবিনেটের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চঃ নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে রাজ্য সরকারের অস্বস্তি ক্রমশ বেড়েছে। সাগরদিঘি উপ নির্বাচনের ফলাফলে সেই দুর্নীতির প্রভাব পড়েছে বলেও মনে করছেন কেউ কেউ। এছাড়া ভোটের ফল নিয়ে কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে সংখ্যালঘু ক্ষোভের কথাও প্রকাশ্যে আসছে। এমন পরিস্থিতিতে মাদ্রাসায় একগুচ্ছ শূন্যপদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল রাজ্য মন্ত্রিসভায়। ১৭২৯ শূন্যপদে নিয়োগ হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া কৃষিতে ১২২টি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পদে নিয়োগ হবে, কোচবিহারে কেএলও ছেড়ে দেওয়া ২ জনকে ও ঝাড়গ্রামে মাওবাদ থেকে মূলস্রোতে ফেরা ২২ জনকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে। পুরুলিয়ায় দুটি একলব্য মডেল স্কুল তৈরি হবে বলেও জানা গিয়েছে। সম্প্রতি মাদ্রাসায় নিয়োগ নিয়েও বেশ কিছু অভিযোগ সামনে এসেছে। মাদ্রাসা বোর্ডের স্কুলগুলিতে দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষক নিয়োগ হয়নি বলেও অভিযোগ রয়েছে।

মুক্তির পর বিধানসভায় নওশাদ, ধন্যবাদ জানালেন স্পিকারকে, সৌজন্য সাক্ষাৎ বিধায়কদের সঙ্গে

কলকাতা, ৬ মার্চ ঃজেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সোমবার প্রথম বার বিধানসভায় পা রাখলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। বিধানসভায় পৌঁছে শাসক এবং বিরোধী বিধায়কদের সঙ্গে সৌজন্যও বিনিময় করতে দেখা যায় তাঁকে। কুশল বিনিময় করলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও।নওশাদ জেল হেফাজতে থাকার সময়ই ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। সেই অধিবেশন যোগ দিতে চেয়ে আইনজীবী মারফত আদালতে আবেদনও করেছিলেন নওশাদ। কিন্তু মুক্তি না মেলায় বাজেট অধিবেশনে যোগ দিতে পারেননি তিনি। তাই সোমবার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম দিনে নওশাদের আসার দিকে বিশেষ নজর ছিল সব পক্ষেরই। সোমবার বাজেট অধিবেশনের প্রথমার্ধে বিশেষ কোনও ব্যস্ততা ছিল না। মূল অধিবেশন শুরু হয় দ্বিতীয়ার্ধে। কিন্তু সোমবার সকাল সকাল বিধানসভায় পৌঁছে যান নওশাদ। ১১টা নাগাদ বিধানসভায় পৌঁছে তাঁকে বিভিন্ন বিধায়ক-মন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করতে দেখা যায়। রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়ের সঙ্গেও দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে। এর পর স্পিকারের ঘরেও তিনি যান। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বেশ কয়েক জন বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলার পর, তাঁদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানান নওশাদ।স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর নওশাদ বলেন, ‘ দিন পর আবার বিধানসভায় আসতে পেরে আমার খুব ভাল লাগছে। ৪২ দিন ধরে বন্দি ছিলাম। দীর্ঘ লড়াই করেছি। স্পিকারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে তিনি আমার পাশে থেকেছেন। বিধানসভায় উনি আমার অভিভাবক। আশা করি আজকের অধিবেশনে শেষ পর্যন্ত থাকব।’’তিনি আরও বলেন, ‘ সংশোধনাগারে থাকার সময় আমি জেলের মধ্যে অনেক অব্যবস্থা দেখেছি। আমি সুযোগ পেলে সে কথা বিধানসভায় তুলে ধরব যাতে আবাসিকরা একটু ভাল ভাবে থাকতে পারেন।’’এ ছাড়াও সোমবার বিধানসভায় পৌঁছে বিরোধী বিজেপি শিবিরের বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলেও ধন্যবাদ জানাতে দেখা যায় নওশাদকে। নওশাদের দাবি, তিনি জেলে থাকার সময় বিজেপি বিধায়কেরা তাঁর সমর্থনে কথা বলেছেন। আর সেই কারণেই তিনি তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে কুশল বিনিময় করেছেন।ঘটনাচক্রে সোমবার ফুরফুরার ইসালে সওয়াব উসব শুরু হচ্ছে। মনে করা হচ্ছিল পরিবারের এই উৎসবের কারণে বিধানসভায় না-ও দেখা যেতে পারে ভাঙড়ের বিধায়ককে। কিন্তু সোমবার সকালে ফুরফুরা থেকে বিধানসভায় এলেন নওশাদ।গত ২১ জানুয়ারি ধর্মতলায় ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)-র প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচিতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে আইএসএফ কর্মীদের। গ্রেফতার হন নওশাদ-সহ আইএসএফের বহু কর্মী সমর্থক। ৪২ দিন বন্দি থাকার পর গত শনিবার সকালে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে মুক্তি পান নওশাদ।

মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ তীব্রতা ৫.০, ছড়াল আতঙ্কও

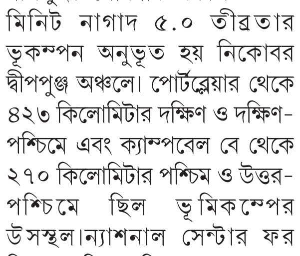

পোর্টব্লেয়ার, ৬ মার্চ ঃমৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। সোমবার সকাল ৫.০৭ মিনিট নাগাদ ৫.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে। পোর্টব্লেয়ার থেকে ৪২৩ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ক্যাম্পবেল বে থেকে ২৭০ কিলোমিটার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমলোজি জানিয়েছে, সোমবার সকাল ৫.০৭ মিনিট নাগাদ ৫.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরতায়, ৭.৯৭ অক্ষাংশ এবং ৯১.৬৫ দ্রাঘিমাংশ। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জজুড়ে ছড়িয়েছে আতঙ্ক।

চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সাশ্রয়ী করে তোলাই কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ ঃ ভারতে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সাশ্রয়ী করে তোলাই কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। দেশবাসীর উদ্দেশে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আয়ুষ্মান ভারত-এর অধীনে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধার নেপথ্যে সেই চিন্তাভাবনাই রয়েছে। এর অধীনে চিকিসার জন্য ব্যয় করা প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। সোমবার বাজেট পরবর্তী একটি ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই ওয়েবিনারের বিষয় হল-স্বাস্থ্য ও মেডিকেল গবেষণা।ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, গুরুতর রোগের জন্য দেশে গুণমানসম্পন্ন ও আধুনিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের লক্ষ্য সেই দিকেও রয়েছে, যাতে মানুষ নিজেদের বাড়ির কাছে পরীক্ষার সুবিধা পান এবং প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আরও ভাল সুবিধা থাকে। এর জন্য দেশে ১.৫ লক্ষ স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, স্বাধীনতার পর থেকে কয়েক দশক ধরে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল। আমরা স্বাস্থ্যসেবাকে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিনি বরং পুরো সরকারী পদ্ধতির উপর জোর দিয়েছি। কোভিড পরিস্থিতির কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, করোনা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে, যখন এই ধরনের সংকট দেখা দেয়, তখন সমৃদ্ধ দেশগুলির উন্নত ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে। বিশ্ব এখন স্বাস্থ্যের দিকে অনেক বেশি মনোযোগী। কিন্তু ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি শুধু স্বাস্থ্যসেবাতেই সীমাবদ্ধ নয়, আমরা সুস্থতার জন্যও কাজ করছি।মোদী বলেছেন, করোনা আমাদের এও শিখিয়েছে যে সাপ্লাই চেইন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন মহামারী চরমে ছিল, তখন কিছু দেশের জন্য ওষুধ, ভ্যাকসিন এবং চিকিৎসা যন্ত্রের মতো জীবন-রক্ষাকারী জিনিসগুলিও অস্ত্রে পরিণত হয়েছি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, তাই আমরা বিশ্বের সামনে একটি দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছি, 'এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্য' - সবার জন্য সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবা।

৭ মার্চ অসমের ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রী মোদীর

গুয়াহাটি, ৬ মার্চ ঃ আজ, মঙ্গলবার ৭ মার্চ গুয়াহাটিতে অসমের ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওইদিন তিনি মেঘালয়ের শিলঙে কনরাড কে সাংমা নেতৃত্বাধীন এনপিপি-বিজেপি এবং নাগাল্যান্ডের কোহিমায় নেইফিউ রিও নেতৃত্বাধীন এনডিপিপি-বিজেপি জোট সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আসবেন।জানা গেছে, মেঘালয় এবং নাগাল্যান্ডে এনডিএ-ভুক্ত নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা) সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং অন্যান্য বিষয়ে কথা বলতে ওইদিন অসমের পরিষদীয় মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে গুয়াহাটির কোথায় প্রস্তাবিত বৈঠক হবে, সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেনি সূত্রটি।৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নাগাল্যান্ডে নেইফিউ রিও নেতৃত্বাধীন এনডিপিপি-বিজেপি জোট সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেও যাবেন। প্রধানমন্ত্রীর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সফরকে উন্নয়ন ও নিরাপত্তার দিক থেকে সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রের তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ফের কয়েকদিনের জন্যে মাস্ক পরার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ আপাতত কয়েকদিন মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শও দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পরিবারের একজনের শরীরেও থাবা বসিয়েছে এই জীবাণু। সোমবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে একথা নিজেই জানান। তবে তাঁর পরিবারের কে আক্রান্ত হয়েছিল, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছুই জানাননি মুখ্যমন্ত্রী।অ্যাডিনো ভাইরাসের আতঙ্ক ত্রস্ত বাংলা। সেই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, আমার পরিবারের একজন অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত। আমি এসব বলে বেড়াই না। কোভিডের পর একটা রিয়্যাকশন হচ্ছে। জ্বর হলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখান। দয়া করে আতঙ্কিত হবেন না। ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে ১৩জনের কোমর্বিডিটি ছিল। ৬জনের মৃত্যু হয়েছে অ্যাডিনো ভাইরাসের কারণে। পশ্চিমবঙ্গির মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, ছোটদের আমি খুব ভালবাসি। আমার সন্তানের মতনই আবার কয়েকদিন মাস্ক ব্যবহার করার পরামর্শ দিলেন আজ। এছাড়া প্রয়োজনে টেলিমেডিসিনে কথাও বলুন। কোভিডকালের তুলনায় বর্তমানে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও অনেক উন্নত হয়েছে বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধীদের খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, বলা হচ্ছে এসএনসিইউ নেই। সিপিএম জমানায় জিরো ছিল। ১৩৮টি হাসপাতালে ২৪৮৬টি এসএনসিইউ রয়েছে। এছাড়া আরো নতুন কয়েকটি শয্যা বেড বাড়ানো হয়েছে সব সরকারি হাসপাতালে। তবে সব শেষে মাস্ক ব্যবহার দারকার

সিবিআই তদন্ত নিয়ে মোদীকে অভিযোগ শুভেন্দুর

কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ‘ সংস্থা সিবিআই কি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদকে ভয় পাচ্ছে? তা না হলে সারদা মামলার দশ বছর পরও কেন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও তদন্ত শুরু করছে না!’’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এই মর্মে লেখা একটি চিঠিতে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই প্রশ্ন তুলেছেন।কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে মোদীর কাছে অভিযোগের চিঠি পাঠিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীও। দু’জনের ‘ নালিশের লক্ষ্য এক হলেও কারণ আলাদা। মমতা যেখানে ইডি, সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাকে বিরোধীদের অপদস্থ করার জন্য শাসকের অস্ত্র বলে বোঝাতে চেয়েছেন সেখানে শুভেন্দুবাবুর অভিযোগ সম্পূর্ণ উল্টো। মোদীকে তাঁর নালিশ, সিবিআই তাঁর পদের জন্য মমতাকে সমীহ করে চলছে। তাই নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারছে না।চিঠিতে সারদা মামলায় মমতার ভূমিকা নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি নেতা। পাঁচ পাতার চিঠিতে তিনি একে একে জানিয়েছেন, সারদা মামলায় তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ উঠেছিল, তার প্রেক্ষিতে সিবিআই কী বলেছিল এবং মামলার দশ বছর পরেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এমনকি, ‘ সারদার সঙ্গে মমতার সম্পর্ক তাঁর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার বহু আগে থেকে’’ বলেও অভিযোগ করেছেন শুভেন্দুবাবু। শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, ‘ ২০১৪সালে সারদা মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছিল, যেহেতু এই মামলায় শাসকদলেরই বহু প্রভাবী জড়িত, তাই রাজ্য পুলিশকে এই মামলার তদন্তভার না দিয়ে সিবিআইকে দেওয়া হোক। আশা ছিল, এই মামলার মূলে যিনি বা যাঁরা, তাঁকে বা তাঁদের পদমর্যাদায় প্রভাবিত না হয়ে সিবিআই প্রকাশ্যে আনবে। কিন্তু তা হয়নি। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সারদা মামলায় সবচেয়ে বেশি লাভ হয়েছে যাঁর, তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করার ব্যাপারে সিবিআই উদাসীন। এর কারণ কি সিবিআই পদকে সমীহ করে চলছে?’’যুক্তি হিসাবে চিঠিতে শুভেন্দুবাবু টেনে এনেছেন সারদা মামলায় সিবিআইয়ের পুরনো বক্তব্যও। যেখানে মমতার আঁকা ছবি সারদা গোষ্ঠীর তরফে কোটি টাকায় কেনা হয়েছে বলে জানিয়েছিল সিবিআই। এ ছাড়াও মমতা রেলমন্ত্রী থাকাকালীন রেলের ক্যাটারিং এবং অন্যান্য যাত্রী পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা আইআরসিটিসির সঙ্গে সারদার ট্যুরের প্রসঙ্গও টেনেছেন। লক্ষ্যণীয়, রবিবার মমতা-সহ আট বিরোধী দলনেতা প্রধানমন্ত্রীকে যে চিঠি দিয়েছেন, তাতে শুভেন্দুবাবুর নাম ছিল। শুভেন্দুবাবুকে নারদা মামলায় অভিযুক্ত বলে জানিয়ে বিরোধীরা অভিযোগ করেছিলেন, বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত নেতা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা থাকলেও তার তদন্তের গতি মন্থর হয়েছে। যা আরও বেশি করে বিরোধীদের দাবি প্রমাণ করে। বিরোধীদের সেই চিঠির পরই সোমবার সকালে শুভেন্দু চিঠি পাঠান প্রধানমন্ত্রীকে।

রাষ্ট্রসংঘের দফতরের সামনে ভারত বিরোধী বিক্ষোভ, রাষ্ট্রদূতকে তলব নয়াদিল্লির

নয়াদিল্লি-জেনেভা, ৬ মার্চ ঃ কড়া নিরাপত্তায় মোড়া জেনেভায় রাষ্ট্রসংঘের দফতরের সামনে ভারত বিরোধী পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন কয়েকজন। খবর জেনে উদ্বিগ্ন নয়াদিল্লি। বিদেশমন্ত্রকের তরফে দ্রুত ডেকে পাঠানো হল সুইস রাষ্ট্রদূতকে। বিষয়টি ঠিক কী ঘটেছে, তা জানতে চেয়েছে মোদী সরকার। এ ব্যাপারে সুইস সরকার এখনও পর্যন্ত একটি শব্দও খরচ করেনি।ভারতীয় খ্রিস্টানদের নিরাপত্তাহীনতার কথা লেখা সেই পোস্টারে। লেখা - ‘ বার্নিং ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ানস’। কিছুক্ষণ পর অবশ্য পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীরা এসে সেই বিক্ষোভ হঠিয়ে দেয়। কিন্তু কারা এই বিক্ষোভ দেখাল, তাঁদের উদ্দেশ্যই বা কী, এসব কিছুই এখনও জানা যায়নি। ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে বিদেশমন্ত্রক। তিনি জানিয়েছেন, বিক্ষোভের বিষয়ে তেমন কোনও তথ্য নেই। কোনও গোষ্ঠী এখনও এর দায় স্বীকার করেনি। তবে ভারতের উদ্বেগের কথা তিনি অবশ্যই সুইস সরকারকে জানাবেন এবং বিস্তারিত ঘটনা জানার চেষ্টা করবেন।তবে সুইস রাষ্ট্রদূতের ভূমিকায় খুশি নয় নয়াদিল্লি। আরও অসন্তুষ্ট সুইস প্রশাসনের ভূমিকায়। এখনও পর্যন্ত তারা ভারত বিরোধী বিক্ষোভ নিয়ে মুখ খোলেনি।এমনিতে ভারতের সঙ্গে সুইজারল্যান্ডের কূটনৈতিক সম্পর্ক বরাবরই ভাল। বিশ্ব রাজনীতিতে উভয়ের প্রায় নিরপেক্ষ অবস্থানই দু’দেশকে কাছাকাছি এনেছে। একাধিক বিষয় দ্বিপাক্ষিক মিল রয়েছে। মোদী সরকারের আমলে বিশ্ব কূটনীতিতে আরও নজর দেওয়ায় বিভিন্ন দেশের সঙ্গেই সম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে জেনেভায় ভারত

ডা. মানিক সাহাই ত্রিপুরার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী মোদী, অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা, হিমন্তবিশ্ব শর্মার উপস্থিতিতে শপথ নেবেন ৮ মার্চ

আগরতলা, ৬ মার্চ ঃ ডা. মানিক সাহাই ত্রিপুরার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিজেপির কো-অর্ডিনেটর সম্বিত পাত্র এবং বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতার উপস্থিতিতে দ্বিতীয়বারের জন্য ডা. মানিক সাহা এবং তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা শপথ নেবেন ৮ মার্চ। তাঁদের পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করাবেন রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ণ আর্য্য। জানিয়েছেন দলের প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।এদিকে ত্রিপুরায় ক্ষমতাসীন বিজেপির অন্য এক সূত্র জানিয়েছে, গত রবিবার বিকেলে নেডা-র আহ্বায়ক তথা অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিজেপির কো-অর্ডিনেটর সম্বিত পাত্র দলের নবনির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন। ওই বৈঠকে কোন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, সে সম্পর্কের কোনও তথ্য দিতে পারেনি সূত্র।সূত্রটি জানিয়েছে, প্রথমে রবিবার সকাল দশটায় নবনির্বাচিত বিধায়ক দলের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। পরে সময় বদলে ঠিক হয় বিকাল তিনটায় অনুষ্ঠিত হবে বৈঠক। কিন্তু অনিবার্য কারণে নবনির্বাচিত বিধায়ক দলের বৈঠক বাতিল করা হয়েছে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে সোমবার নবনির্বাচিত বিধায়ক দলের বৈঠক হয়েছে।এদিকে মানিক সাহার দ্বিতীয় মেয়াদের সরকারে কোনও উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদ রাখা হয়েছে কিনা, যদি রাখা হয়, তা-হলে কে হবেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী সে সম্পর্কে সূত্রটির দাবি, উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তাই এ ব্যাপারে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে আগরতলায় বিজেপির অস্থায়ী নির্বাচনী কার্যালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার পর দলের প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য জানান, আগামী ৮ মার্চ বিজেপি মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা এবং স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠেয় শপথ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক প্রতিমা ভৌমিক, সমস্ত বিজয়ী বিধায়ক সহ বিজেপির অন্যান্য নেতা এবং জেলা সভাপতিরা উপস্থিত ছিলেন।

ভারতে ৩০০-র নীচে নামল সংক্রমণ! থমকে গিয়েছে মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ ঃভারতে কোভিডের দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা কমল, তবে লাফিয়ে লাফিয়ে বা।ছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। রবিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ২৮১ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২৮১ জন, দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৬,৮৮,১০১-তে পৌঁছেছে। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৫,৩০,৭৭৫ (১.১৯ শতাংশ))। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২,৯০১-এ পৌঁছেছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫৪,৪২৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায়ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০১ হাজার ১৮৩ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৪,২৩,৩৯২। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৫ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৪৩,৭৫৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

বিদেশের মাটিতে ভারতকে হেয় করার চুক্তি নিয়েছেন রাহুল গান্ধীঃঅনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ ঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ফের আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। সোমবার অনুরাগ বলেছেন, রাহুল গান্ধী বিদেশের মাটি থেকে ভারতকে হেয় করার চুক্তি নিয়েছেন। তাঁর ভাষা, চিন্তাভাবনা এবং কাজের ধরন সন্দেহজনক। তিনি বারবার এমনটা করেছেন...যখন জওয়ানরা শহীদ হয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে কয়েকজন লোক মারা গিয়েছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, রাহুল গান্ধী বিবাদ কি আন্ধি বান চুকে হ্যায়। বিদেশী বন্ধু হোক, এজেন্সি হোক অথবা বিদেশি ভূমি- সে ভারতকে অপমান করতে কোনও কসরত ছাড়ছে না। নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে তিনি পূর্ব পরিকল্পিতভাবে বিদেশ থেকে ভারতকে বদনাম করার চুক্তি নিয়েছেন।

৪র্থ টেস্টের প্রথম দিন নিয়ন্ত্রিত দর্শকদের প্রবেশাধিকার, ক্ষুব্ধ ভারত আর্মি

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ ঃ আমদাবাদে গুরুত্বপূর্ণ চতুর্থ টেস্টে মুখোমুখি হবে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। আমদাবাদ টেস্টের প্রথম দিন মাঠে থাকতে পারবেন না ক্রিকেট অনুরাগীরা। চতুর্থ টেস্টে আমেদাবাদের মাঠে উপস্থিত থাকবেন ভারত ও আস্ট্রেলিয়া দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অ্যান্থনি অ্যালবানিস। যার ফলে নিরাপত্তার কারনে এদিন মাঠে নিযন্ত্রিত প্রবেশাধিকার থাকবে । আর এই সিদ্ধান্তে রীতিমতো ক্ষুব্ধ ভারতীয় ক্রিকেটের অফিসিয়াল ফ্যান ক্লাব ভারত আর্মির সদস্যরা। সেকথা তাঁরা জানিয়েছেন প্রকাশ্যেই।চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে এই মুহূর্তে ভারত এগিয়ে রয়েছে ভারতীয় দল। এই টেস্ট জিতে সিরিজ জয় নিশ্চিত করতে চাইবে ভারতীয় দল। পাশাপাশি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের টিকিটও নিশ্চিত করতে চাইবেন রোহিত শর্মারা। টেস্টের প্রথম দিন নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও মাঠে উপস্থিত থাকবেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিস। ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। যাতে যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানো যায় সে কথা মাথায় রেখেই গুজরাট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে প্রথম দিনের বেশ কিছু টিকিট বিক্রি না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৯ মার্চ থেকে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। তার আগেই এই সিদ্ধান্তে বেজায় অখুশি ভারত আর্মি। কারণ তাদের একাধিক পরিকল্পনা এই কারণে বদল করতে হয়েছে।ভারত আর্মির প্রতিষ্ঠাতা রাকেশ প্যাটেল জানিয়েছেন, 'আমি লন্ডন থেকে আমার বেশ কিছু বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে ভারত আসছি শুধুমাত্র এই ম্যাচটা দেখার কারণে। বিমান বুক করতে একগাদা টাকা খরচ করেছি। হোটেল বুকিংয়েও গিয়েছে অনেক টাকা। এরপরে মাঠে প্রথমদিন দর্শকদের ঢোকা নিয়ন্ত্রণ করা হলে, তাদেরকে ঢুকতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আর্থিকভাবেও আমরা এর ফলে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হব। যখন সূচি ঘোষনা হয় তখনই আমাদের বিমানের টিকিট বুকিং করা হয়ে গেছিল।আমরা সারা বিশ্বে ঘুরে ঘুরে ভারতীয় দলকে সমর্থন করি। আমরা তাই টিকিট বিক্রির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমাদের বলা হয় প্রথম দিনের নিয়ন্ত্রিত টিকিট বিক্রি হবে। এটা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না।'-

দিল্লি হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি হলেন অমিত শর্মা, পাঠ করলেন শপথবাক্য

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চঃদিল্লি হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিচারপতি অমিত শর্মা। সোমবার তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মা। এর আগে দিল্লি হাইকোর্টে অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন তিনি। আইন এবং বিচার মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে গত সপ্তাহেই নোটিশ জারি করা হয়েছিল।সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের পক্ষ থেকে সম্প্রতি বেশ কিছু নাম উল্লেখ করা হয়েছিল বিচারপতি পদের জন্য। যার মধ্যে ছিলেন অমিত শর্মাও। ৯ জানুয়ারি ২০২৩-এ দিল্লি হাইকোর্টের কলেজিয়ামের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত বিচারপতি অমিত শর্মার নাম স্থায়ী বিচারপতি পদের জন্য প্রস্তাব করা হয়।

সতেরো শতকের পান্ডুলিপি এবার ডিজিটালে, অভিনব উদ্যোগ ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের

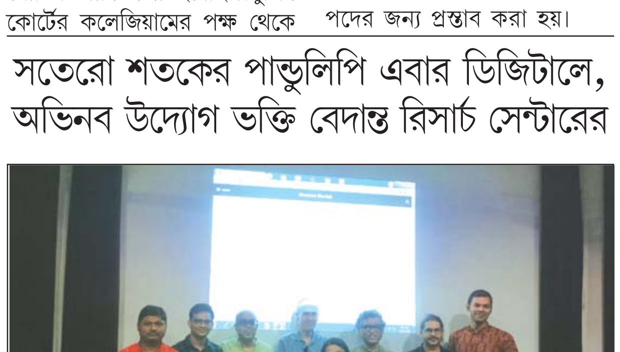

নিজস্বসংবাদদাতা,৬নয়াদিল্লিঃবাংলার পণ্ডিতদের সারস্বত চর্চাকে সহজে গবেষকদের কাছে নিয়ে আসতে এবার অভিনব উদ্যগ নিচ্ছে ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টার। তাদের উদ্যোগে ভারতীয় দর্শন-এর গ্রন্থ ও পান্ডুলিপি গুলিকে এবার সংরক্ষণ করে সেগুলিকে গবেষকদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে । এ উপলক্ষে আজ রবিবার কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারর্স এর এইচ এল রায় মেমোরিয়াল হলে 'দর্শন মনীষা ডিজিটাল লাইব্রেরির' উদ্বোধন করেন টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলোজফির অধ্যাপক জনার্দন গানেরি। তিনি বলেন, ভারতীয় দর্শন ও ততকালীন পন্ডিতদের পান্ডুলিপির এই ডিজিট্যাল গ্রন্থাগার গবেষকদের অনেকটাই কাজে আসবে। ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন অফ একাডেমিক এফেয়ার্স ডক্টর সুমন্ত রুদ্র বলেন, ১৭ থেকে ১৯ শতকের মধ্যে নবদ্বীপে রচিত নব্য-ন্যায়ের গ্রন্থগুলিকে ইতিমধ্যেই ডিজিটাইজ করা হয়েছে। কলকাতার বালিগঞ্জে রিসার্চ সেন্টারের গ্রন্থাগারে কলকাতার টোল-কেন্দ্রিক পণ্ডিতদের রচনাগুলিকেও ডিজিটাইজ করা হয়েছে। অপর একটি অংশে বিংশ-শতাব্দীর ইংরেজী জানা দার্শনিকদের রচিত গ্রন্থগুলিকেও ডিজিটাইজ করা হয়েছে। এই রচনাগুলি সুদুর্লভ। যে কোনো আগ্রহী ব্যক্তির পক্ষে বাংলার এই গৌরবোজ্জ্বল অবদানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ এনে দেওয়া হল ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবিত্রি বাই ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলোজফির প্রাক্তন অধ্যাপক শরদ দেশপান্ডে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলজফির প্রাক্তন অধ্যাপক প্রবাল কুমার সেন , দর্শন মনীষা ডিজিটাল লাইব্রেরির কোঅর্ডিনেটর অধ্যাপক নির্মাল্য নারায়ন চক্রবর্তী প্রমুখ।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৭ মার্চ ঃবৃহঃবার, ২২ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৭মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২২ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২২ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ২২ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৪.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২২.০৫এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৬৮শতকরা এবং ৩৪শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ৫৯ মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা - ৪১মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃস্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। আপনার সন্তানদের কারণে আজ আপনি অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন। বিবাহের যোগ।
বৃষভ রাশিঃসন্তান হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে। শুভদিন।
মিথুন রাশিঃআপনার অন্য মানুষদের প্রশংসা করে সাফল্য ভোগ করতে পারেন। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে আজ। শুভরং লাল
কর্কট রাশিঃ আজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে
সিংহ রাশিঃশারীরিক সুস্থতা এবং ওজন কমানোর কর্মসূচী আপনাকে আরো ভালো আকারে আনতে সাহায্য করবে। শুভদিন
কন্যা রাশিঃশারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন। বিবাহের যোগ হবেই।
তুলা রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। সংসারে শান্তি।
বৃশ্চিক রাশিঃআপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের রাখা উচিত কারণ খুব বেশী আনন্দ কিছু সমস্যার কারণ
ধনু রাশিঃ আপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত।। শুভ রং সবুজ
মকর রাশিঃনিজেকে কিছু খেলাধূলায় নিয়োজিত করুন যেহেতু এটি হল চিরস্থায়ী যৌবনের গোপন কথা। শুভদিন
কুম্ভ রাশিঃ পরিশ্রমের বিকল্প নেই। সংসারে শান্তি বিরাজ হবেই ।
মীন রাশিঃস্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। আপনার সন্তানদের কারণে আজ আপনি অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন। মনোনিবেশ করতে উপদ্রব করবে। থেকেআপনাকে ভালোবাসবার একটি উদ্দেশ

হাওড়ায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি নিউটাউন পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ কল সেন্টারের আড়ালে চলত আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্র। এমনই অভিযোগে হাওড়ার লিলুয়ায় একটি কল সেন্টারের মালিকের বাড়িতে হানা দিল নিউটাউন থানার পুলিশ। রবিবার বিকেল থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত কয়েক দফায় ওই বাড়ি থেকে প্রচুর নথি বাজেয়াপ্ত করেছে তারা। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার দুপুর ৩টে নাগাদ হাওড়ার লিলুয়ার দাসপাড়া এলাকায় নিউটাউন থানার পুলিশের একটি দল আসে। স্থানীয় বাসিন্দা গৌরব সোনির বাড়িতে যায় পুলিশ। এই খবরে এলাকার কৌতুহলী মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, লিলুয়ার দাসপাড়ার বাসিন্দারা জানাচ্ছেন প্রায় ৮ বছর আগে সোনি পরিবার ওই এলাকায় একটি ছোট বাড়ি কিনে বসবাস শুরু করেন। পরে এলাকার বেশ কিছু জায়গা কেনেন তিনি। কিছু দিনের মধ্যেই কয়েকটি বাড়িও বানিয়ে ফেলেন। পাশাপাশি, ঝাঁ চকচকে একাধিক দামি গাড়িতে যাতায়াত করতেন তিনি। আকাশ ধর নামে এক প্রতিবেশী বলেন, ''গৌরব সোনি ও তাঁর দুই ছেলে বড় ব্যবসায়ী বলেই জানতাম। কিন্তু এমন ভাবে রোজগার করতেন, তা আজ বুঝতে পারছি।'' গৌরব সোনি আসলে কল সেন্টারের মালিক। সল্টলেক এবং নিউ টাউন এলাকায় তাঁর কল সেন্টার আছে। যেখান থেকে আন্তর্জাতিক প্রতারণা চলত। সেখানে অভিযান চালিয়ে মোট ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে নিউটাউন থানার পুলিশ। তাছাড়া ৫৫ টি কম্পিউটার এবং নগদ প্রায় ১৪ লাখ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে যে, এই চক্রের মূলচক্রী এই গৌরব।

গ্রন্থাগারিক নিয়োগের জন্য একটি কমিটি তৈরি করেছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ রাজ্য সরকার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে দ্রুততার সাথে মসৃণ ভাবে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের জন্য একটি কমিটি তৈরি করেছে। গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী এদিন বিধানসভায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, এইজন্যে সাত জনের একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি নিয়োগের কাজকে মসৃণ ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সব জেলাশাসক এবং অতিরিক্ত জেলা শাসকদের যুক্ত করা হবে বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি এবং সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত গ্রন্থাগার গুলিতে ৭৩৮ টি শূন্য পদে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হবে বলে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

কৃষিজাত পণ্যের উপরে কৃষকদের কোন আয়কর দিতে হবে না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ রাজ্য সরকার আগামী দুই বছর কৃষিজাত পণ্যের উপরে কৃষকদের কোন আয়কর দিতে হবে না বলে জানিয়েছে। আজ বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য বিলের উপরে আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, আগামী বছর লোকসভা ভোটের সময়েও কৃষিক্ষেত্রে কর ছাড়ের সুবিধা থাকবে। উল্লেখ্য এর আগে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী নতুন করে কর না চাপিয়ে কৃষিতে আয়কর ছাড় বজায় রাখা ও আগামী দুইটি অর্থ বছরের জন্য কাঁচা চা পাতার উপর রাখা গ্রামীন কর্মসংস্থান ও শিক্ষা এই দুই ধরনের সেস প্রত্যাহারের বিষয়টি রাজ্য চিন্তাভাবনা করছে বলে জানিয়েছিলেন। এইদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচন ও আগামী লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিল বলে রাজনৈতিক নেতাদের একাংশ মনে করছেন।

দেশজুড়ে বানিজ্যের প্রসারে নিউ ইয়র্কের অয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার শাখা খুলছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ দেশজুড়ে বানিজ্যের প্রসারে নিউ ইয়র্কের অয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার রাজ্যে তাদের একটি শাখা খুলতে চলেছে। আগামী ২১ মার্চ ট্রেড সেন্টারের প্রতিনিধিরা রাজ্যে এসে এই নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে মৌ চুক্তি স্বাক্ষর করবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এদিন বিধানসভায় সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। এইজন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় জমি দেবে বলে সূত্রের খবর। উল্লেখ্য ১৯৭৩ সালের ৪ এপ্রিল নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনে অয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দুটি টাওয়ার চালু হয়েছিল।

পুলিশের তৎপরতায় কয়েক ঘন্টার মধ্যে উদ্ধার মোবাইল ফোন

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৬ মার্চ ঃ জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় হারিয়ে যাওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে উদ্ধার মোবাইল ফোন জয়নগর থেকে।

রবিবার বেলায় নামখানার আরিজুল ইসলাম মন্ডল নামে এক যুবকের ফোন বহড়ু স্টেশনে হারিয়ে যায়। সে তাঁর কিছু সময় পরে জয়নগর থানায় এসে সমস্ত ঘটনা থানায় ডিউটিরত এস আই তুহিন ঘোষের কাছে বলেন। আর তার পর জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে জয়নগর থানার এস আই তুহিন ঘোষ ওই হারিয়ে যাওয়া মোবাইল নং -তে যোগাযোগ করে তার কিছু সময়ের মধ্যে জয়নগর স্টেশন এলাকা থেকে উদ্ধার করেন। আর তা এদিন তুলে দেওয়া হয় ঐ যুবকের হাতে। আর এদিন নিজের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন কয়েকঘন্টার মধ্যে ফিরে পেয়ে ধন্যবাদ জানান জয়নগর থানার পুলিশকে আরিজুল।

জয়নগর থানায় একদিনের স্বাস্থ্য মেলা হয়ে গেল চিকিৎসকের উপস্থিতিতে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৬ মার্চ ঃ একজন মানুষের সুস্থ থাকতে ও নীরোগ হতে চিকিৎসকের প্রয়োজন। আর পুলিশ প্রশাসন প্রশাসনিক কাজের পাশাপাশি সাধারন মানুষের স্বাস্থের সঠিক যত্ন নিতে একদিনের স্বাস্থ্য মেলা করলো রাজ্য সরকারের সম্পর্ক কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে।রবিবার

জয়নগর থানা ভবনে জয়নগর থানা ও পুত্যেয়ের আয়োজনে স্বাস্থ্যমেলা হয়ে গেল। আর এদিন এই মেলায় তিন শতাধিক মানুষ অংশ নিয়ে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, জয়নগর থানার আইসি রাকেশ চ্যাটার্জী, পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল, জয়নগর উওর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ, বারুইপুর এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপন কুমার মন্ডল সহ আরো অনেকে। চক্ষু পরীক্ষা সহ সাধারণ চিকিৎসা, ইসিজি সহ একাধিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয় বহু চিকিৎসকের উপস্থিতিতে এদিন এখান থেকে। আর এই পরিষেবা নিতে পুলিশ, সিভিক সহ সাধারন মানুষ অংশ নেন। বারুইপুর এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস বলেন, পুলিশ সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে জানে। তাই তো রাজ্য সরকারের সম্পর্ক কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে জয়নগরে এই স্বাস্থ্য মেলাটি হয়ে গেল। আমি চাইবো সব থানাতে এই ধরনের মেলা সাধারণ মানুষদের জন্যে।

ড্রেন সাফাই করতে এসে মিললো মৃতদেহ বেলুড়ের গিরীশ ঘোষ রোডে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ মার্চ ঃ হাওড়ার বেলুড়ের গিরীশ ঘোষ রোডে ড্রেনের ভিতর থেকে উদ্ধার হলো অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ। সোমবার সকালে পুরসভার সাফাই কর্মী ড্রেন পরিষ্কার করতে এসে প্রথম দেহটি দেখতে পান। এরপর কনজারভেন্সি বিভাগের সুপারভাইজার খবর দেন প্রাক্তন জনপ্রতিনিধিকে। খবর দেওয়া হয় বেলুড় থানায়। পুলিশ এসে বছর পঞ্চাশের ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। হাওড়া পুরসভার কনজারভেন্সি বিভাগের সুপারভাইজার সোমনাথ সামন্ত বলেন, আজকে সকালে অন্যান্য দিনের মতোই আমরা ড্রেন সাফাই করতে লোক পাঠিয়েছিলাম। সেই লোক এসে খবর দেয় নর্দমায় কিছু একটা রয়েছে। তার জন্য নর্দমা সাফাই করা যাচ্ছে না। তারপরে আমরা সকলে ছুটে আসি। এসে দেখি নর্দমার স্লাবের নিচে একটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। এরপর আমরা স্থানীয় প্রাক্তন জনপ্রতিনিধিকে এবং বেলুড় থানায় খবর জানাই। এরপর পুলিশ আসে। দেহটিকে তোলা হয়। তবে মৃতদেহটি কার তা এখনো জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সকাল সোয়া ৯ টা নাগাদ বেলুড়ের গিরীশ ঘোষ রোডে এক বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের পাশে ড্রেনের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় অজ্ঞাতপরিচয় ওই ব্যক্তির মৃতদেহ। মৃতদেহটি নর্দমায় সিমেন্টের স্লাবের নিচে আটকে ছিল। মৃতের পরনে ছিল কালো রঙের ফুল প্যান্ট। গায়ের রঙ ফর্সা। উচ্চতা মাঝারি। শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন ছিল না। এটা হত্যা না আত্মহত্যা তা জানার জন্য তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অ্যাডিনোর প্রভাব এবার দোলের রঙে! এ বসন্ত হয়তো বা শিশুদের জন্য নয়

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ মার্চ ঃ 'ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল', লাগলো যে দোল তবে এবারে ছবিটা হয়তো একটু আলাদা হতে চলেছে। অ্যাডিনোর প্রভাব এবার দোলের রঙে! করোনার পর এবার অ্যাডিনো ভাইরাসের আতঙ্ক ছড়িয়েছে শিশুদের মধ্যে ইতিমধ্যেই হুগলি জেলার শতাধিক শিশু ঘর বন্দী আবার কেউ কেউ হাসপাতালে। রঙের বাজারে তার প্রভাব পড়েছে অনেকটাই দাবি বিক্রেতাদের। ঘরে ঘরে জ্বর সর্দিকাশি। বসন্তকালে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে এবার নতুন করে ভয় ধরাচ্ছে অ্যাডিনো ভাইরাস। তাই রঙের উৎসব নিয়ে সাবধানতা দেখা যাচ্ছে হুগলি জেলার বিভিন্ন জায়গায়। সেই ছবি চুঁচুড়াতেও। হুগলির চুঁচুড়া খরুয়াবাজারে। অন্যান্য বছর দোলের সময় দেদার বিকিকিনি হয়। তবে এইবছর আবার করোনাকালের মত অবস্থা বিক্রেতাদের। হরেক রকমের রঙের পসরা নিয়ে হাজির হয়েছেন দোকানদাররা। হোলির গেঞ্জি থেকে মুখোশ, সিলিন্ডার আবির, স্মোক আবির নানা রঙের পসরা নিয়ে সাজিয়ে বসেছেন তারা। অন্যান্য বছর দোলের আগের দিন প্রায় ৭০ জিনিস বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু এই বছর ছবিটা একটু আলাদা। রাজু সরকার নামে এক রং ব্যবসায়ীর দাবি এই বছর অ্যাডিনো ভাইরাসের প্রভাবে বাচ্ছাদের জন্য তৈরি ভেষজ আবির, ভেষজ রঙ বিক্রি হয়নি। দোলের আনন্দ মানেই মূলতঃ ছোটোদের হরেক রঙ মাখা। কিন্তু সেই ছোটরাই এবারে নাকি ঘরবন্ধী তাই ছবি এই বছর কমই দেখা যাবে। এর পাশাপাশি দোলের বিভিন্ন সামগ্রী বিভিন্ন সামগ্রী তাও পড়ে আছে । বৈদ্যবাটী শহরের আরেক রঙ ব্যাবসায়ী অভিজিত ধোলে জানান, সাত বছর ধরে ব্যবসা করছি করোনার পর আবার এরকম অবস্থা, প্রায় কুড়ি হাজার টাকার মাল তুলেছি কিন্তু তার ১০ শতাংশ এখনও বিক্রি হয়নি কি হবে জানি না। এক ক্রেতা জানান অ্যাডিনো ভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত ভয় লাগছে কিন্তু ছেলের হাজারো বায়নার জন্য বাধ্য হয়ে কিনতে হচ্ছে তবে এই বছর রঙের দিকে যাচ্ছি না । ভেষজ আবীর কিনেছি। সবমিলিয়ে গত বছরের থেকে এ বছর ধুঁকছে রঙের বাজার মাথায় হাত রঙ ব্যবসায়ীদের।

পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার ৯ টি মোবাইল, ধৃতের তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৬ মার্চ ঃ বর্তমানে রাস্তাঘাটে মোবাইল চুরির ঘটনা বেড়ে চলেছে । আর প্রতিদিন এই বিষয়ে একাধিক অভিযোগ জমা পড়ছে থানায়। সেরকমই জয়নগর থানা এলাকায় বেশ কয়েকটি মোবাইল চুরির ঘটনার তদন্তে নামে জয়নগর থানার পুলিশ। জয়নগর থানার দক্ষিন বারাসত থেকে ৯ টি দামি মোবাইল সহ এক মোবাইল চোরকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার পুলিশ সোমবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠালো। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার রাতে জয়নগর থানার এস আই দিগন্ত মন্ডল, এস আই সায়ন ভট্টাচার্য্য সহ পুলিশের বিশেষ টিমের হাতে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত স্টেশন এলাকা থেকে আজিজুল মোল্লা নামে এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতকে জয়নগর থানায় নিয়ে আসা হয় রবিবার রাতেই। ধৃতের বাড়ি জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়া এলাকায়। ধৃতকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করা হয় জয়নগর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে। তবে এদিন বারুইপুর মহকুমা আদালতের বিচারক ধৃতের তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। সম্প্রীতি জয়নগর থানা এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের মোবাইল চুরির হচ্ছে বলে অভিযোগ আসে পুলিশের কাছে। সেই সমস্ত অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে জয়নগর থানার পুলিশ তদন্তে নামেন। পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে এই মোবাইল চুরির কিনারা করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। আর এদিন সেই চেষ্টায় সাফল্য এলো।পুলিশ সূত্রে জানা যায়, জয়নগর থানা এলাকার দক্ষিণ বারাসাতের এলাকায় ইতস্তত ভাবে ঘোরাঘুরি করছিল এক ব্যক্তি। আর তখনই পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় ওই অভিযুক্তকে আটক করে। তারপর তার কাছ থেকে ৯টি দামি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়।এবং ওই ব্যক্তিকে প্রথমে আটক পরে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ধৃতের সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত আছে তা খতিয়ে দেখছে জয়নগর থানার পুলিশ।

উত্তরপূর্ব রেলওয়ে লখনউ বিভাগ দ্বারা জনসচেতনতা প্রচার চালানো হচ্ছে

গোরখপুর, ৬ মার্চঃ হোলি উপলক্ষ্যে যাত্রীদের বিপুল ভিড়ের পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তর পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী চন্দ্র বীর রমনের নির্দেশ অনুসারে, অবৈধ বিক্রির বিরুদ্ধে সপ্তাহব্যাপী অভিযানের অধীনে, ট্রেন ও স্টেশনে টিকিট দালাল ও বিষপানকারী গোরখপুর জং. স্টেশনে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স পোস্ট গোরখপুর উত্তরপূর্ব রেলওয়ে লখনউ বিভাগ দ্বারা জনসচেতনতা প্রচার চালানো হচ্ছে, এর অধীনে ০৬ মার্চ, ২০২৩ গোরখপুর জং। স্টেশনের ০২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এই পথনাটকের মাধ্যমে, স্টেশনে বা ট্রেনে অপরিচিত কারও দেওয়া খাবার বা পানীয় গ্রহণ না করার জন্য যাত্রীদের একটি বার্তা দেওয়া হয়েছিল। এতে বিষ থাকতে পারে, যা খেলে আপনি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন এবং অপরিচিত ব্যক্তি আপনার জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনারলখনউ জন। শ্রী চন্দ্র মোহন মিশ্রের তত্ত্বাবধানে এই অভিযান চালানো হয়। এই অনুষ্ঠানে, সহকারী নিরাপত্তা কমিশনার গোরখপুর জোন জনাব মনোজ কুমার টুডু, ইনচার্জ ইন্সপেক্টর রেলওয়ে পুর মহাশয় রাজেশ কুমার সিনহা এবং রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও এই জনসচেতনতামূলক প্রচারে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ, সন্দেহজনক ব্যক্তিঃবস্তু সম্পর্কে তথ্য, মহিলাদের নিরাপত্তা, লেভেল ক্রসিং গেটের ক্ষতি না করা, বন্ধ ক্রসিং গেটের নিচে না যাওয়া, গেটে সতর্কতা চিহ্ন অনুসরণ করা এবং রেলওয়ের অননুমোদিত ব্যবহার। রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের কর্মীদের দ্বারা ক্রস না করার বার্তা দেওয়া হয়েছিল। এই পথনাটকটি পরিচালনা করেছেন জনাব মনোজ কুমার টুডু এবং রচনার কাজটি করেছেন জনাব মহেন্দ্র পাল। নাটকটির কথক ছিলেন মহাশয় প্রিন্স চৌধুরী।

চলন্ত ম্যাটাডোরে হঠাৎ আগুন বিদ্যাসাগর সেতুতে, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ চলন্ত ম্যাটাডোরে হঠাৎ আগুন লেগে আতঙ্ক বিদ্যাসাগর সেতুতে। গা।রি ব্যাটারির শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে এই ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। দমকল সূত্রের খবর, সোমবার বিকেল ৩টে নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। চলন্ত ম্যাটাডরে হঠাৎই আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে মালবোঝাই গাড়িটি। গাড়িটি হাওড়ার থেকে কলকাতা দিকে আসছিল বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিন। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে ইঞ্জিনে ইলেকট্রিক্যাল শট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে। প্রায় ঘন্টা দেড়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। হতাহতের খবর নেই। শিবপুর ফায়ার ব্রিগেডের আধিকারিক বিশ্বজিত সর্দার বলেন, বিদ্যাসাগর সেতুর মধ্যবর্তী অংশে একটা ছোট হাতি গাড়ি জ্বলছিল। এসে দেখা যায় একটা ছোট হাতি গাড়ির সামনের অংশ জ্বলছিল। গাড়িতে কিছু আয়রন কাটার মেশিন ছিল। এরপর দমকলের দু'টি গাড়ি এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কি করে আগুন লেগেছে তা জানা যায়নি। তবে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান শট সার্কিটের কারণে আগুন লেগেছে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রার পারদ উর্ধ্বমুখীই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রার পারদ উর্ধ্বমুখীই। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহে রোদের তাপ আরও বৃদ্ধি পাবে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে কোথাও কোথাও আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। উত্তরবঙ্গে হালকা ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। আগের দিনের তুলনায় সোমবার সামান্য বাড়ল কলকাতার তাপমাত্রা, এদিন মহানগরীর তাপমাত্রা বেড়ে ২২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। এদিনই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৩.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সোমবার সকাল থেকেই রোদ ঝলমলে ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘন্টা এমনই থাকবে আবহাওয়া। খুব বেশি গরম থাকবে না, আবহাওয়া থাকবে মনোরমই। দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। মঙ্গলবার দোলের দিন মনোরমই থাকবে কলকাতার আবহাওয়া।

কন্যাসন্তান, শৌচাগারেই আত্মঘাতী প্রসূতি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ মার্চ ঃ এবার সরকারি হাসপাতালের শৌচাগারেই আত্মঘাতী হলেন এক প্রসূতি। মিললো তাঁর ঝুলন্ত দেহ। হাওড়া জেলা হাসপাতালের মাতৃত্বকালীন জরুরি বিভাগের শৌচাগারে ওই মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতালে। জানা গেছে, ওই মহিলা গর্ভবতী অবস্থায় ভর্তি হয়েছিলেন হাওড়া হাসপাতালে। সেখানেই এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন তিনি। এরপর সোমবার জরুরীকালীন বিভাগের শৌচাগার থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ পাওয়া যায়। হাওড়া থানার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, মানসিক অবসাদ থেকেই ওই মহিলা আত্মঘাতী হন। পুলিশ জানায় মানসিক অবসাদের জন্য ওই মহিলার চিকিৎসা চলছিল। তবে ঠিক কারণে এমন ঘটনা তা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতার এক আত্মীয় বলেন, এদিন হাসপাতালে এলে হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয় শৌচাগারে গলায় দড়ি দিয়ে আমাদের পেশেন্ট আত্মহত্যা করেছে। এদের আগের দু'টো মেয়ে রয়েছে। এবার ফের মেয়ে সন্তান হয়। রাত ৮ টায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সাড়ে ৯টায় মেয়ে সন্তান হয়। তারপর ঘটে যায় এমন অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে আবির খেলায় জেলাশাসক

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ৬ মার্চ ঃ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের আবাসিক স্থলে আশা ভবনে শিশুদের সঙ্গে আবির খেলায় মাতলেন হাওড়ার জেলাশাসক শ্রীমতি মুক্তা আর্য । সোমবার বিকেলে উলুবেড়িয়ার কাটিলা আশা ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আবির খেলায় জেলা শাসকের সঙ্গে আবির খেলায় মাতলেন উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাসক শমীক কুমার ঘোষ, হাওড়া জেলা পরিষদের সহ সভাপতি অজয় কুমার ভট্টাচার্য্য, উলুবেড়িয়া ২ নং বিডিও অতনু কুমার দাস, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরমাতা রীনা দত্ত দাস, আবাসিক ভবনের সুপার জন মেরী বারুই, অরুনিমা জাসু প্রমুখ।

দক্ষিণাপনে শাড়ির দোকানে আগুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ ঢাকুরিয়ার দক্ষিণাপনে অগ্নিকাণ্ড। সোমবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ একতলার একটি শাড়ির দোকানে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে দমকলের দু'টি ইঞ্জিন যায়। অগ্নিকাণ্ডে যাতে বড়সড় বিপদ না হয় তাই আশপাশের দোকান খালি করা হয়। বেলা সাড়ে ১২ টা নাগাদ আগুনের শিখা দেখতে পান প্রত্যক্ষদর্শীরা। যেহেতু শাড়ির দোকানে আগুন লাগে, তাই আতঙ্ক আরও বৃদ্ধি পায়। প্রচুর শাড়িও মজুত ছিল সেখানে। আতঙ্কে ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। তবে ক্ষয়ক্ষতি হলেও হতাহত হওয়ার খবর মেলেনি।

গৃহবধূকে খুনের অভিযোগে আটক ননদ, শাশুড়ি, শ্বশুর

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৬ মার্চ ঃ সোমবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জের সানডেল বিল গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁকড়া গ্রামে এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই এলাকায়। মৃতার নাম নুরবানু বিবি। গৃহবধূকে খুনের অভিযোগে আটক হয়েছেন ননদ, শাশুড়ি, শ্বশুর। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক অশান্তি চলছিল ননদ, শ্বশুর ও শাশুড়ির সঙ্গে ওই বধূর। এই নিয়ে বেশ কয়েকবার সালিশি সভা বসলেও কোনও সমাধান সূত্র বের হয়নি। অভিযোগ, বধূর উপর নির্যাতন চলছিল। সময় যত এগিয়েছে নির্যাতন তত বেড়েছে। সোমবার দুপুরবেলা স্বামী আলম গাজি রাজমিস্ত্রির কাজে বাইরে যায়। সেই সময় দশ বছরের ছেলের সামনে ননদ মাতুরা বিবি, শ্বশুর মঞ্জুর গাজি, শাশুড়ি রাশেদা বিবি তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করে। তারপরে ঘরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় প্রতিবেশীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে বিক্ষোভ দেখান। এর সঙ্গে যুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও কঠিন শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ ননদ, শ্বশুর, শাশুড়িকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। মৃত নুরবানুর দুই ছেলে ও দাদা এই ঘটনায় কঠিন শাস্তির দাবি জানিয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার পুলিশ মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। খুন না আত্মহত্যা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে কি না সেটা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, স্বামী বাড়িতে না থাকার সুযোগে নুরবানুর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত শ্বশুর- শাশুড়ি- ননদ। ছেলের সামনে মাকে মেরে ফেলায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে মৃতের দশ বছরের ছেলে। তার এক ভাই স্কুলে গিয়েছিল। তদন্ত শুরু করেছে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ।

বিজেপির আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বিধানসভায় কোনও আলোচনা হল না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ বিজেপির আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আজ বিধানসভায় কোনও আলোচনা হল না। ওই প্রস্তাবের ভবিষ্যত নিয়ে সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে বলে অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। তিনি বলেন অধ্যক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে শুভেন্দু অধিকারী সহ অন্যান্য বিজেপি সদস্যরা তাঁর বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম সহ সরকার পক্ষের অন্যান্য বিধায়করা তার পাল্টা প্রস্তাব জমা দিযেছেন। যেখানে অধ্যক্ষের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয়েছে। দুটি প্রস্তাবের বক্তব্য পরস্পরের সম্পূর্ন বিপরীত। তাই আপাতত দুটি প্রস্তাব নিয়েই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হচ্ছে। প্রস্তাব দুটি ভালোভাবে বিবেচনার পরই তিনি এই ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্ত জানাবেন বলে অধ্যক্ষ ঘোষণা করেন। এদিকে অধ্যক্ষের এই ঘোষণার পরেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান। কৌশলে তাঁদের আনা প্রস্তাব বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে বিরোধী দলনেতার নেত্বত্বে অন্যান্য বিজেপি সদস্যরা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করেন। বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে বিজেপি সভা থেকে ওয়াক আউট করে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলের মালবাহী লোডিং এবং উপার্জন কর্মক্ষমতা ধারাবাহিক বৃদ্ধি

কলকাতা, ৬ মার্চঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে চলতি আর্থিক বছরের (২০২২-২৩) প্রথম এগারো মাসে (এপ্রিল- ফেব্রুয়ারি) মোট ১৮৩.৫৬ মিলিযন টন মূল মাল লোড করেছে যা আগের আর্থিক বছরের একই সময়ে তুলনায় ৪.০২ বৃদ্ধি পেয়ে। এই সময়ে মধ্যে, মালবাহী লোডিং থেকে রাজস্ব উৎপাদনও বো। হয়ে ১৬,৪৭৪.২৬ কোটি টাকার তুলনায। আগের বছরের একই সময়ে ১৪,৭৪৭.৩৫ কোটি টাকা। অতএব, এসইআর -এর জন্য মালবাহী লোডিং থেকে আয় ১১.৭১ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি আর্থিক বছরের (২০২২-২৩) প্রথম এগারো মাসে অর্থাত্ এপ্রিল থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কয়লা, সিমেন্ট এবং সার লোডিং থেকে উপার্জনের ক্ষেত্রেও এসইআর উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে মধ্যে, এসইআর কযলা লোডিং থেকে ৪,৯১৪.৭১ কোটি টাকা আয় করেছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে তুলনায় ৪৮.৬৬ বেশি। সিমেন্ট এবং সার লোডিং থেকে আয়ও এই সময়ে মধ্যে যথাক্রমে ৩৩.৫৯ এবং ১৮.৫৩ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে মধ্যে মাল লোডিংয়ে প্রধান পণ্যগুলি ছিল লৌহ আকরিক, কয়লা, পিগ আয়রন এবং ফিনিশড স্টিল, সিমেন্ট, সার, পেট্রোলিয়াম পণ্য ইত্যাদি।

রেলমন্ত্রীর সেবক-রংপো রেল সংযোগী প্রকল্প পরিদর্শন

মালিগাঁও, ৬ মার্চ ঃ রেলওয়ে, যোগাযোগ, বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সম্প্রতি উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সিকিম সফর করেছেন। এই সফরের সময় মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব দেশের অন্যান্য

প্রান্তের সাথে সিকিমকে সংযুক্ত করতে সেবক-রংপোর মধ্যে রেলওয়ে সংযোগী প্রকল্পের ব্রিজ, টানেল ও স্টেশন ইয়ার্ড পরিদর্শন করেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন রেলওয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা। কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার পাশাপাশি রেলমন্ত্রী দ্রুত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আধিকারিকদের প্রতি আহ্বানও জানান। সংবাদ মাধ্যমের সাথে বার্তালাপের সময় মন্ত্রী বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই উত্তর পূর্ব ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে বহু সংযোগী প্রকল্প রয়েছে এবং সবগুলি কাজের অগ্রগতিও ভালো। পূর্বে, উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে ২০১৪ পর্যন্ত রেলওয়ের জন্য বার্ষিক গড় বরাদ্দ করা হতো প্রায় ২০০০ কোটি টাকা। বর্তমানে সাম্প্রতিক ঘোষিত বাজেটে পাঁচগুণ বেশি বৃদ্ধি করে বার্ষিক ১০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানান রেলমন্ত্রী। মন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন যে ২০২৪-এর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সিকিমের রংপো পৌঁছাবে মর্যাদাপূর্ণ বন্দে ভারত ট্রেন। মন্ত্রী বলেন যে সেবক ও রংপোর মধ্যে রেল সংযোগের কাজ খুব যত্ন সহকারে পরিচালনা করা হচ্ছে, কারণ সেখানকার হিমালয়ান অঞ্চলের কঠিন ভূ-খণ্ডের মধ্যে একাধিক ব্রিজ ও টানেলের কাজ চলছে, তবে কাজের অগ্রগতিও খুব ভালো। ভারতীয় রেলওয়ে সেবক-রংপো রেল সংযোগী প্রকল্পকে প্রথমে গ্যাংটক নিয়ে যাবে এবং এরপর ভারত-চীন সীমান্তবর্তী নাথুলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। কারণ ভবিষ্যতের সংযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পটির কৌশলগত গুরুত্ব থাকার পাশাপাশি প্রতিরক্ষার চাহিদা পূরণেও মুখ্য ভূমিকা পালন করবে এই প্রকল্প, তাই উন্নত যোগাযোগ ও দেশের সুরক্ষা আরও শক্তিশালী করতে রেলওয়ে এই কাজ করবে। এই সেবক (পশ্চিমবঙ্গ)- রংপো (সিকিম) সংযোগী নতুন রেল প্রকল্পটি হলো ভারতের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ নির্মীয়মাণ জাতীয় প্রকল্প। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে গেল প্রথমবারের জন্য সিকিম রেলওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত হবে এবং অঞ্চলটিকে বিশ্বস্ত ও আরামদায়ক যোগাযোগ পরিকাঠামো প্রদান করবে। প্রকল্পটির কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বর্তমানে টানেল, ব্রিজ ও স্টেশন ইয়ার্ড নির্মাণ সম্পর্কিত সমস্ত কার্যকলাপ যুদ্ধসদৃশ্য গতিতে চলছে। অতিরিক্তভাবে, রেলওয়ে, যোগাযোগ, বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের মন্ত্রী ওয়ার্ল্ড বুক অব রেকর্ডস (লন্ডন)-এর দ্বারা বিশ্বের প্রথম অর্গানিক রাজ্য হিসেবে ঘোষিত সিকিমকে স্বীকৃতি দেওয়ার আনন্দ উদযাপনের একটি অনুষ্ঠানে সিকিমের জন্য ডাক বিভাগের 'গো গ্রিন, গো অর্গানিক'- এর স্পেশাল কভারের প্রকাশও করেন। এই স্পেশাল কভারের মাধ্যমে দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রচারে ডাক বিভাগ সহায়কের ভূমিকা পালন করছে। মন্ত্রী ভাইব্রেন্ট ভিলেজ উদ্যোগের অংশ হিসেবে লাচুং গ্রামের বাসিন্দাদের সাথেও আলোচনা করেন। এছাড়া তিনি এই গ্রামের স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের সাথেও বার্তালাপ করেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৯৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২২ ফাগুন, ১৪২৯

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

সম্পাদকীয়

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস আজকে শক্তিশালী হতে পারছে না তার বহু কারণ রয়েছে। তার মধ্যে একটি বড় কারণ হচ্ছে তাদের একক শক্তি নেই। নেহরু, ইন্দিরা এবং রাজীবের সময়ে যে শক্তি কংগ্রেসের ছিল তা আজকে একেবারে হাওয়াতে মিলিয়ে গিয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে শক্তিশালী কোনও নেতা এখন আর কংগ্রেসের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সুবক্তা নেই। মোদির মতো কৌশলী রাজনৈতিক নেতার কুবই অভাব। কংগ্রেসের এআইসিসিতে বহু ভালো লোক থাকলে তরা ভালো দক্ষ রাজনীতিবিদ হতে পারছেন না। বিজেপি সঙ্গে লড়াই করার মতো কোনও শক্তি তৈরি হতে পারছে না। মনমোহন সিং চলে যাওয়ার পর কংগ্রেস আর মাথা তুলে দঁড়াতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে কংগ্রেস দলকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার মতো কোনও কৌশলী নেতা নেই। রাহুল গান্ধি কংগ্রেস দলের নেতা হতে পারেন। তিনি কংগ্রেস দলের সভাপতি হতে পারেন। কিন্তু তিনি কংগ্রেস দলের জাতীয় মুখ হয়ে উঠতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেই রকম তাঁর ব্যক্তিত্ব নেই বলা যেতে পারে। তিনি ভারত জোড়ো পদযাত্রা করতে পারেন। তিনি কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভারত জোড়া পদযাত্রা করে কংগ্রেসের নামাটকে জনগণের সমানে নিয়ে আসতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁকে এখন প্রধানন্ত্রীর পদে দেখতে দেশের জনগণ এখনই চাইছে না এটা স্পষ্ট। তিনি বহু বিরোধী দলের সঙ্গে বিরোধী জোট করা কথা ভাবছেন। তিনি সিপিএম দলের সঙ্গে জোট করে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু তাতে তো কংগ্রেসের একক শক্তর প্রকাশ পেল না। কংগ্রেসকে মাথা তুলে দাঁড়াতে গেলে একক শক্তির ওপরে নির্ভর করে নির্বাচনে লড়াই করতে হবে। বিরোধী দলের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। বিজেপি জোট তৈরি করতে হবে। লোকসভার নির্বাচনের আগে বিজেপি বিরোধী জোটকে শক্তিশালী করতে কংগ্রেসকে সবার সঙ্গে কথা বলতে হবে। রণ কৌশল গ্রহণ করতে হবে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জ্জুন খড়্গে বহু চেষ্টা করছেন কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে বিরোধী জোট তৈরি করতে। সেটা কিন্তু হতে পারছে না। শরদ পাওয়া এখন আর দলের মধ্যে শক্তিশালী নেতা নন। অখিলেশ যাদব কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতেন নারাজ। মায়াবতীও তাই। এদিকে আম আদমি দলের নেতারা কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে কোনও কথা বলতে চাইছে না। তার ফলে কংগ্রেস এখন একাকী হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস এখন চেষ্টা করছে সর্বভারতীয় দলে পরিণত হওয়ার। তার ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের এখন মূল লক্ষ্য হচ্ছে কংগ্রেস শিবির ভেঙেসেখানে তৃণমূল ংকগ্রেসের পতকা তোলা। মেঘালয়ে কংগ্রেস শবিরকে ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে। গোয়াতে কংগ্রেস শিবির ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেখানকার জনগণ তৃণমূল কংগ্রেসকে বিশ্বাস করতে পারেনি। বিজেপি দলের দিল্লির নেতারা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কথা বললেও তার কিন্তু এই দলের বিরুদ্ধে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নারাজ। রাজনৈতিক বোঝাপড়া তাদের মধ্যে রয়েছে বলে বিরোধী দলের নেতারা বলে থাকেন। তৃণমূল কং গ্রেস কোথাও কোথাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এবারে কংগ্রেস, বাম এবং ডিএমকে বাদ দিয়ে বিরোধী দলের নেতারা প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিল কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাকে যথেচ্ছ ব্যবহার রুখতে। রাজনৈতিক স্বার্থকে চরিতার্থ করতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে বেশি করে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে কথা উঠতে শুরু করে দিয়েছে।

জঙ্গি মদত পুষ্ট পাক সরকার

রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে পাশ হওয়া প্রস্তাব অনুযায়ী হাফিজকে জঙ্গি তকমা দেওয়া হয়েছিল। এক সময়ে আমেরিকা ঘোষণা করেছিল যে হাফিজের বিরুদ্ধে তথ্য দিলে এক কোটি ডলার দেওয়া হবে। এদিকে কূটনৈতিকদের মতে, মূলত সন্ত্রাসে আর্থিক মদতের কারণে আন্তর্জাতিক নজরদারি সংস্থা এএফটিএফ এর চাপেই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান। ভারত বিশ্বের বহু রাষ্ট্রের কাছে অনুরোধ করতে শুরু করে দিয়েছিল যে জঙ্গিদের রাষ্ট্রীয় মদত দিতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তান যদি রাষ্ট্রীয় মদত দেওয়া বন্ধ করে এবং জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে জঙ্গিরা পাকিস্তানের মাটি ব্যবহার করতে দ্বিধাগ্রস্ত হবে। পাকিস্তানের মাটিতে বসে জঙ্গিরা তাদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক বছর দুই আগে একটি রিপোর্ট দিয়েছিল এএফটিএফকে। তাতে বলা হয়েছিল যে জামাত উদ দাওয়া তথা লস্কর ই তৈইবার মূল শাখা সংগঠন ফালাহ ই ইনসানিয়তের ষাটটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিলেও তাদের কোনও অসুবিধা হয়নি। তারা সন্ত্রাসবাদীদের আর্থিক সহায়তা বজায় রাখতে পেরেছিল এবং জঙ্গিদের আর্থিক সাহায্য করতে সক্ষম ছিল। ফলে জঙ্গি কার্যকলাপে কোনও সময়ে ভাটা পড়েনি পাকিস্তানে। যতদিন গিয়েছে ততই জঙ্গি কার্যকলাপ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। হাফিজের কতগুলি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে তার কোনও পরিস্কার রিপোর্ট নেই পাক প্রশাসনের কাছে। ফলে বহু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা এসেছে। সেখান থেকে আর্থিক সাহায্য অব্যাহত ছিল। বিশ্বের চোখে ধুলো দিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। কাশ্মীরের জঙ্গি প্রবেশের সঙ্গে হাফিজ যুক্ত থাকছে বলে প্রমাণ পেয়েছে ভারত। যদিও হাফিজ কারাগারে রয়েছে। সেখান থেকেই তার নির্দেশে জঙ্গি সংস্থাগুলো কাজ করে চলেছে বলে মনে করে অনেকেই। মুম্বই হামলার মূল চক্রী হাফিজ সইদকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য দশ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল পাকিস্তানের একটি আদালত।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যে শাশুড়ী মা সে কিন্তু তোমার অর্ধেক অঙ্গের মা অর্থাৎ তুমি আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর মা মানেই জগত জননী সর্বেসর্বা। বৌমা আসলে তার আস্তে আস্তে কর্তৃত্ব হরায়, আবার ছেলেকে হারানোর ভয় থাকে।

বিবেকানন্দের বাণী ও সাধনা

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, মা নাহলে শক্তি কোথায় সেটা অনুভব করা যায় না। মা হলেন শক্তির অধিকারিণী। জীবনে চলতে গেলে মাতৃশক্তির প্রয়োজন। মাতৃশক্তি না থাকলে জীবনে এগিয়ে যাওয়া যায় না। মাতৃশক্তি নিয়ে চলাফেরা ফেরা করতে হয়। এক অসীম শক্তির পরিচয় এই মাতৃ শক্তি। একে খালি চোখ দেখতে পাওয়া যায় না। এই শক্তি অনুভব করা যেতে পারে মাত্র। মুখ দিয়ে বলা যায় না। যার কাছে এই শক্তি আছে তিনি সব কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন। তিনি সব কিছুরই সমাধান করতে পারেন। তিনি বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন। মা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দ অজাতশত্রুতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তিনি জগতকে জয় করতে পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যোগ সাধনা করতেন। সুর সঙ্গীত দিয়ে যোগ করা যেতে পারে। সাধক রামপ্রসাদের মধ্যে একটি সাধনা শক্তি ছিল।

নবদ্বীপের দোলের সঙ্গে বৃন্দাবনের হোলির পার্থক্য রয়েছে

রবীন্দ্রকুমার শীল

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আয়োজিত নবদ্বীপের দোলের সঙ্গে বৃন্দাবনের হোলির সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে। বৃন্দাবনের হোলি মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণ প্রেম রাগ। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরাগের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। আবার নবদ্বীপের দোলের সঙ্গে বাংলার বিপ্লববাদের চিহ্ন পরিস্কার। নবদ্বীপে হোলি উৎসবের আয়োজন করেছিলেন চৈতন্যদেব সমাজ পরিবর্তন করতে। সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের একটি উৎসবে অংশ গ্রহণ করে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠবে সেই লক্ষ্য নিয়ে তিনি এই উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। বৃন্দাবনের হোলির মধ্যে রয়েছে শৃঙ্গার রস। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখীদের সঙ্গে রং এর খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। বৃন্দাবনের হোলি হচ্ছে উৎসব মাত্র। সেখানে কোনও সমাজ পরিবর্তনের দিশা দেখতে পাওয়া যায় না। তবে এই হোলি উৎসবে সবাই অংশ গ্রহণ করতে পারতো। ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে ক্ষত্রিয়, শূদ্ররা এই হোলি উৎসবে অংশ গ্রহণ করে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে থাকতো। সেখানে কোনও রকম রাজনৈতিক উত্তেজনা ছিল না। কিন্তু নবদ্বীপের হোলির মধ্যে রয়েছে চৈতন্যদেবের সমাজ পরিবর্তনের চিন্তা। চৈতন্যদেব বাংলার সমাজকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তন্ত্র সাধনা থেকে বাংলাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। পুরোহিততন্ত্র থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সেই কারণে তিনি বৃন্দাবনের হোলি উৎসবকে বাংলায় নিয়ে একটি আলাদা মাত্রা দান করলেন। তাঁর পার্ষদেরা সবাই হোলির দিন নগরে সংকীর্তন করে রংএর খেলায় অংশ গ্রহণ করতো। একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল গোটা নবদ্বীপ জুড়ে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা ভয় পেয়ে নদিয়া ত্যাগ করেছিল। তারা তখন মুর্শিবাবাদে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে। চৈতন্যদেব কোনও ধর্মের ওপরে আঘাত দেওয়ার জন্য নবদ্বীপে হোলিকে নিয়ে আসেননি। তিনি বাংলা থেকে তন্ত্র সাধকদের বিতারিত করতেই বৃন্দাবনের হোলিকে বাংলায় নিয়ে এসে উপস্থিত করান। তবে বাংলায় প্রথম হোলির সূচনা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল কবি জয়বেদের আমল থেকেই। তখন হোলি উৎসব শুধু মাত্র রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত হতো। সেখান রাজ পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে রাজন্যবর্গদের নিয়ে দোল উৎসবে অংশ গ্রহণ করতো। মহিলারা ঘরে মধ্যে থেকে রং খেলায় নিজেদের আবদ্ধ করে প্রাণের পরশ বিতরণ করে থাকতো। চৈতন্যদেব মনে করেছিলেন হোলিকে যদি দোল উৎসবে বাংলায় পরিণত করা যেতে পারে তাহলে তাঁর সংগ্রামের হাতিয়ার আরও শক্তিশালী হবে। সেই কারণে তিনি বৃন্দাবনের হোলি বা দোলকে বাংলায় নিয়ে এসে উপস্থিত করান। নবদ্বীপের রাস্তাঘাটে সংকীর্তনে মোড়কে মুড়ে ফেলেছিলেন। 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম'সংকীর্তনে নবদ্বীপের রাস্তাঘাট একেবারে মুখোরিত

করে দিয়েছিল। নবদ্বীপের হোলি বা দোল চৈতন্য অস্ত্রে পরিণত লাভ করে। চৈতন্যদেবর দোলের দিনে নগর সংকীর্তন বের করে যত তন্ত্র সাধক, অত্যাচারি কাজি বাড়ির সমানে গিয়ে খোল করতাল বাজিয়ে রং খেলার আয়োজন করতেন। নবদ্বীপের কাজি দলন দোলের সময়ে হয়েছিল। নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের এই ধর্মীয় আচরণ দেখে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল রক্ষণশীপন্থীরা। তারা নবাব হুসেন শাহের কাছে চৈতন্যদেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেও চৈতন্যদেবের পার্ষদদের শান্ত করতে পারেনি। চৈতন্যদেবের হোলি বা দোল উৎসবে অংশ গ্রহণ করতেন রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী এবং জীব গোস্বামী থেকে শুরু করে সব পদাবলীকাররা। চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালে 'চৈতন্য ভাগবতে'র রচয়িতা বৃন্দাবন দাসও দোল উৎসবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তখন নবদ্বীপের দোল উৎসব বাংলার বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে। বাংলার সমস্ত স্তরের লোকেরা নবদ্বীপে এসে চৈতন্যদেবের সংকীর্তন অংশ গ্রহণ করে দোল উৎসবে যোগদান করতো। কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ দোল উৎসবে অংশ গ্রহণ করতেন না। তিনি শুধু মাত্র কপালে একটু রংয়ের স্পর্শ গ্রহণ করতেন। বসন্ত কালে দোল উৎসব আয়োজন করা পিছনে ধর্মীয় এবং সামাজিক কারণ রয়েছে। বসন্ত কালে প্রকৃতি তার রূপের প্রকাশ ঘটায়। বসন্ত কালে পলাশ ফুল থেকে শুরু করে বহু রকমের ফুলের অপূর্ব শোভা বিকশিত হতে থাকে। আসলে বসন্ত কাল হচ্ছে প্রকৃতির সাজার সময়। এই সময়ে প্রকৃতি নিজেকে অপূর্ব সাজে সজ্জিত করতে ভালোবাসে এবং মানুষদের মুদ্ধ করে থাকে তার সৌন্দর্য দিয়ে। মানুষও অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে দোল উৎসবে অংশ গ্রহণ করে। মানুষ নিজেদের জীবনকে নানান রংয়ে সজ্জিত করে দোল উৎসবকে আরও রমণীয় করে তোলে। যেখানেই রাধা কৃষ্ণ প্রেম আখ্যান প্রসার লাভ করেছে সেখানেই কিন্তু দোল বা হোলি উৎসব গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। মিথিলাতে কবি বিদ্যাপতি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সেখানকার রাজসভার কবি ছিলেন। তিনি সেখানে দোল বা হোলি উৎসবের আয়োজন করতে বেশ পচ্ছন্দ করতেন। তবে এই উৎসব তখন শুধু মাত্র রাজবাড়ির অন্দরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে তা পৌঁছাতে বহু সময় লাগে। কিন্তু নবদ্বীপের দোল যাত্রা অতি সহজেই সাধারণ মানুষের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল চৈতন্যদেবের আগ্রহে। তিনি বলেছিলেন, দোলকে সবার দ্বারে গিয়ে উপস্থিত করাতে হবে। দোল দিয়ে বাংলার তন্ত্র সাধনা বা পুরোহিত তন্ত্রকে পরাস্ত করার প্রয়োজন। মানুষ সবাই সমান। মানুষের কোনও ভেদাভেদ নেই। সবার অধিকার রয়েছে উৎসবে অংশ গ্রহণ করার। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে দোল উৎসব পালন করার সম্মতি দান করেছিলেন। তিনি দোল নিয়ে বেশ কয়েকটি গানও রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য গান হলো- খোল দ্বার খোল, লাগলো যে দোল'। এই গান গেয়ে আজও বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা দোল উৎসব বা বসন্ত উৎসবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। বাদ যায় না রবীন্দ্রভারতী। রবীন্দ্রনাথের দোল উৎসব একটি বিশেষ মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছে। তিনি 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' সঙ্গীতে মাতোয়ারা না হয়ে একেবারে ভিন্ন স্বাদের দোল উৎবের আয়োজন করেছিলেন বিশ্বভারতীতে। তিনি বেশ কয়েকটি নৃত্য গীত রচনা করে যান দোল উৎবকে কেন্দ্র করে। সেই সব নৃত্যগীত শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব বা দোল উৎসবে পরিবশন করা হয়ে থাকে। বলা যেতে পারে এইগুলি বাংলার সম্পদ। সেখানে কোনও ধর্মীয় গুরু বা দেবদেবীর নাম উচ্চারণ হয় না। শুধু মাত্র প্রাণের পরশের বন্ধন তৈরি করতেই শান্তিনিকেতনের দোল উৎসবের সূচনা।

বৃন্দাবনের দোল উৎসব ধর্মীয় ভাবাবেগে মণ্ডিত

বৃন্দাবনের দোল উৎসবে একেবারে ধর্মীয় উৎসব বলা যেতে পারে। রাধাকৃষ্ণকে সমানে রেখে সেখানে দোল উৎসবের আয়োজন করা হয়। রাধাকৃষ্ণ পুজোর আযোজন করা হয়ে থাকে। নাড়ু থেকে শুরু করে মটর কড়াই, ঘিপোয়া বিভিন্ন পদসহ নানা রকম ফলমূল দিয়ে রাধাকৃষ্ণ আরতির আয়োজন করা হয়ে থাকে। বৃন্দাবনের সর্বজনীন দোল শুরু হওয়ার আগে রাধাকৃষ্ণ সর্বাগ্রে দোল খেলেন। তারপরে সেখান সবার মধ্যে দোল উৎসব বিস্তার লাভ করে। বাংলায় কৃষ্ণনগরের রাজা নবকৃষ্ণদেবও দোলযাত্রায় অংশ গ্রহণ করতেন। এখনও কৃষ্ণনগরে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি রয়েছে। আগেই বলেছিলান যে এক সময়ে চৈতন্যদেবের ধর্মীয় আন্দোলনের ফলে নবদ্বীপে ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসীরা বসবাস করতে ভয় পেতে শুরু করেছিল। তারা তখন নদিয়া ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদে বসবাস করতে থাকে। তার ফলে নবদ্বীপে কৃষক শূন্য হতে শুরু করে দিয়েছিল। গ্রাম বাংলার অধিকাংশ কৃষকেরাই ছিল ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ। চৈতন্যদেব তাদেরকে অভয় দিয়ে বলতে শুরু করলেন যে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করলে ঈশ্বরের নামগান করা সম্ভব হবে। জোর করে ধর্মান্তিরত করার পক্ষে ছিলেন না চৈতন্যদেব। তিনি মনে করতেন ধর্মাচরণ হচ্ছে স্বাধীন। যে ধর্মের প্রতি আসক্তি তিনি সেই ধর্ম স্বেচ্ছায় পালন করতে পারেন। জোর করে তিনি কাউতে ধর্মান্তরিত করতেন না। সেই কারণে আরা দেখতে পেলাম যবন হরিদাস ইসলাম হয়েও তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দুতে পরিণত হন। কৃষ্ণ সাধনায় মত্ত হয়েছিলেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, কৃষ্ণ নাম করতে গেলে কোন জাত লাগে না। কোনও বর্ণ লাগে না। কোনও ধর্ম লাগে না। সবাই কৃষ্ণ নামের অধিকারী। কৃষ্ণনাম করার জন্য কারোর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি কৃষ্ণনামকে সবার মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সব ধর্ম বিশ্বাসী মানুষকে অভয় দান করেছিলেন দোল উৎসবে অংশ গ্রহণ করলে জাত যায় না। সংকীর্তনে বা দোলে কোনও রকম অধর্মীয় আচরণ হয় না। কৃষ্ণনাম করলেই সব পাপ একেবারে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। পবিত্র মানুষ হিসাবে তিনি তখন নিজেকে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। চৈতন্যদেবের এই অভয়বানী শুনে পরে বহু ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে আবার নিজেদের ভিটে মাটি নদিয়ায় এসে বসবাস করতে শুরু করে। নবদ্বীপের দোলের মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের রূপ রেখা দেখতে পাওয়াা যায়। কিন্তু বৃন্দাবনের দোলে কোন সমাজ পরিবর্তনের দাগ নেই। সেখানে রাধাকৃষ্ণ প্রেমই বড় কথা। বাংলার দোল উৎসবের ইতিহাস রয়েছে। চৈতন্যদেবের দোল যাত্রার সঙ্গে শান্তিনিকেতেনর দোল যাত্রার কোনও মিল খুঁজে পাওয়া একেবারে অসম্ভব। নবদ্বীপের দোলে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' সংকীর্তনের সুর শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিশ্বভারতীতে দোল উৎসবে কোনও ভাগবত প্রেমের কথা উল্লেখিত হয় না, সেখানে শুধু 'জীবন দেবতা'কেই মান্যতা দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ দোল যাত্রাকে নব রূপে উপস্থাপিত করলেন। একেবারে লোক সংস্কৃতির আঙ্গিকে তিনি দোল যাত্রার সঙ্গীত আবহকে সৃষ্টি করলেন। বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে দোল যাত্রার জুড়ে দিয়ে নতুন আনন্দ ধারার বার্তা বহন করে নিয়ে এলেন বাংলায়।

বাংলার নবজাগরণের প্রথম পুরুষ চৈতন্যদেব

বাংলার নবজাগরণের প্রথম পুরুষ চৈতন্যদেব। তিনি ১৪০৭ শকাব্দে (১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দ) ফাল্গুনি পূর্ণিমায় জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁকে দেখতে খুবই সুন্দর ছিল। তাঁরে দেহের রমণীয় শোভা দেখে সবাই তাঁকে 'গৌরাঙ্গ' বা 'গোরা' বলে ডাকতে শুরু করে। চৈতন্যদেবের জন্মের আগে মাতাময়ী শচী দেবীর কয়েকটি সন্তান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই নবজাতকের নাম রাখা হয়েছিল নিমাই (নেই মা যার)। তাঁর ভালো নাম ছিল বিশ্বম্ভর। এই নাম রেখে ছিলেন তাঁর দাদামশাই নীলাম্বর চক্রবর্তী। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর তাঁর নাম হয়েছিল 'চৈতন্য' বা 'কৃষ্ণচৈতন্য'। চৈতন্য সমতুল্য বাঙলি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনিও ছোটবেলায় তিনটি নামে ভূষিত ছিলেন। বাল্যকালে চৈতন্য অত্যন্ত মেধাবি এবং দুরন্ত ছিলেন। মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। এবং সেই সময়ে তিনি নবদ্বীপে একটি সংস্কৃত টোল খুলে সংস্কৃত পড়াতে শুরু করেন। প্রথম যৌবনে তিনি নিজের নির্বাচিত কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। চৈতন্যদেবই প্রথম যিনি প্রচলিত রীতি ভেঙে নিজের পচ্ছন্দের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। চৈতন্যের প্রথম বিবাহ হয়েছিল গরিব ঘরে। লক্ষ্মীপ্রিয়ার অকাল মৃত্যু হলে তারপরে তিনি মায়ের ইচ্ছাতে বিবাহ করেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। কিন্তু সংসারে তাঁর মন বসলো না। নবদ্বীপের সেই সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন হরিদাস এবং নিত্যানন্দ। তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভাগবত প্রেমে মেতে উঠলেন। পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে গিয়াতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ হলো। তাঁর কাছ থেকে চৈতন্যদেব গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। তিনি ভক্তি ভাবাবেগে নিজেকে নির্মিত করতে শুরু করলেন। কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করলেন। নিমাই, গৌর গৌরাঙ্গ বিশ্বম্ভর এবারে রুপান্তরিত হলো চৈতন্য রূপে। চৈতন্য নবদ্বীপ ত্যাগ করলেন। নীলাচলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পুরীতে থাকার সময়ে তাঁর মহিমা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো সারা ভারতবর্ষে। রবীন্দ্রনাথ এই দ্বৈত সত্ত্বার অপূর্ব ব্যাখ্যা দিলেন- 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।' জীবনের শেষ আঠারো বছর ঈশ্বর প্রেমে নিজেকে জড়িত রেখে ছিলেন। ১৪৫৫ শকাব্দে (১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে) আষাঢ় মাসের পঞ্চমী তিথির পর চৈতন্যদেবের তিরোভাব ঘটে। চৈতন্যের তিরোভাবের আগেই তাঁকে নিয়ে সংস্কৃত এবং বাংলাতে পদ রচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। একটি নাটকের রচয়িতা ছিলেন 'বঙ্গদেশীয় বিপ্র' । নাটকটি পাওয়া যায়নি। তবে এর হদিশ পাওয়া গিয়েছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে। আর একটি নাটক লিখেছিলেন কবি কর্ণপূর পরমানন্দ দাস। নাটকটির নাম 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'। নাটকটি পুরীতে লেখা হয়েছিল। সেই সময়ে পুরীর রাজা ছিলেন প্রতাপরুদ্র। তাঁর অনুরোধে এই নাটকটি লেখা হয়েছিল। মধ্যযুগে বাংলায় কোনও নাটক লেখা হয়নি চৈতন্যকে নিয়ে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় নাটক লেখা হয়েছে চৈতন্যকে নিয়ে। সংস্কৃতে প্রথম জীবনী নাটর রচনা করেছিলেন মুরারি গুপ্ত। চৈতন্যকে নিয়ে প্রথম বাংলার সাহিত্য রচনার সূত্রপাত করেছিলেন অদ্বৈত আচার্য। পুরীতে চৈতন্যদেবের ভক্তদের সামনে এই নাটকটি করা হয়েছিল। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' থেকে অদ্বৈত আচার্যের সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

অনুদান নয়, স্বল্পোন্নত দেশগুলো আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য চায় ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শ্যামল সান্যাল ঢাকা,বাংলাদেশ ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, অনুদান নয়, স্বল্পোন্নত দেশগুলো (এলডিসি) আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রকৃত কাঠামোগত রূপান্তরের জন্য তাদের প্রাপ্য চায়।তিনি বলেন, 'আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোও দর কষাকষিতে তাদের পক্ষ রাখবে। আমাদের দেশগুলো দান চায় না আমরা যা চাই তা হল আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির অধীনে আমাদের পাওনা।'প্রধানমন্ত্রী ৫ নার্চ রবিবার এখানে কাতার ন্যাশনাল কনভেনশন সেঃটারে (কিউএনসিসি) স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি ৫ সম্ভাবনা থেকে সমৃদ্ধি) ৫ম জাতিসংঘ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছিলেন।তিনি বলেন, দোহা কর্মসূচি বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য আশার আরেকটি আশ্বাস। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই এলডিসিতে বাস্তব কাঠামোগত রূপান্তরের জন্য তার প্রতিশ্রুতি পুনর্বিবেচনা করতে হবে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে এলডিসিতে উত্তরণে তাদের পারফরম্যান্সের জন্য কিছু প্রণোদনা থাকা উচিত। তাদের একটি বর্ধিত সময়ের জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোর আন্তর্জাতিক সহায়তা ভোগ করা উচিত। তাদের উন্নত বিনিয়োগ এবং উৎপাদনশীল সক্ষমতা কিভাবে তৈরি করা যায় তা জানতে হবে।শেখ হাসিনা বলেন, তাদের জন্য কিছু উদ্ভাবনী ও ক্রান্তিকালীন অর্থায়ন ব্যবস্থা থাকতে পারে।তবে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বৈশ্বিক বাণিজ্যে তাদের অংশ দ্বিগুণ করার জন্য টেকসই সহায়তা প্রয়োজন। তিনি বলেন, উন্নত দেশগুলোর এলডিসির জন্য ওডিএ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হতে হবেপ্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ঋণ টেকসই করার জন্য আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যম রয়েছে।'এলডিসিগুলোর জন্য জলবায়ু অর্থায়নকে নমনীয় এবং অনুমানযোগ্য করা উচিত। এলডিসিগুলোতে প্রযুক্তি হস্তান্তর বাস্তব এবং অর্থপূর্ণ হওয়া দরকার। আমাদের অভিবাসী শ্রমিকদের তাদের অধিকার এবং মঙ্গলের জন্য সুরক্ষা প্রয়োজন। আমরা এলডিসিতে ২২৬ মিলিয়ন যুবকদের ব্যর্থ করতে পারি না,' তিনি যোগ করেন।বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহামারী এবং তারপর ইউক্রেনের যুদ্ধ এলডিসি অর্থনীতিতে বড় ধরনের ধাক্কা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ফলে অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশে মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে, জলবায়ু সংকট এবং কিছু স্বল্পোন্নত দেশে দীর্ঘকাল ধরে টানা সংঘাত, তিনি যোগ করেছেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের গল্পের বেশিরভাগ অংশই আমরা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য আলোচনা করেছিলাম এবং সহযোগিতার জন্য আমাদের গৃহীত পদক্ষেপ তুলে ধরেছি।তিনি বলেন, 'বেশিরভাগ উন্নত ও উদীয়মান অর্থনীতি থেকে আমরা যে শুল্ক এবং কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার পেয়েছি তা আমাদের বেসরকারি খাতকে একটি দৃঢ় উৎপাদন ভিত্তি তৈরি করতে সাহায্য করেছে।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, ট্রিপস চুক্তির অধীনে প্রদত্ত পেটেঃট মওকুফ সুবিধা স্থানীয়ভাবে আমাদের ওষুধের চাহিদার ৯৮ শতাংশ পূরণ করার সুযোগ করে দিয়েছে।তিনি আরো বলেন, 'অপর ডব্লিউটিও চুক্তির অধীনে রেয়াৎগুলো আমাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্ষুধা ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম করেছে।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা যে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিগত সহায়তা পেয়েছি তা আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে সহায়তা করেছে।তিনি বলেন, বাংলাদেশ মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ১.২ মিলিয়ন রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলা করছে।শেখ হাসিনা বলেন, 'এই মহতী সমাবেশে আপনার সাথে থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি কাতার সরকার ও জনগণকে তাদের উদার আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'তিনি আরো বলেন, ১৯৭৪ সালে, তাঁর পিতা ও বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হয়েছিল। ওই সময়ে, স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) হিসেবে স্বীকৃত বাংলাদেশ তার যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল।প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, পরের বছর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং তাঁর পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল।তিনি বলেন, তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) এই উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, আমরা অঙ্গীকার করেছি যেবাংলাদেশ এলডিসি শর্তপূরণে অব্যহতভাবে চ্যাম্পিয়ন হতে থাকবে। গত পাঁচ দশকে প্রায় সময়েই এলডিসি মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতে পেরে বাংলাদেশ গর্বিত। আমি ব্রাসেলস ও ইস্তাম্বুলে আগের এলডিসি সম্মেলনগুলোতে যোগ দিয়েছিলাম। বাংলাদেশের এলডিসিতে উত্তরণে তারা সন্তুষ্ট।তিনি আরো বলেন, 'এখন আমরা ২০২৬ সালের মধ্যেই ওঙ্কতকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা করছি। জিডিপি অনুযায়ী বিশ্বের ৫০টি বৃহৎ অর্থনৈতিক দেশের মধ্যে বাংলাদেশই একমাত্র এলডিসিভুক্ত দেশ। এই উত্তরণের দিকে আমাদের অগ্রযাত্রা ন্যায্য, অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়নে আমাদের প্রচেষ্টার দ্বারা অর্জিত হয়েছে।'বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, মাত্র এক দশকের মধ্যে তাঁর সরকার দেশের দারিদ্র্যতার হার ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে নামিয়ে এনেছে।তিনি আরো বলেন, 'ঝুঁকি প্রশমন ও জলবায়ু অভিযোজনের ক্ষেত্রে আমরা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।'শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের মোট বাজেটের ১৬ দশকি ৭৫ শতাংশ সামাজিক সুরক্ষামূলক পদক্ষেপে ব্যয় করা হয়।তিনি আরো বলেন, তাঁর সরকার সকলের জন্য বাসস্থান নিশ্চিত করতে বিনাখরচে প্রায় ৭ লাখ ঘর করে দিয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'লিঙ্গ বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে আমরা দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ স্থানে রয়েছি। আমাদের সাক্ষরতার হার ৭৫ দশমিক ২ শতাংশ। আমাদের জনগণের গড় আয়ু এখন ৭৩ বছরের বেশি।'তিনি আরো বলেন, কোভিড১৯ মহামারিকালে তাঁর সরকার বাংলাদেশের জিডিপি'র ৬ দশমিক ১৫ শতাংশ সমান অর্থ ব্যয়ে ২৮টি প্রণদনা প্যাকেজ দিয়েছিল।শেখ হাসিনা বলেন, এমন কি ২০২১-২২ সালেও ৭ দশমিক ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতি এর স্থিতিস্থাপকতা প্রমাণ করেছে।

ন্যাড়াপোড়া বা হোলিকাদহন কি?

আজকাল ন্যাড়াপোড়া কথাটার সাথে কজনইবা পরিচিত? হোলির আগের দিনে সন্ধ্যা নামবার সাথে সাথেই মাঠে ঘাটে কাঁসর ঘণ্টা বাজানোর সাথে সাথে জ্বলে ওঠে চিতা... বাংলায় একে ন্যাড়াপোড়া বলা হয়। সাথে সাথে বাচ্চাকাচ্চাদের মুখে শোনা যায় এক মজাদার ছড়ার লাইন - আজ আমাদের ন্যাড়া পোড়া- কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে চাঁদ উঠেছে - গৌর হরি বোল।।আজকাল কার বাচ্চারা এসব জানেই না... না তাঁদের জানতে দেওয়া হয়না। আসলে facebookInstawhatsapp এসব ছেড়ে বেরোবে তবে তো জানবে। কি এই ন্যাড়াপোড়া? কেনই বা হোলির পূর্বের দিন সন্ধ্যায় জ্বলন্ত চিতা সাজিয়ে ঈশ্বরে নামে কাঁসর ঘন্টা বাজিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়? আসুন... জেনে নিই । অসুর হিরণ্যকশপু ছিলো চরম বিষ্ণুবিরোধী। ভগবান বিষ্ণু ছিলেন তাঁর চরম শত্রু। কিনতু সেই অসুরের ঘরে জন্ম হয় ভক্ত প্রহ্লাদের। ভক্ত প্রহ্লাদ সবসময় ভগবান বিষ্ণুর জপ (ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়)করতেন। এতে ভীষণ আপত্তি ছিলো পিতা তথা অসুর সম্রাট হিরণ্যকশপুর। যাতে বিষ্ণু নাম বন্ধ হয়... সেকারণে চরম থেকে চরমতম শাস্তি দিত নিজের পুত্রকে। কখনো পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া তো কখনো জঙ্গলে হিংস্র জন্তুদের মুখে ফেলে রেখে আসা ইত্যাদি ইত্যাদি। তো একবার প্রহ্লাদ কে হত্যার নিমিত্ত তাঁর পিতা হিরণ্যকশপু তাঁকে জীবিত অবস্থায় জ্বলন্ত চিতায় দেবার সিদ্ধান্ত নিলো। যাতে প্রহ্লাদের মৃত্যু নিশ্চিত করতে পারে সেজন্য তাঁর বোন 'হোলিকা' কে প্রহ্লাদের সাথে সেই চিতায় উঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়। 'হোলিকা'র কাছে অগ্নিদেবের বর প্রাপ্ত এক চাদর ছিলো যা গায়ে জড়িয়ে বসলে আগুন তাঁর দেহ স্পর্শ করতে পারবেনা, কিন্তু শর্ত ছিলো সে তাঁর ব্যবহার একমাত্র মহৎ কাজেই ব্যবহার করতে পারবে। এক প্রকার নিশ্চিন্ত হয়েই হোলিকা তাঁর দাদার আদেশ পাওয়ামাত্র পুত্র প্রহ্লাদ কে নিয়ে জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করলো। ভক্ত প্রহ্লাদ হোলিকার কোলে বসে বিষ্ণু মন্ত্র জপ করছেন... আর ওদিকে হোলিকা দেহে আগুন ধরতে শুরু করলো। আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করল 'হোলিকা'কে। মুহূর্তের মধ্যেই ভস্মীভূত হলো হোলিকার দেহ কিন্তু ভক্ত প্রহ্লাদ একদমই সুরক্ষিত অবস্থায় জ্বলন্ত চিতা থেকে বের হয়ে এলো। এই হোলিকা দহনই আজকের বাংলায় হোলির পূর্বদিনের ন্যাড়াপোড়া। যেখানে অশুভ শক্তি হোলিকার দহন করা হয়... এবং পরের দিন নানান রং এ হোলি উৎসব পালন করা হয়। হোলিকা বধের পরবর্তীতে হোলি বিজয় দিবস বা হোলি উৎসব এর সূচনা হয়।

অনলাইন প্রতারণার শিকার হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ ক্যাফের মালিক

তনুজ জৈন, মালদা, ৬ মার্চ ঃ অনলাইন প্রতারণা চক্রের শিকার এক ক্যাফের মালিক। মিথ্যা লোনের কথা বলে টাকা পরিশোধের জন্য ক্রমাগত হুমকি। এমনকি প্রাণে মারার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। ফোন এবং মেসেজের মাধ্যমে বিরক্ত করা হচ্ছে আত্মীয়-স্বজনদেরকেও। স্থানীয় থানা এবং সাইবার ক্রাইমের দ্বারস্থ যুবক। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে পরিবার। সঠিক তদন্তের দাবি পরিবারের। সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই চাঞ্চল্য এলাকায়। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ঘটনা। হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার থানা পাড়ার বাসিন্দা অরিজিৎ রায়। কিছু দিন আগেই একটি অনলাইন ক্যাফে খুলেছেন ওই যুবক। সেখান থেকে বিভিন্ন অনলাইনে কাজকর্ম করেন তিনি। গত ৩১ জানুয়ারি অরিজিৎ রায় জানতে পারেন তার আত্মীয়দের কাছে একটি অনলাইন লোন অ্যাপ থেকে তার নাম করে বিভিন্ন ফোন এবং মেসেজ আসছে। যেখানে বলা হচ্ছে অরিজিৎ রায় অনলাইনে লোন নিয়েছিল। সেই লোন পরিশোধের কথা বলা হচ্ছে তার আত্মীয়দের। পরবর্তীতে অরিজিতের কাছে ফোন এবং মেসেজ আসতে থাকে। হুগো লোন নামে একটি অনলাইন অ্যাপ দাবি করে তাকে ৫০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে। হুমকির ভয়ে সেই সময় অরিজিৎ পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীতে তারা আরও টাকা দাবি করে। অরিজিৎ স্থানীয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় জানান। থানা থেকে সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ জানাতে বলা হলে তিনি মালদা সাইবার ক্রাইমেও অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ সেই সময় তাকে তার ফোন নাম্বার পরিবর্তন করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অরিজিত সেই ফোন নাম্বার পরিবর্তন করতে পারেননি। গত একমাস ফোন এবং মেসেজ বন্ধ থাকার পর গত কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত ফোন এবং মেসেজ ফের আসতে শুরু করেছে। হুগো লোনের নাম করে তার কাছে টাকা দাবি করা হচ্ছে। এমনকি তার আধার এবং প্যান কার্ডের ছবিও পাঠাচ্ছে। আত্মীয়-স্বজনদের তার নাম করে অশ্লীল ফোন এবং মেসেজ করছে। প্রাণে মেরে দেওয়ার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। এরকম অবস্থায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে অরিজিত এবং তার পরিবার। রীতিমতো মানসিক অবসাদে ভুগছেন অরিজিৎ। তদন্তের মাধ্যমে পুলিশি পদক্ষেপের দাবি জানাচ্ছে পরিবারের লোকেরা। অরিজিৎ রায়ের মা কৃষ্ণা রায় বলেন, আমার ছেলে মানসিক অবসাদে ভুগছে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত তার কাছে টাকার জন্য হুমকি দিয়ে ফোন এবং মেসেজ আসছে। আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। পুলিশ এই নিয়ে সঠিক ভাবে তদন্ত করুক। অভিযোগকারী অরজিত রায় বলেন, আমি এর আগে ভয়ে পাঁচ হাজার টাকা ওদেরকে দিয়েছি। তারপরেও বারবার টাকার দাবি করছে। আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের চোখে খারাপ হচ্ছি। আমার মনে হয় আমার ফোন হ্যাক হয়েছে। আমার পরিবার-পরিজনের নাম্বার ওরা পেয়ে গেছে। আমার আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডের ছবি পেয়ে গেছে। প্রসঙ্গত এই মুহূর্তে অনলাইনে বিভিন্ন লোন প্রদানকারী অ্যাপ রয়েছে। যাদের মধ্যে বেশির ভাগ অ্যাপ প্রতারণামূলক। যারা মানুষকে লোন দেওয়ার প্রলোভন দেখায়। সেই প্রলোভনে পড়ে অ্যাপে কেউ নিজের ডিটেলস দিলে এই ভাবে তারা হুমকি দিতে থাকে। এর আগেও বহুবার অনেকে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। মানুষের দাবি এই নিয়ে সরকার এবং প্রশাসন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। বাজেয়াপ্ত করা হোক এই ধরণের অ্যাপ।

এসডিপিও অফিস ঘেরাও করে বিজেপির বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৬ মার্চ ঃ বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ, বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ না নেওয়া, বিজেপি কর্মীদের উপর পুলিশের হয়রানি প্রভৃতির প্রতিবাদে সোমবার দুপুরে পশ্চিম মেদিনীপুর বিজেপির জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বেলদার এসডিপিও অফিস ঘেরাও কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। প্রায় ৩০০ জনেরও বেশি বিজেপি কর্মী এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। বেলদা জাতীয় সড়ক থেকে প্রথমে মিছিল করে এসডিপিও অফিসের দিকে রওনা দেন বিজেপি কর্মীরা। পুলিশের ব্যারিকেডে লাথি মেরে সরিয়ে এসডিপিও অফিসে ঢোকার চেষ্টা করেন বিজেপি কর্মীরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। একই সাথে পুলিশকে উর্দি খুলিয়ে রাস্তায় ছুটানোর হুমকি দেন জেলা বিজেপি সহ-সভাপতি। বেলদায় এসডিপিও অফিস ঘেরাও করতে এসে বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি অরূপ দাস পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আকাশের নীল আর নেই। আকাশ গেরুয়া হয়েছে। সমঝে যাও পুলিশ। না হলে তোমার গায়ে ওই পুলিশের উর্দিটা থাকবে না। এই বেলদার রাস্তায় উর্দি খুলিয়ে তোমাকে আমরা ছোটাবো, কোন তৃণমূলের বাচ্চার ক্ষমতা নেই তোমাকে বাঁচাবে, তোমাকে বাঁচিয়ে দেবে। এর পর তিনি আরও বলেন, যারা অশোকস্তম্ভের সম্মান রাখতে জানে না তাদের সম্মান রক্ষা করার কোন ইচ্ছে বা দায়বদ্ধতা আমাদের নেই। এদিকে এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুকুমার জানা। তিনি বলেন যে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এই ধরনের মন্তব্য করেন সেখানে এদের থেকে আর কী আশা করা যায়!

ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙন

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৬ মার্চ ঃ মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জে ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙনের আতঙ্কে কার্যত হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে এলাকাজুড়ে। রবিবার সন্ধ্যায় সামসেরগঞ্জের কামালপুর গ্রামে ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙনে ইতিমধ্যে নদীগর্ভে তলিয়ে যায় পাঁচ থেকে ছটি বাড়ি। এদিকে ঘরবাড়ি হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যে কোনও মুহূর্তে গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে যাবার আশঙ্কায় সোমবার সকাল থেকে এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছেন বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে গঙ্গা ভাঙন অব্যাহত থাকলেও প্রশাসনের নির্বিকার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অবিলম্বে এই গঙ্গা ভাঙনের ক্ষেত্রে স্থায়ী সমাধান করারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, বেশ কয়েকবছর ধরেই ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙন চলছে মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জে। গত বছরও ভাঙনের কবলে বাড়িঘর হারাতে হয়েছিল প্রতাপগঞ্জ, মহেশটোলা, ঘনশ্যামপুর এলাকার কয়েকশো পরিবারকে। এখনও ত্রাণ শিবিরে বসবাস করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষগুলোকে। এখন নদীতে জল একেবারেই কম। সবেমাত্র শীত বিদায় নিয়েছে। বর্ষা আসতে এখনও অনেক দেরি। কিন্তু এখন থেকেই এভাবে গঙ্গা ভাঙনের ফলে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে সামসেরগঞ্জের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে।

বগটুইয়ে শহীদ স্মরণ আয়োজন বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৬ মার্চ ঃ ২১ মার্চকে সামনে রেখে বগটুই গ্রামে শহীদ স্মরণের আয়োজন করছে বিজেপি। বগটুই গ্রামে শহীদ বেদি বানিয়েছে বিজেপি। যা ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। তৃণমূলের দাবি, সংখ্যালঘুদের বিভ্রান্ত করতে বিজেপি এই চক্রান্ত করছে। যদিও বিজেপির দাবি, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকার যারা তাঁদের সম্মান জানাবে বিজেপি। গত বছরের ২১ মার্চ সন্ধ্যায় নিজের বাড়ির সামনে বগটুই মোড়ে খুন হন বড়শাল পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা তৃণমূল নেতা ভাদু শেখ। তারই প্রতিক্রিয়ায় ভাদু অনুগামীরা গ্রামের ভিতরে ঢুকে ঘরের ভিতরে নিরীহ মেয়ে, শিশু-বৃদ্ধাদের কেরোসিন ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে গণহত্যা করে। আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয় দশজনের। সেই ঘটনার পরে পরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামে এসে স্বজনহারা পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের পরিবারকে চাকরি ও আর্থিক সাহায্য দেন। স্বজনহারা মিহিলাল শেখের বাড়ির দেওয়ালে গড়ে উঠছে সেই বেদী। মিহিলাল শেখ জানান, গত এক বছর আমরা শান্তিতে ঘুমাতে পারছি না। মা, স্ত্রী, কন্যা সবাইকে হারিয়েছি। এই কষ্ট যেন আর কারও না হয়। সেদিন আমরা স্বজনদের স্মরণ করব। তাই যারা আমাদের পাশে দাঁড়াবে তাঁদের সঙ্গে আমরা আছি। উল্লেখ্য নলহাটিতে বিজেপি বিধায়ক তথা বিরোধী দলনেতার হাত ধরে স্বজনহারা পরিবারের শেখ বদর বিজেপিতে যোগ দেয়। বগটুই গ্রামে বদর শেখের হাত ধরেই প্রথম সিপিএম, পরে তৃণমূল গ্রামে ঢুকেছে। বিজেপির সংখ্যালঘু শেখের জেলা সভাপতি আবদুল লতিফ জানান, বগটুই-সহ আশপাশের চারটি গ্রামের সংখ্যালঘুরা শহীদ স্মরণে হাজির হবে।

লৌকিক দেবদেবী নিয়ে ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্রের কর্মশালা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৬ মার্চ ঃ অবিভক্ত বর্ধমান জেলার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। এখানকার লোক সংস্কৃতি, লোক লৌকিকতার পাশাপাশি লৌকিক দেবদেবী পুজোর প্রচলনের ইতিহাসও বেশ বর্ণময়। এই জেলার প্রাচীন ইতিহাসের অজানা দিক, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, লোক সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন বিষয়গুলি ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে অনুসন্ধান মানুষের সামনে নিয়ে আসার নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্র। এই সংস্থার পঞ্চদশ পূর্তি উপলক্ষে বর্ধমান জেলার লৌকিক দেবদেবী নিয়ে একটি ১ দিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল রবিবার। বর্ধমান শহরের গুডস শেড রোডের জাগরী সভাগৃহে আয়োজিত ওই কর্মশালায় পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি, খন্ডঘোষ, রায়না, মন্তেশ্বর, ভাতার সহ বিভিন্ন ব্লকের লৌকিক দেবদেবীদের নিয়ে প্রায় ২০ জনের মত গবেষক বক্তব্য রাখেন। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ইতিহাসবিদ রুপেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাম শঙ্কর মন্ডল, ডঃ শিখা আদিত্য, ডঃ প্রসেনজিৎ সরকার, ডঃ যুগল মুখোপাধ্যায়, সব্যসাচী কোনার, লক্ষ্মীকান্ত পাল, অজয় কুমার ঘোষ, নয়নিকা যশ সহ অন্যান্যরা। এদিন ইতিহাসের গবেষনায় বিশেষ অবদানের জন্য উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জীবনকৃতি সম্মাননা প্রদান করা হয় বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও গবেষক ডঃ রুপেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়কে। এছাড়া বাঁকুড়ার পত্রিকা টেরাকোটা, ডঃ প্রসেনজিৎ সরকার ও মৃত্যুঞ্জয় মন্ডলকে স্মারক সম্মান প্রদান করা হয়। বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ডঃ সর্বজিৎ যশ জানান, বর্ধমানের ইতিহাস অনুরাগী মানুষের উদ্যোগে ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি তাদের সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্নাঙ্গ গবেষনা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আলোচনা সভা, কর্মশালা, ক্ষেত্রসমীক্ষা, গ্রন্থ প্রকাশ ইত্যাদি কর্মসূচি নেওয়া হয় সারা বছর ধরে। এদিনও যে সমস্ত লৌকিক দেবদবীদের পুজো-অর্চনার প্রচলন সারা জেলাজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এবং মানুষের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিক ভাবে জড়িয়ে রয়েছে সেই সমস্ত লৌকিক দেবদেবীদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক ডঃ বি.বি. লাল-এর স্মরণে এই কর্মশালাটি উৎসর্গ করা হয়। উল্লেখ্য, দুটি পর্বে আয়োজিত এদিনের কর্মশালায় প্রথম পর্বটি সঞ্চালনা করেন সুমন বাগ এবং দ্বিতীয় পর্বটি সঞ্চালনা করেন ডঃ সর্বজিৎ যশ।

সোমবার নদীয়ার করিমপুর কেচুয়াডাঙ্গা নৃত্যকলা মন্ডলীর পরিচালনায় সহেলি গুঁই-এর উদ্যোগে কচিকাঁচাদের নিয়ে পথে পথে নৃত্য সেইসঙ্গে চলে রঙে রঙ মিলিয়ে রঙিন করে বসন্ত উৎসব।

হাতির আক্রমণে গুরুতর জখম

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৬ মার্চ ঃ বাজারে ঔষধ কিনতে যাওয়ার সময় হাতির আক্রমণে আবারও গুরুতর ভাবে জখম হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরী এলাকায়। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত ওই ব্যক্তির নাম জিতু হেমব্রম, বাড়ি বড়ঘড়াপাড়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে ঔষধ কেনার জন্য কুলটিকরী বাজারে যাচ্ছিলেন জিতু হেমব্রম। সেই সময় কুলটিকরী হাটচালা এলাকায় একটি দল ছুট দাঁতাল হাতি হঠাৎ করে তার সামনে চলে আসে। তিনি ফিরে পালানোর চেষ্টা করলে হাতিটি তাঁকে শুঁড়ে ধরে আছাড় মারলে ঘটনাস্থলেই গুরুতর ভাবে আহত হন। পরে স্থানীয় মানুষজনেরা চিৎকার করলে হাতিটি স্থানীয় জঙ্গলে চলে যায়। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে ভাঙ্গাগড় গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানে তার প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ, প্রায় দিনেই হাতি গ্রামে ঢুকে যায়। কিন্তু বন দফতর হাতি তাড়ানোর কোনো ব্যাবস্থা গ্রহণ করেনি। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে সাঁকরাইল বীটের তুলসীবনীর জঙ্গল এলাকায় ১০ থেকে ১২টি হাতি রয়েছে। অন্যদিকে এদিন ভোরে বিনপুর এক ব্লকের নেপুরা এলাকার আলু জমিতে ব্যাপকভাবে তাণ্ডব চালিয়ে ক্ষয়ক্ষতি করছে ২০ থেকে ২২টি হাতির দল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন হাতির দলটিকে হুলা পার্টির সদস্যরা ড্রাইভ করানোর সময় নেপুরা গ্রামে ঢুকে যায়। হাতি গ্রামে ঢুকে পড়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামের বাসিন্দারা। বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে বর্তমানে হাতির দলটি মালাবতীর জঙ্গলের দিকে চলে গিয়েছে। উল্লেখ্য সারা বছর ধরে জঙ্গলমহলের জঙ্গল লাগুয়া গ্রাম গুলিতে হাতির তাণ্ডব লেগেই রয়েছে। হাতির তাণ্ডবের জেরে বোরো ধান জমি সহ বাড়িঘর ভাঙ্গচুর করে হাতি। এবিষয়ে খড়্গপুর বন বিভাগের ডিএফও শিবা নন্দ রাম বলেন, হাতির আক্রমণে এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তির চিকিৎসার যাবতীয় ব্যাবস্থা করা হয়েছে। ওই এলাকায় একটি দলছুট হাতি গ্রামের পাশে ঢুকে পড়েছিল। তবে হাতিগুলিকে এদিন সন্ধ্যায় নয়াগ্রামের দিকে ড্রাইভ করানো হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে [illegible] ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: [illegible] (HWH-443/2022-23)

ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মালিগাঁও এ মেরামতির কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং ১১ অফ ২০২৩ তারিখ: ০১-০৩-২০২৩। নিম্নে উল্লিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. এমএলজি-০৮-২০২৩। [illegible] টেন্ডার রাশি: ১,৪১,২২,৮৪৫.২৩/- টাকা। বায়না রাশি: ২,২০,৭০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. এমএলজি-০৯-২০২৩। [illegible] টেন্ডার রাশি: ৬৩,১৬,১০৩.০৮/- টাকা। বায়না রাশি: ১,৩৮,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৩-০৩-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ২৩-০৩-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট অবলোকন করুন।

[illegible], মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বালুরঘাট স্টেশনের সফট আপগ্রেডেশন

[illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

UDAYPUR JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill-Udaypur, PO-Udaypur
PS-Para, Dist- Purulia
Notice Inviting Tender No. UJGP/SBM(G)/2022-2023/07

Sealed Tender is invited by the Pradhan, Udaypur Joynagar Gram Panchayat. Date of receipt of application **06/03/2023 to 17/03/2023 (from 11 AM).** Date of Sale of Tender Form **06/03/2023 to 17/03/2023 up to 11 AM.** Last date of dropping of Sealed tender form **17/03/2023 up to 12 PM.** Date of Opening of Tender **17/03/2023 at 2 PM.** For details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
UDAYPUR JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT

PUBLIC NOTICE

This is for notice of the general public that a political party is proposed to be registered by the name of **Mission Naya Digant Party**. The office of the party is located at **Holding No.-1275, Khandoghosh, PS-Khandoghosh, District-Purba Bardhman, West Bengal-713142.** This Party has submitted application to the Election Commission of India, New Delhi for its registration as Political party under Section 29A of the Representation of People Act 1951- Names/address of the office bearers of the Party are as Follows:-
President: Rajkumar Palit
Ganaral Secretary : Nilanjan Chowdhury
Treasurer : Indranil Banerjee
If any one has any objection to the registration of **Mission Naya Digant Party** they may send their objection with reasons thereof, to the Secretary (Political Party), Election Commission of India, Nirvachan Sadan, Ashoka Road New Delhi-110001 within 30 days of the publication of the notice.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল **শ্রী আরিফ খান,** পিতা ওয়াসিম আহমেদ খান, নিবাস ৯৭ / ১বি মিল অ্যাপ্রোচ রোড, কামারহাটি, কলকাতা-৭০০০৫৮ হারিয়ে ফেলেছেন দলিল যার নং. ৮৩৬৩ সাল ২০১৬ এবং দায়ের করেছেন সাধারণ ডায়েরি কামারহাটি থানায় তারিখ ০৪-০৩-২০২৩ যার জিডি এন্ট্রি নং. ১৮৮। যদি কোন ব্যক্তির কোন দাবী, অংশ, অধিকার, শিরোনাম, আগ্রহ থাকে এই বিষয়ে বা কোন আপত্তি যাকিছু অবশ্যই তা জানান নিম্নস্বাক্ষরকারীকে প্রামান্য নথি সহকারে ০৩ দিনের মধ্যে যার পর কোন দাবী থাকলে তা এড়িয়ে যাওয়া হবে এবং পরবর্তী কোন গ্রাহ্য করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

Office of the Santore Gram Panchayat
Nutangram, PO-Garh-Kotalpur, (Bankura)

Please visit at **www.wbtenders.gov.in** for participating in ETENDER, which no is, **NIeT-013/SGP/2022-23, 014/SGP/2022-23 and 015/SGP/2022-23, dated:- 28.02.2023.** Floated by Santore Gram Panchayat.

Sd/- Pradhan
Santore Gram Panchayat

E- tender notice
NIT No. WB/BWN/K.G.P./NIT 16/2022-23

Online bids are invited from bonafide contractors for listed works under SBM fund. Last date of online bid submission- 14-03-2023. For details information contact-

Sd/- Prodhan,
khandaghosh Gram Panchayat
Khejurhati, khandaghosh, Purba Bardhaman

NIT

The office of undersigned invites Tender for **NOTICE INVITING ELECTRONIC TENDER NO-15 (2nd Call)/ BDO/MNG of 2022-23 dated: 06/03/2023.** Last Date of Bid submission is **21/03/2023 up to 6.00 P.M.** For further details please contact the concerned office of the undersigned.

Sd/-Block Development Officer
Maynaguri Development Block

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-28/2022-23 (2nd Call)** of the Office of the Para Panchayat Samity, P.O-Para, District-Purulia, 01(One) no. works/Schemes under BCW & TD Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in** Reference **Tender ID: 2023_DM_488897_1.** Document download/ sell starting from **06.03.2023 up to 12.03.2023 4.00 PM.** Bid submission starting from **06.03.2023 up to 13.03.2023 at 4:00 pm.** And Opening on **15.03.2023 at 04:05 P.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (ভারত সরকার কা উপক্রম) — punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কেল সস্ত্র ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বারুইপুর, কলকাতা-৭০০ ১৪৪
টেলিফোন ঃ ০৩৩-২৪৩৩৫০৪৬, E-mail : cs8319@pnb.co.in

যেহেতু ঃ
নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন অনুমোদিত আধিকারিক **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তি ও প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ধারা ১৩ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি যার তারি উল্লেখ রয়েছে প্রতি অ্যাকাউন্ট ভিত্তিতে জানানো যায় গ্রাহকদের পরিশোধ করতে হবে বকেয়া রাশি উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে।
যদি গ্রাহক বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হন, বিজ্ঞাপিত করা যায় যে গ্রাহক এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রতীকী অধিগ্রহণ করেছেন নিম্নেবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা সুনিশ্চিত হয়েছে তার ওপর অধীন উপ-ধারা(৪) ধারা ১৩ আইনের সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ নিম্নে বর্নিত তারিখে।
গ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতাদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় যে বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) ধারা ১৩ আইনে উপযুক্ত সময় পাবেন সুরক্ষিত সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করতে।
গ্রাহকদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় যে লেনদেন না করতে এই সম্পত্তি নিয়ে এবং কোন লেনদেন হলে এই সম্পত্তির যার ওপর দাবী করতে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** বকেয়া রাশি সুদ সহ।

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) গ্রাহকের নাম / সম্পত্তির মালিক	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ খ) বকেয়া রাশি গ) অধিগ্রহণ তারিখ
১.	ক) মৃণাল নগর শাখা খ) মে. লাবনী ভাণ্ডার মালিক ঃ প্রতাপ হালদার অ্যাকা. নং. ১৯৩১২১০০০০০১৯ গ) প্রতাপ হালদার পিতা-রামপদ হালদার গিরিশচন্দ্রপুর, পোস্ট-মৃণাল নগর, থানা-ঢোলাহাট, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা পিন-৭৪৩৩৪৭	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি পরিমাপ ৭.৫০ ডেসিমেল আরএস ও এলআর দাগ নং. ৩০৩ ও ৩০৯, আরএস খতিয়ান নং. ৪২৭, এলআর খতিয়ান নং. ২০৬৯, জেএল নং. ২৮, তৌজি নং. ২৬২৬, মৌজা-মৃণাল নগর এবং সম্পত্তি রয়েছে, গিরিশচন্দ্রপুর, পোস্ট-মৃণাল নগর, থানা-ঢোলাহাট, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৪৭ এবং **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী প্রতাপ হালদার নামে,** পিতা রামপদ হালদার বসবাসের দলিল নং. ১-৫৬১৫ / ২০১৪ এবং **সম্পত্তির পরিসীমা** উত্তরে-নবকুমার হালদারের বাস্তু, দক্ষিণ-উর্মিলা হালদারের বাস্তু, পূর্ব-প্যাসেজ, পশ্চিম-প্রতাপ হালদারের পুকুর।	ক) ২০.১০.২০২২ খ) টাকা. ৫,১০,৭৪৪.০৪ (পাঁচ লক্ষ দশ হাজার সাতশত চুয়াল্লিশ টাকা চার পয়সা মাত্র) খ) ০৩.০৩.২০২৩
২.	ক) কাকদ্বীপ শাখা খ) মোহন বৈরাগী অ্যাকাউন্ট নং. ০৫৯৮২১০০৩০০২৪ গ) মোহন বৈরাগী পিতা-প্রয়াত পালন চন্দ্র বৈরাগী গণেশপুর (নয়া বাজার দক্ষিণ) (এসডি-১৯ বাসস্ট্যান্ড কাকদ্বীপ নিকট), থানা ও পোস্ট-কাকদ্বীপ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৪৭।	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী এবং বাড়ি রয়েছে সেখানে যা অবস্থিত মৌজা-গণেশপুর, পরগণা-সুন্দরবন, তৌজি নং. ২৭১৪, জেএল নং. ১১, পুরানো খতিয়ান নং. ১২৪১, নতুন খতিয়ান নং. ২৪৭৬, পুরানো দাগ নং. ১৬৭৬, নতুন দাগ নং. ২৯৫৪, থানা-কাকদ্বীপ যার জমির এলাকা ৩.৫ শতক এবং **সম্পত্তির পরিসীমা** উত্তরে-প্লট নং. ২৯৫৩, পূর্ব-কেদার নাথ ভকতের জমি, দক্ষিণ-অশোক করের জমি, পশ্চিম-পিডব্লুডি অধিগৃহীত জমি এবং **সম্পত্তি রয়েছে মোহন বৈরাগীর নামে** যার নথিবদ্ধ দলিল নং. ৫৮৯৫ / ১৯৯২।	ক) ০১.০৭.২০২১ খ) টাকা. ৬,৬৬,০৫৩.৪৫ (ছয় লক্ষ ছেষট্টি হাজার তিপান্ন টাকা পয়তাল্লিশ পয়সা মাত্র) খ) ০৪.০৩.২০২৩

তারিখ ঃ ০৭.০৩.২০২৩
স্থান ঃ বারুইপুর

স্বা /- কৌশিক লাহিড়ী, চিফ ম্যানেজার / অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY
Notice Inviting E-Tender No. 110/ISGPP/2023,
Tender ID: 2023_ZPHD_486615, Date: 02.03.2023

The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for the work of CC Drain from Buro Tea Shop to Mini at Amarpur more. Fund: ISGPP. Time of completion: 30 Days. Date of Start of downloading the documents from **03.03.2023 at 5.30 PM up to 10.03.2023 at 5.55 P.M.** Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on **10.03.2023 up to 6.00 P.M.** Date of Opening of Technical Bid (Online) on **13.03.2023 at 1.00 P.M.** For more details please visit website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat
Under Jangipara Block

হাওড়া পৌর নিগম

হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস, পদ্মপুকুর
৯, আব্দুল রোড, হাওড়া-৭১১১০৯
টেলি ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২৬৮৮ ৫৫২০, ই-মেল ঃ hwwp.hmc@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.myhmc.in

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচডব্লুডব্লুপিপি, এইচএমসি নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী ঠিকাদারদের অনুমতির আবেদনের সঙ্গে জমা করতে হবে প্যান কার্ড, আপ টু ডেট জিএসটি, পিটিসিসি, আইটিসিসি ও শংসাপত্র।

এনআইটি-এইচএমসি/এইচডব্লুডব্লু/পি-১৬/২২-২৩, তারিখ ঃ ০২.০৩.২০২৩

ক্র. নং.	কাজের নাম	আনুমানিক মূল্য	প্রশাসনিক অনুমোদন নং.	বায়না মূল্য (টাকা)	চুক্তির সময়কাল	টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা)
১	সারফেস ড্রেন ভেঙে ফেলার কাজ বছরের সময় সময় বিভিন্ন পয়েন্টে পদ্মপুকুর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট কমপ্লেক্সে	₹ ৪,৯৭,৬৪৮.০০	সিওএফ / এএ / ২২-২৩ / ১২৮৩ তারিখ ২৫.১১.২০২২	₹ ৯,৯৫৩.০০	৩৬৫ দিন	₹১,৫০০.০০
২	যোগান এবং স্থাপন স্লিপ-রিং সঙ্গে কার্বন ব্রাশ ৪২৫ কেড্রব্লু, ৬.৬ কেভি জ্যোতি নির্মাতা স্লিপ-রিং মোটর সিড্রুপিএস এইচডব্লুডব্লুপিপি-র	₹ ৩,৯৫,০০০.০০	সিওএফ / এএ / ২২-২৩ / ১২৮৭ তারিখ ৩০.০৮.২০২২	₹ ৭,৯০০.০০	১৫ দিন	₹১,৫০০.০০
৩	সিভিল মেরামতির কাজ ৪টি ইনলেট চ্যানেলে ৪ নং. রেকট্যাঙ্গুলার গেট ফিল্টার বেডের কাছে, সঙ্গে আনুসঙ্গিক কাজ এইচডব্লুডব্লু পদ্মপুকুর।	₹ ৫,১৬,৬০৫.০০	সিওএফ / এএ / ২২-২৩ / ১২৯৬ তারিখ ২৯.১১.২০২২	₹ ১০,৩৩২.০০	৩০ দিন	₹২,০০০.০০

অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্র জমা বন্ধের তারিখ সমস্ত ক্র. নং.-এর জন্য ঃ **১৭.০৩.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।**

৩৫৪(২) /২২-২৩ ০৬.০৩.২০২৩

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

CHATUMADAR GRAM PANCHAYAT OFFICE
VILL .& P.O. – CHATUMADA, P.S. - HURA, DIST. - PURULIA
CHATUMADAR GRAM PANCHAYAT
NOTICE FOR INVITING TENDER

1. E-Tenders are invited by the undersigned from eligible Contractors having 60% Credential of similar type of works for 08 nos. Of schemes **(WB/CGP/NITe-07/2022-23)** to be constructed at different places under Chatumadar Panchayat. For details the contractors may visit to the office of the Chatumadar Gram Panchayat.

1	Date of uploading of NIT Tender Documents (online) (Publishing date)	06.03.2023at 10.30 am.
2	Document download start date (online)	06.03.2023 from 10.30 am
3	Document download closing date (online)	17.03.2023 up to 05-00 pm.
4	Both Technical and financial bid submission starting date (online)	06.03.2023 from 10.30 am.
5	Both Technical and Financial bid submission closing date (online)	17.03.2023 up to 05-00 pm.
6	Date of opening of Technical Proposals (online)	21.03.2023 from 11-00 am.
7	Date of uploading of list of Technically qualified bidders (online)	After the Technical Evaluation.

S/D- Pradhan
Chatumadar Gram Panchayat

Office of the Board of Administrators
BUNIADPUR MUNICIPALITY
PO-Buniadpur, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin:733121
e-TENDER

Tender are hereby invited from the eligible contractors/suppliers for the different works as specified in **NIT No.-324/BPM/N-128/2023 dated-04/03/2023, 327/BPM/N-131/2023 dated-04/03/2023 (closing date-16/03/2023, 5.00 PM) NIT NO.-325/BPM/N-129/2023; dated-04/03/2023, 326/BPM/N- 130/2023; dated-04/03/2023 (closing Date-25/03/2023, 5:00 PM).** For details please contact the office of the Chairperson, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.

Sd/- Chairperson
Buniadpur Municipality

E-TENDER NOTICE

1. **NIT NO: WB MURSHIDABAD/01/BCW &TD/2022-23, Dated:- 06/03/2023**
2. Name of The Work: (i) Repairing Renovation work for Central SC Girls Hostel at Berhampore, Dist.-Murshidabad, (ii) Repairing Renovation work for Central SC Boys Hostel at Berhampore, Dist-Murshidabad.
3. Amount put to tender: (i) Rs. 18,24,105/- (ii) Rs. 11,73,466/-
4. Earnest Money: (i) Rs. 36482/-, (ii) Rs. 23469/-
5. Date of download/sell closed date (online): **21/03/2023 up to 4.00 p.m.**
6. More information may be had in the office of the P.O-cum-D.W.O., Murshidabad

Sd/- P.O-cum-D.W.O
Backward Classes Welfare & Tribal Development
Murshidabad

E-TENDER NOTICE

1. **NIT NO: WB MURSHIDABAD/02/BCW &TD/2022-23, Dated:- 06/03/2023**
2. Name of The Work: (i) Estimate for installation of 10 K W on Grade Solar Panel at Central Hostel for SC Girl at Berhampore, P.S: Berhampore, Dist.-Murshidabad, (ii) Estimate for installation of 10 KW on Grade Solar Panel at Central Hostel for SC Boys' at Berhampore, P.S: Berhampore, Dist.-Murshidabad.
3. Amount put to tender: (i) Rs. 8,81,353/- (ii) Rs. 8,81,353/-
4. Earnest Money: (i) Rs. 17,627/-, (ii) Rs. 17,627/-
5. Date of download/sell close date (online): **14/03/2023 up to 4.00 p.m.**
6. More information may be had in the office of the P.O-cum-D.W.O., Murshidabad

Sd/- P.O-cum-D.W.O
Backward Classes Welfare & Tribal Development
Murshidabad

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-Officio Manager(HQ), GPW, WBFDCLtd. invites Tender Notice for work as follows.

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
GPW/ Manpower/ NIT-02(e)/ 2022-23	Supply of Manpower for Head Quarter of Green Projects Wing, West Bengal Forest Development Corporation Limited at 'Aranya Bikash' KB-19, Sector-III, Salt Lake city, Kolkata-700 106	07.03.2023	21.03.2023

Details of **NITGPW/Manpower/NIT-02(e)/2022-23** can be seen at **www.wbtenders.gov.in**

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT
VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
(1) NIeT No. KGP/709/eNIT/22-23, Dated: 06/03/2023
(2) NIeT No. KGP/710/eNIT/22-23, Dated: 06/03/2023
(3) NIeT No. KGP/711/eNIT/22-23, Dated: 06/03/2023

Document download/sale date from **08.03.2023 10:00 am to 15.03.2023 10:00 am.** Bid submission date from **08.03.2023 10:00 am to 15.03.2023 10:00 am.** Last Date of submitting Tender Cost: **15.03.2023 at 10:00 am.** Bid Opening date: **17.03.2023 at 10:00 am.** For details please visit office of the undersigned or website.

Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

OFFICE OF THE BAGNAN-II PANCHAYAT SAMITY
ANTILA :: BAGNAN :: HOWRAH
Abridged Notice Inviting Tender

E-NIT No.:- WB/HOW/BAG-II/NIET-12/2022-23, dt.-06.03.2023
Sealed tenders are hereby invited by the undersigned from bonafied and resourceful contractors for implementation of 5 nos. schemes under Bagnan-II Panchayat Samity. For other Details, contact office of the undersigned within office hour.

Sd/- Executive Officer
Bagnan-II Panchayat Samity,
Antila, Bagnan, Howrah

Govt. of West Bengal
Office of the Block Dev. Officer
Dhaniakhali Development Block, Hooghly

Undersigned invites **E-NIT No. 454/BDO-DNK/2022-23 AND 536/BDO-DNK/2022-23** for some civil works under Block Development Officer. Last date of bid submission through online at e-procurement link **https://wbtenders.gov.in** on **24.03.2023 and 28.03.2023 up to 5.00 PM.** Details can be seen at **www.hooghly.nic.in** or at the office of undersigned in any working days within office hour."

Sd/- Block Development Officer
Dhaniakhali Development Block
Dhaniakhali, Hooghly

Office of the
Ramsagar Gram Panchayat
Ramsagar, Onda, Bankura

Notice Inviting e-Tender No-07/2022-23(Tender ID 2023_ZPHD_488203) Memo No 189/RGP/2023. Date: 03/03/2023. Pradhan, Ramsagar Gram Panchayat invites percentage rate e-Tender for 4 (four) nos works. Last date of documents download and bid submission is **17th March, 2023 at 18.00 hrs.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Ramsagar Gram Panchayat

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

ভারতের ইউপিএসসি পরীক্ষায় ব্যর্থ এলন মাস্কের চ্যাটবট

অবশেষে ChatGPT হেরে গেল ভারতে। শনিবার একটি মিডিয়া রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে যে, কিউনএআই-এর এআই চ্যাটবট ChatGPT, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে। ২০২২ সালের নভেম্বরে চালু হওয়া চ্যাটবটটি সম্প্রতি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এটি US মেডিকেল লাইসেন্সিং পরীক্ষা এবং অন্যান্য MBA পরীক্ষা সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কয়েকটি পরীক্ষায় পাশ করেছে। এটি লেভেল তিন ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য Google কোডিং ইন্টারভিউও পাশ করেছে বলে জানা গিয়েছে। এর দক্ষতা পরীক্ষা করার জন্য, বেঙ্গালুরু-ভিত্তিক অ্যানালিটিক্স ইন্ডিয়া ম্যাগাজিন ভারতের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের উপরে পরীক্ষা নেয় যেখানে ভূগোল, অর্থনীতি, ইতিহাস, বাস্তুবিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান এবং বর্তমান বিষয়গুলির মতো বিষয়গুলি থেকে প্রশ্ন ছিল। ম্যাগাজিনটি ইউপিএসসি প্রিলিমস ২০২২-এর প্রশ্নপত্র এক (সেট এ) থেকে ১০০ টি প্রশ্ন ChatGPT কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তাঁদের রিপোর্টে জানা গিয়েছে যে 'এগুলির মধ্যে শুধুমাত্র ৫৪ টি প্রশ্নের উত্তর ChatGPT সঠিকভাবে দিয়েছে'। ChatGPT-এর

জ্ঞান সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, বর্তমান সময়ের ঘটনাক্রম সংক্রান্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি এর পক্ষে। যদিও, ChatGPT সময় নির্দিষ্ট নয় এমন বিষয় যেমন অর্থনীতি এবং ভূগোলের প্রশ্নের ক্ষেত্রেও ভুল উত্তর দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ChatGPT আসন্ন শব্দ অনুক্রমের পূর্বাভাস দিয়ে মানুষের মতো লেখা তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ChatGPT ইন্টারনেট অনুসন্ধান করতে পারে না। এখানেই সে বেশিরভাগ চ্যাটবটের থেকে আলাদা। পরিবর্তে, এটি তার অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শব্দের পূর্বাভাস ব্যবহার করে লেখা তৈরি করে। ওপেনএআই-এর চিফ একজিকিউটিভ স্যাম অল্টম্যানের মতে, 'চ্যাটজিপিটি অবিশ্বাস্যভাবে সীমিত কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের একটি বিভ্রান্তিকর ছাপ তৈরি করতে পারদর্শী'। UPSC পরীক্ষার পাশাপাশি, ChatGPT সিঙ্গাপুরে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য পরিকল্পিত একটি পরীক্ষায় ভয়ঙ্করভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

৫-এর বদলে ৩ বা ৪-এ ফ্যান চালালে ইলেকট্রিক বিল কম আসে? সত্যিটা জানলে গরমে স্বস্তি পাবেন

মার্চের প্রথম সপ্তাহেই গরমে টেকা যাচ্ছে না। মে, জুন মাস এলে কী হবে, ভেবে দেখুন একবার। এমন পরিস্থিতিতে অনেক বাড়িতেই কষ্ট চলছে। কিছু বাড়িতে হাই-স্পিডে পাখা চলছে। তবে এসি হোক বা সিলিং ফ্যান , বা টেবিল ফ্যান, গরমকালে বিদ্যুৎ বিলে ছেঁকা খাওয়ার ভয়টা অনেকের মধ্যেই কাজ করে। তাই, বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে অনেকেই ধীর গতিতে ফ্যান চালান। অনেকেরই ধারণা, রেগুলেটরে ৫-এর পরিবর্তে ৩ বা ৪-এ ফ্যান চালালে ইলেকট্রিসিটি বিল কম আসে। সত্যিই কি তাই? আজ আমরা জেনে নেব, এই প্রচলিত ধারণার সত্যতা কতটা? সত্যিই কি ৫-এর বদলে ৩ বা ৪-এ ফ্যান চালালে বিদ্যুত সাশ্রয় হয়?

ফ্যানের গতির সঙ্গে বিদ্যুৎ বিলের সম্পর্ক ঃ একটা ফ্যান যে পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ করে, তা তার গতির সঙ্গে সম্পর্কিত ঠিকই, তবে তা নির্ভর করে রেগুলেটরের উপরে। একটা ফ্যানের রেগুলেটরের উপরে নির্ভর করে সেই পাখা কতটা গতিতে ঘুরবে এবং তার দ্বারাই নির্ধারিত হয়, কতটা বিদ্যুৎ বাঁচানো যেতে পারে। কিন্তু কিছু এমনও রেগুলেটর রয়েছে, যেগুলি কেবলই ফ্যানের স্পিড বাড়ায়, তার সঙ্গে বিদ্যুৎ খরচের কোনও সম্পর্ক নেই।

ফ্যান চালিয়ে কতটা ইলেকট্রিক বিল আসবে, ঠিক করবে রেগুলেটর ঃ তাহলে কী বুঝলেন? ফ্যান যে বিদ্যুৎ খরচ করে, তা তার গতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেও মূলতঃ রেগুলেটরের উপরে নির্ভর করে। একটা ফ্যান কতটা বিদ্যুৎ খরচ করবে অর্থাৎ আপনার ইলেকট্রিসিটি বিল কতটা আসবে, তা নির্ভর করবে আপনি কীরকম রেগুলেটর ব্যবহার করছেন তার উপরে। এমন অনেক ফ্যান রেগুলেটর রয়েছে, যেগুলো ভোল্টেজ কমিয়ে ফ্যানের স্পিড কন্ট্রোল করে। যদিও কিছু কিছু রেগুলেটর আবার এমন হয়, যার সঙ্গে বিদ্যুৎ খরচের কোনও সম্পর্ক নেই। তাই, একটা বিষয়ে স্পষ্ট হয়ে যেতে পারেন যে, ফ্যানের গতি যা-ই হোক না কেন, তা বিদ্যুৎ খরচের উপরে কোনও প্রভাব ফেলে না। এখন আপনার বাড়িতে যদি নতুন ফ্যান কেনেন, এদিকে তার রেগুলেটরটি পুরনো, তাহলে সেক্ষেত্রে গতি বাড়া কমা হলে বিদ্যুৎ খরচের উপর প্রভাব পড়ে। তাই, নতুন ফ্যান কিনলে তার পুরনো রেগুলেটরও বদলে ফেলুন। তবে এখন প্রযুক্তি যেভাবে উন্নত হচ্ছে, বাজারে এমন অনেক রেগুলেটর চলে এসেছে যেগুলি আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে পারে। তার মধ্যে এখন সবথেকে ভাল হল, ইলেকট্রনিক রেগুলেটর, যা আপনার ইলেকট্রিসিটি বিল অনেকটাই কমাতে পারে।

ইলেকট্রনিক রেগুলেটর যেভাবে আপনার বিদ্যুৎ খরচ বাঁচাতে পারে ঃ আজকাল ইলেকট্রনিক রেগুলেটর ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। তার কারণ, এই ধরনের রেগুলেটরগুলি গরমে আপনার বিদ্যুৎ খরচ অনেকটাই বাঁচাতে পারে। একটা ইলেকট্রনিক রেগুলেটরের সাহায্যে ফ্যানের টপ স্পিড এবং সবথেকে কম স্পিডের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তির পার্থক্য দেখা হয়।

কাজের সময় বারবার ফোন হ্যাং? ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি মিলবে এই টিপসে

স্মার্টফোন হ্যাং হয়ে যাওয়ার সমস্যায় অনেককেই ভুগতে হয়। বিশেষ করে দরকারি কোনও কাজ করার সময় স্মার্টফোনটি কাজ করা বন্ধ করে দিলে, তার থেকে বিরক্তিকর আর কিই বা হতে পারে! আবার অনেক সময় অনলাইনে টাকা ট্রান্সফার করার ক্ষেত্রেও ফোনটি হঠাৎই হ্যাং হয়ে যায়। আপনাকেও যদি এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তবে তা থেকে এখনই মুক্তি পাবেন এই বিশেষ কিছু টিপস মেনে চললে। এর সাহায্যে আপনার স্মার্টফোন হ্যাং হয়ে গেলেও তা চিরতরে ঠিক করা যায়। এর সাহায্যে আপনি ঘরে বসেই আপনার স্মার্টফোন ঠিক করতে পারবেন।

অ্যাপ আনইন্সটল করুন ঃ স্মার্টফোন হ্যাং হওয়ার পেছনে অ্যাপসই প্রধান কারণ। আপনি প্রয়োজনে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ ইন্সটল করেন, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সেই অ্যাপের কোন ব্যবহার করেন না। আবার ফোনে অনেক ধরনের অ্যাপ রেখে দেন যেগুলি কখনওই ব্যবহার করেন না, সেক্ষেত্রে আপনার স্মার্টফোনটির স্টোরেজ ক্ষমতা কমে যায় এবং ক্রমাগত হ্যাং হতে থাকে। তাই যে অ্যাপগুলি আপনি একেবারেই ব্যবহার করেন না, সেগুলিকে আনইন্সটল করে ফেলুন। এতে আপনার ফোনের হ্যাং হওয়ার সমস্যা মিটে যাবে।

অপ্রয়োজনীয় ডেটা মুছে ফেলুন ঃ যে কোনও ফোন হ্যাং হওয়ার প্রধান কারণ হতে পারে ডেটা। আপনি ফোনে অনেক অপ্রয়োজনীয় ডেটা রাখেন। সেই ডেটা গুলি আপনার ফোনের স্টোরেজ ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়। কখনও কখনও কিছু ডেটা আপনার প্রয়োজনীয় নয়। তার পরেও আপনি ফোনে রাখেন। এটি ফোনের কার্যক্ষমতার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। তাই ফোন হ্যাং হওয়ার সমস্যা থেকে বাঁচতে চাইলে সেই অপ্রয়োজনীয় ডেটা গুলিকে ফোন থেকে মুছে ফেলুন।

মাদারবোর্ডের কারণেও ফোন হ্যাং হয় ঃ স্মার্টফোনের স্পিড সরাসরি মাদারবোর্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এমন পরিস্থিতিতে মাদারবোর্ডের যত্ন নেওয়া খুবই জরুরি। কারণ ফোনের মাদারবোর্ড যত ভাল হবে তার গতিও তত বেশি হবে। মাদারবোর্ডের যত্ন নেওয়ার সহজ উপায় হল, এটিকে আর্দ্রতা বা ভেজা জায়গা থেকে দূরে রাখা।

লাইভ ওয়ালপেপার রাখা থাকলে তা সরিয়ে দিন ঃ অনেক সময় স্মার্টফোনে লাইভ ওয়ালপেপার ব্যবহার করেন, যা ফোনকে স্লো করে দেয়। দীর্ঘ সময় ফোনে লাইভ ওয়ালপেপার সেট থাকলে, ফোন হ্যাং করতে পারে। তাই ফোনে লাইভ ওয়ালপেপার রাখবেন না। তার পরিবর্তে ওয়ালপেপারে কোনও ছবি ব্যবহার করুন।

দোল ও হোলিতে কম মেট্রো, হাওড়া ও শিয়ালদহ নিয়ন্ত্রিত লোকাল ট্রেনও

কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ আজ মঙ্গলবার দোল এবং বুধবার হোলি। সেই উপলক্ষ্যে উত্তর- দক্ষিণ মেট্রো কম চলবে। তবে ওই দু'দিন জোকা-তারাতলা মেট্রোর পরিষেবা বন্ধ থাকবে। মঙ্গলবার দোলের দিনে উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোর পরিষেবা শুরু হবে দুপুর ২.৩০ মিনিট। ওই দিন আপ এবং ডাউন মিলে ৬০টি ট্রেন চলবে। এর মধ্যে ৫৮ টি ট্রেন কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে চলবে। অন্তিম ট্রেন অবশ্য সপ্তাহের অন্যান্য দিনের সূচি মেনেই চলবে। ওই দিন আধ ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোয় ২২ টি ট্রেন চলবে। দুপুর ৩টে থেকে রাত ৮টা ২০ মিনিট পর্যন্ত পরিষেবা চালু থাকবে সেখানে। পরদিন হোলি উপলক্ষ্যে ১৮৮ টি ট্রেন চলবে। এর মধ্যে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে ১৬৪ টি ট্রেন ছুটবে। সকালে নির্ধারিত সময়ে ৬ টা ৫০ মিনিটে পরিষেবা শুরু হবে। সপ্তাহের অন্যান্য কাজের দিনের সূচি মেনেই অন্তিম মেট্রো ছাড়বে। ওই দিন ইস্ট- ওয়েস্ট মেট্রোয় নির্ধারিত ১০৬ টি ট্রেনের পরিবর্তে ৯০ টি ট্রেন চলবে। দিনের প্রথম এবং অন্তিম ট্রেন ছাড়ার সময়সপ্তাহের অন্যান্য কাজের দিনের মতোই অপরিবর্তিত থাকবে। দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার পূর্ব রেলের হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিশনের শহরতলির লোকাল ট্রেন পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ওই দিন হাওড়া ডিভিশনে লোকাল ট্রেন রবিবারের সময় সূচি অনুসারে চলবে। শিয়ালদহ ডিভিশনে ২৩৩ টি লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শিয়ালদহ মেন শাখায় ১০৫, বনগাঁ শাখায় ৩৩, হাসনাবাদ শাখায় ১৭, ডানকুনি শাখায় ১৬ এবং শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ৬২টি লোকাল ট্রেন।

আকালতারা এবং অনুপপুরে ট্রেনের নতুন স্টপেজের সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির নতুন স্টপেজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৮১০৯ / ১৮১১০ টাটানগর-ইটওয়ারি-টাটানগর এক্সপ্রেস, ০৬.০৩.২০২৩ থেকে শুরু হওয়া যাত্রাকে অকালতারায় স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। ১৮১০৯ টাটানগর- ইটওয়ারি এক্সপ্রেস অকালতারা ১৮.০৯ টায় পৌঁছাবে এবং ১৮.১১ টায় ছাড়বে। বিপরীত দিকে, ১৮১১০ ইটওয়ারি-টাটানগর এক্সপ্রেস ০৮.৫৯ টায় অকালতারা পৌঁছাবে এবং ০৯.০১ টায় ছাড়বে। ২০৮২৮ সাঁতরাগাছি-জব্বলপুর হামসফর এক্সপ্রেস সাঁতরাগাছি থেকে ০৮.০৩.২৩ তারিখে অনুপপুরে থামবে। বিপরীত দিকে, ০৯.০৩.২৩ তারিখে জব্বলপুর থেকে ছেড়ে আসা জব্বলপুর-সাঁতরাগাছি হামসফর এক্সপ্রেস ২০৮২৭ অনুপপুরে থামবে। ২০৮২৮ সাঁতরাগাছি- জবলপুর হামসফর এক্সপ্রেস অনুপপুর ০৯.৫১ টায় পৌঁছাবে এবং ০৯.৫৩ টায় ছাড়বে। বিপরীত দিকে, ২০৮২৭ জব্বলপুর - সাঁতরাগাছি হামসফর এক্সপ্রেস অনুপপুর ০০.৪৪ টায় পৌঁছাবে এবং ০০.৪৬ টায় ছাড়বে। পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ছয় মাসের জন্য স্টপেজ দেওয়া হয়েছে।

'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি ২.৫ লক্ষেরও বেশি যাত্রী ডাউনলোড করেছেন

কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেম দ্বারা তৈরি 'মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ' ব্যবহারকারীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে। যাত্রীরা এই অ্যাপটির প্রশংসা করেছে কারণ এটি খুবই ব্যবহারকারী -বান্ধব এবং এটি ব্যবহারকারীদের QR কোড ভিত্তিক টিকিট বুক করতে বা স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে সক্ষম করে যেকোন সময় খুব সহজে। যাত্রীরাও এই অ্যাপের মাধ্যমে পছন্দসই এবং দরকারী ডেটা পেতে পারেন। যাত্রীদের সুবিধার জন্য, 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি ০৫.০৩.২২ তারিখে চালু করা হয়েছিল। ব্যবহারকারীদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা দেখে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই এটিকে একটি ত্রিভাষিক অ্যাপ বানানোর পরিকল্পনা করেছে। সুতরাং, যে যাত্রীরা ইংরেজিতে তেমন দক্ষ নন তারা এর হিন্দি বা বাংলা সংস্করণ ব্যবহার করতে পারবেন। আশা করা হচ্ছে এই উদ্যোগ এই অ্যাপটিকে আরও ব্যবহারকারী বান্ধব ও জনপ্রিয় করে তুলবে। ০৫.০৩.২৩ পর্যন্ত, গুগল প্লে স্টোর থেকে ৪.৬ রেটিং সহ মোট ২,৫৬,৩৬৯ জন যাত্রী এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। এই অ্যাপটি সম্পর্কে আরও যাত্রীদের সচেতন করার জন্য, কীভাবে এই অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে বিশেষ প্রচারমূলক চলচ্চিত্রগুলিও উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে দেখানো হচ্ছে। এই অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে। মেট্রো কর্মীরা যাত্রীদের গুগল প্লে স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে এবং বিভিন্ন স্টেশনে এটি ব্যবহার করারপদ্ধতি দেখাতে সহায়তা করছেন। এটি মেট্রো যাত্রীদের তাদের সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের স্মার্ট কার্ড পুনরায় চার্জ করতে বা টোকেন কেনার জন্য কাউন্টারের সামনে লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

নৌ কমান্ডারদের সম্মেলনের প্রথম সংস্করণ শুরু, আয়োজিত আইএনএস বিক্রান্ত-এ

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ ঃ চলতি বছরের নৌ কমান্ডার্স কনফারেন্সের প্রথম সংস্করণ ৬ মার্চ, সোমবার শুরু হয়েছে। এই সম্মেলন নৌ-কমান্ডারদের সামরিক-কৌশলগত স্তরে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি একটি প্রাতিষ্ঠানিক ফোরামের মাধ্যমে সরকারের সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে। কমান্ডারদের সম্মেলনের প্রথম পর্বটি সমুদ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রথমবারের মতো ভারতের প্রথম দেশীয় বিমানবাহী রণতরী, আইএনএস বিক্রান্ত-এ হবে এই সম্মেলন। চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ এবং ভারতীয় সেনা ও ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধানরাও পরবর্তী দিনগুলিতে নৌ কমান্ডারদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।

১৫ আগস্টের আগেই ৫জি পরিষেবা পাবে সিকিম ঃ অশ্বিনী বৈষ্ণব

গ্যাংটক, ৬ মার্চ ঃ চলতি বছরের ১৫ আগস্টের আগেই ৫ জি পরিষেবা পাবে সিকিম। জানালেন কেন্দ্রীয় রেলপথ, যোগাযোগ ও ইলেকট্রনিক্স এবং আইটি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশাল প্রতিশ্রুতি, মানসিক সংযোগ এবং ভারতের উত্তর-পূর্বের জন্য প্রকৃত আবেগ বিভিন্ন উপায়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৫০ বার উত্তর-পূর্ব সফর করেছেন এবং এই অঞ্চলে ব্যক্তিগতভাবে প্রকল্পগুলি তদারকি করার জন্য সর্বদা তাঁর মন্ত্রীদের উপর জোর দেন। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিত করেছেন যে রাজনীতি হচ্ছে সেবার মাধ্যম, শাসনের মাধ্যম নয়। মন্ত্রী বৈষ্ণব সোমবার গ্যাংটকের সম্মান ভবনে গো গ্রীন, গো অর্গানিক - এর একটি পোস্টাল বিশেষ কভার চালু করার সময় বক্তব্য রাখছিলেন। তিনি ২০১৪ সালের আগে ২০০০ কোটি টাকা থেকে উত্তর-পূর্বে রেলের জন্য বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ ২০২৩- ২৪-এর বাজেটে ১০ হাজার কোটি টাকায় ক্রমশঃ বৃদ্ধির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এটি সমগ্র অঞ্চলে প্রকল্পের উন্নয়নে গতি এবং মানুষের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, ২০২৩ সালের ১৫ আগস্টের আগে সিকিমে ৫ জি পরিষেবা পাওয়া যাবে।

পাকিস্তানে আত্মঘাতী হামলায় নিহত ১০ পুলিশকর্মী, আহত অনেকে

কোয়েটা, ৬ মার্চ ঃ পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের বোলানে আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত ১০ পুলিশকর্মী নিহত হয়েছে। সোমবার পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পুলিশকে বহনকারী একটি ট্রাকে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালালে অন্তত আরও ১৫ জন আহত হন । আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক । ফলে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে । কাছির সিনিয়র পুলিশ সুপার (এসএসপি) মাহমুদ নোতজাই হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সিবি ও কাছি সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার কামব্রি ব্রিজে আত্মঘাতী হামলাকারী বাইকে করে এসে ট্রাকের পেছন দিকে আঘাত করে। এই পুলিশ কর্মকর্তার মতে, বেলুচিস্তানের সিবি ও কাছি সীমান্তে অবস্থিত বোলান এলাকায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়েছে। বিস্ফোরণে পুলিশের একটি গাড়ির সম্পূর্ণ উল্টে যায়। বিস্ফোরণের শব্দ এতটাই জোরে ছিল যে কয়েক কিলোমিটার দূরেও শোনা গেছে। বিস্ফোরণে ১০ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ১৫ জন পুলিশ সদস্য। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। এ কারণে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আহতদের সবাইকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জানা গেছে, বেলুচিস্তান পুলিশ কর্মীরা দায়িত্ব থেকে ফিরছিলেন। এসময় আত্মঘাতী হামলাকারী পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলা চালায়। সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা নোতজাই বলেছেন, আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বোমা নিষ্ক্রিয়কারী স্কোয়াড ও নিরাপত্তা কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। তিনি আরও বলেন, এলাকাটি ঘিরে রাখা হয়েছে এবং তল্লাশি অভিযান চলছে। তারা বলছেন, পাকিস্তান সরকার বেলুচদের সঙ্গে সৎ মায়ের আচরণ করছে।

উমেশ-হত্যা মামলার অভিযুক্ত উসমান এনকাউন্টারে মৃত, আতিক এখনও অধরা

প্রয়াগরাজ, ৬ মার্চ ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াই মৃত্যু হয়েছে উমেশ পাল হত্যা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত বিজয় ওরফে উসমানের। সোমবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ প্রয়াগরাজের কাউন্ধিয়ারা থানা এলাকায় পুলিশ এবং অভিযুক্ত বিজয় ওরফে উসমানের মধ্যে এনকাউন্টার শুরু হয়। সেই এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে উসমানের। সোমবার সকালে প্রয়াগরাজের পুলিশ কমিশনার রমিত শর্মা জানিয়েছেন, প্রয়াগরাজের কাউন্ধিয়ারা থানা এলাকায় পুলিশ ও উসমানের মধ্যে গুলির লড়াই চলে। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে উসমানের। প্রয়াগরাজের নেহেরু হাসপাতালের জরুরি মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ বদ্রী বিশাল সিং বলেছেন, মৃত অবস্থায় আনা হয় রোগী উসমানকে। আমরা পরীক্ষা করার পর মৃত ঘোষণা করা হয় এবং দেহ মর্গে পাঠানো হয়। এনকাউন্টারে উসমানের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিজেপি বিধায়ক শলভ মণি ত্রিপাঠী টুইট করেছেন, ভয়ঙ্কর খুনি উসমান পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে তাঁকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল দু'হাতে বন্দুক চেপে ধরে নির্ভুল লক্ষ্যে একের পর এক গুলি ফুঁড়ে দিতে উল্টোদিকের মানুষটির শরীরে। উত্তরপ্রদেশের বহুচর্চিত বিধায়ক খুনের ঘটনায় মূল সাক্ষী উমেশ পালের হত্যাকারী সেই যুবককে এনকাউন্টারে খতম করল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। যদিও এই ঘটনার নেপথ্যে থাকার অভিযোগ রয়েছে যে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ আতিক আহমেদের বিরুদ্ধে তিনি এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরে। উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক বলেছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ ও এসটিএফ মোতায়েন করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। পুলিশ অভিযুক্তকে গুলি করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। জড়িত সবাই আইনের আওতায় আসবে। এই নিয়ে উমেশ হত্যার পর উত্তর প্রদেশ পুলিশের দ্বিতীয় এনকাউন্টার এটি। তবে এই প্রথম হত্যাকারীদের একজনকে খতম করল পুলিশ। এর আগে খুনিদের ব্যবহৃত এসইউভি গাড়ির চালককে এনকাউন্টারে মেরেছিল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় গ্রেফতারও করা হয়েছে একজনকে। ২০05 সালে উত্তর প্রদেশে বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) বিধায়ক রাজু পাল খুন হয়েছিলেন। অভিযোগ উঠেছিল কুখ্যাত দুষ্কৃতী তথা প্রাক্তন সাংসদ আতিকের বিরুদ্ধে। সেই মামলার মূল সাক্ষী ছিলেন রাজুর বন্ধু উমেশ। গত কয়েক বছরে একাধিক বার আক্রান্ত হয়েছিলেন উমেশ। জীবনহানির আশঙ্কায় প্রশাসন দু'জন পুলিশকর্মীকে উমেশের দেহরক্ষী হিসাবে নিয়োগ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেহরক্ষীর উপস্থিতিতেই প্রয়াগরাজের রাস্তায় প্রকাশ্যে উমেশকে খুন করা হয়। পরে দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম উমেশের দুই দেহরক্ষীও হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মারা যান।

মেঘালয়ে এনপিপি-বিজেপি জোটকে সরকার গঠনে সমর্থন ইউডিপি ও পিডিএফ-এর, কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত কনরাডের

শিলং, ৬ মার্চ ঃ কংগ্রেস-তৃণমূল, সর্বোপরি খ্রিষ্টান পাদ্রিদের কোনও কূটকৌশল ধোঁপে টেঁকেনি। অগত্যা এনপিপি-বিজেপি জোট সরকারকে সমর্থন করবে বলে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দুই আঞ্চলিক দল ইউডিপি এবং পিডিএফ। লিখিত প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর দুই দল যথাক্রমে পিপলস ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (পিডিএফ) এবং ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (ইউডিপি)-কে ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-প্রধান তথা ভাবী মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কঙ্খল সাংমা। এই দুই দলের সমর্থনে এনপিপি-বিজেপি জোটের ম্যাজিক সংখ্যা ৩০ ছাড়িয়ে পৌঁছেছে ৪৫-এ। প্রসঙ্গত, ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর কনরাড কঙ্খল সাংমা নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল পিপলস ফ্রন্ট (এনপিপি)-বিজেপি জোট যাতে সরকার গঠন করতে না পারে, সেজন্য বহু নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে মেঘালয়ে। প্রথমে কথা ছিল, হিল স্টেট পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এইচএসপিডিপি)- র দুই বিধায়ক মেথোডিয়াস ডখার এবং শাকলিয়ার ওয়ারজরি এনপিপি-বিজেপি জোট সরকারকে সমর্থন করবেন। কিন্তু ৩ মার্চ রাতে আচমকা একটি চিঠি পাঠিয়ে দুই বিধায়ক জোট সরকারকে সমর্থন করবেন না বলে এনপিপি-প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী কনরাডকে জানান এইচএসপিডিপি-র সভাপতি কেপি পাংনিয়াং। তবে দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে এনপিপি-কে সরকার গঠনে এইচএসপিডিপি-র দুই বিধায়ক সমর্থন করবে বলে ঘোষণা করেন। এই নিয়ে রাজ্যে গত দুদিন কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে গাড়ি এবং এইচএসপিডিপি-এর বিধায়ক মেথোডিয়াস ডখারের অফিস। এ সব ঘটনা সংগঠিত করেছেন নিজের দলের সদস্যরা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কনরাড সাংমা নেতৃত্বাধীন বিগত সরকারের শরিক ছিল ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (ইউডিপি)। কিন্তু এবার বিরোধী ঐক্য জোটের প্রলোভন দিয়ে ইউডিপিকে বিভ্রান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা হয়েছিল। মূলতঃ , কোনও খাসি জনজাতিভুক্ত বিধায়ককে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসাতে এ ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠেছিল। এনপিপি-প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা মেঘালয়ের ভূমিপুত্র হলেও, গারো জনজাতিভুক্ত। তাই মেঘালয়কে আর খাসি ছাড়া অন্য জনজাতিভুক্তের হাতে ছাড়তে চাইছিল না বিরোধী আঞ্চলিক এবং নির্দলীয়রা। এনপিপি, বিজেপি, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া সব আঞ্চলিক দল খ্রিষ্টান প্রভাবিত খাসি জনজাতিদের নিয়ে গঠিত। এই দলগুলি যথাক্রমে এইচএসপিডিপি, নিরদলীয়, পিডিএফ, ইউডিপি এবং ভিপিপি। তাই বিজেপি-এনপিপিকে বাদ দিয়ে বাকি দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মেঘালয়ে সরকার গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়। কেউ কেউ বলছেন, বিজেপি-এনপিপিকে সরকার থেকে দূরে রাখতে মূল চালিকাশক্তি ছিল রাজ্যের খ্রিষ্টান সংগঠন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের সামনে থেকে প্ররোচিত করেছে খ্রিষ্টান প্রভাবিত আঞ্চলিক দল ও সংগঠন। এছাড়া অনেকে বলছেন, তৃণমূল নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকবার নির্বাচনী প্রচারে এসে ভূমিপুত্রকে মেঘালয়ের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী এবং সরকার গঠনে সহায়তা করতে রাজ্যবাসীর কাছে অনুরোধ করেছিলেন। মমতার ওই ডাকেই আগুনে প্রবল হাওয়া দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল।

খসে পড়ল সিলিংয়ের পলেস্তারা, আহত ৪ জন

মুম্বই, ৬ মার্চ ঃ দক্ষিণ মুম্বইয়ের পুলিশ ক্যাম্পে নিজেদের বাড়ির সিলিংয়ের পলেস্তারের একটি অংশ ধসে পড়ায় আহত হয়েছেন একই পরিবারের ৪ জন সদস্য। সোমবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে, সেই সময় ওই পরিবারের সবাই ঘুমিয়েছিলেন। আহত অবস্থায় ৪ জনকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, দক্ষিণ মুম্বইয়ের টারদেওর পুলিশ ক্যাম্প এলাকায় নিজেদের বাড়ির ৪-তলায় ঘুমিয়ে ছিলেন সবাই, ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ সিলিংয়ের পলেস্তারের একটি অংশ ধসে পড়ায় আহত হয়েছেন একই পরিবারের ৪ জন সদস্য।

অমিতাভের পাঁজরে চোট

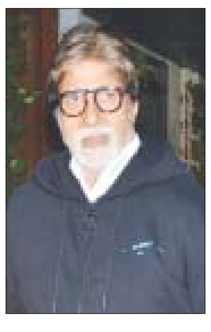

মুম্বই, ৬ মার্চ ঃ হায়দ্রাবাদে শুটিং করতে গিয়ে গুরুতর আহত হলেন বিগ বি অমিতাভ বচ্চন। হায়দ্রাবাদে 'প্রোজেক্ট কে' ছবির শুটিং করতে গিয়ে ঘটেছে বলে অভিনেতা তাঁর ব্লগে জানিয়েছেন। বুকের পাঁজরের তরুণাস্থি ছিঁড়ে গিয়েছে। এরই সঙ্গে ছিঁড়েছে ডান পাঁজরের পেশি। তড়িঘড়ি করে অভিনেতাকে হায়দরাবাদের এআইজি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ডাক্তাররা তাঁর সিটি স্ক্যান করেন। বুকে বাঁধা রয়েছে ব্যান্ডেজ। ফলে ছবির শুটিং বন্ধ করে আপাতত মুম্বইতে ফিরে এসেছেন অমিতাভ। অভিনেতা তাঁর ব্লগে লিখেছেন, ''বুকে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন বিশ্রাম করতে। হাঁটতে গেলে বুকে প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে।'' চোটের কারণে আগামী কয়েক সপ্তাহ আপাতত বাড়িতেই থাকবেন অমিতাভ। তিনি লিখেছেন, ''ব্যথার জন্য ওষুধ খাচ্ছি। বাড়িতেই শুয়ে রয়েছি। কিন্তু প্রয়োজন মতো হাঁটাচলা করতে পারছি।'' উল্লেখ্য, এর আগেও শুটিং ফ্লোরে চোট পেয়েছিলেন অমিতাভ।

রাবড়ির বাড়িতে সিবিআই হানা

বিহার, ৬ মার্চ ঃ বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবীর বাড়িতে ফের সিবিআই। পাটনায় তার বাড়িতে চাকরির পরিবর্তে জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগে সিবিআই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁরা আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছিল। তাঁরা আরও জানিয়েছে রাবড়ি দেবীর বিবৃতি রেকর্ড করা হবে, এবং এটি 'অভিযান বা অনুসন্ধান নয়'। বিজেপির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির অপব্যবহারের অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে একটি চিঠি লেখার একদিন পরেই রাবড়ি দেবীকে এই প্রশ্ন করা হয়। চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন রাবড়ি দেবীর ছেলে এবং বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। চিঠিতে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা লালু যাদবকে কেন্দ্রীয় এজেন্সির মাধ্যমে আক্রমণের শিকার হওয়া বিরোধী নেতাদের মধ্যে একজন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির পদক্ষেপগুলি 'প্রায়ই সন্দেহের জন্ম দেয় যে তারা ক্ষমতাসীন ব্যবস্থার বর্ধিত উইং হিসাবে কাজ করছে'। সিবিআই-এর চাকরির পরিবর্তে জমির মামলায় লালু যাদব, রাবড়ি দেবী এবং তাদের মেয়ে মিসা এবং হেমা এবং অন্যদের নাম রয়েছে। ২০২২ সালের মে মাসে নথিভুক্ত একটি এফআইআর-এ লালু যাদব এবং তার পরিবারের সদস্যদেরকে, ২০০৪ - ২০০৯ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী হিসাবে তাঁর মেয়াদে, চাকরি দেওয়ার বিনিময়ে জমি নেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে।

Name Change

I, SHEREEN MEHBUBA (old name) S/O MEHEBOOB ALAM MOLLA Resident of Y-2/46/A, Kanthal Beria Road, PO- Badartala, PS- Rajabagan, Kolkata-700044 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SHEREEN MEHABUBA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/03/2023. SHEREEN MEHBUBA and SHEREEN MEHABUBA both are same and one identical person.

Name Change

I, MAHEBOOB ALAM alias MEHEBUB ALAM MOLLA (old name) S/O ASGAR ALAM MOLLA Resident of Y-2/46/A, Kanthal Beria Road, PO-Badartala, PS-Rajabagan, Kolkata-700044 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MEHEBOOB ALAM MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/03/2023. MAHEBOOB ALAM, MEHEBUB ALAM MOLLA and MEHEBOOB ALAM MOLLA both are same and one identical person.

Name Change

I, SAHANA HABIB (old name) W/O MEHBOOB ALAM MOLLA Resident of Y-2/46/A, Kanthal Beria Road, PO- Badartala, PS- Rajabagan, Kolkata-700044 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SAHANA HABIB MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/03/2023. SAHANA HABIB and SAHANA HABIB MOLLA both are same and one identical person.

Name Change

I, ANWARA KHATOON alias ANOWARA BIBI (old name) W/O SERAJ KHAN Resident of Z-3/37, Dr. A.K. Road, PO-Badartala, Kolkata-700044 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ANWARA BIBI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/03/2023. ANWARA KHATOON, ANOWARA BIBI and ANWARA BIBI both are same and one identical person.

Name Change

I, SOKRON NESA BIBI (old name) W/O MOKSUD ALI KHAN Resident of Z-3/37, Dr. A.K. Road, PO-Badartala, Kolkata- 700044 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SOKRUN NISA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/03/2023. SOKRON NESA BIBI and SOKRUN NISA both are same and one identical person.

নদী থেকে বালি পাথর তুলতে গিয়ে মৃত্যু ৩

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি । জানুযারি মাস থেকে বন্ধ নদীঘাট । কর্মহীন হযে. পড়ছে শ্রমিকেরা । রাতের অন্ধকারে ও ভোর রাতে নদীঘাট থেকে বালি পাথর তুলতে গিযে.মৃত্যু ৩ যুবকের । আহত ১ ।ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি মহাকুমার মাটিগারার বানিযা. খারি ত্রিপালি জোত এলাকায. । ভোর রাতে মাটিগারা বালাসন নদীর পার কাটতে গিযে. ধস নামে । ধসে, রোহিত সাহানি ১৫, শ্যামল সাহানি ১৫, মনু কুমার ২০ মৃত্যু হযছে ৩ জন শ্রমিকের। আহত হযছে ১ শ্রমিক। মাটিগাড়া বানিয়াখাড়ির বাসিন্দা। মৃত ৩ শ্রমিকই নাবালক বলে জানা গিযেছে। নদীঘাট বন্ধ থাকায.কর্মহীন হযে.পড়ছে শ্রমিকেরা আর ঘটনার পর প্রশাসনের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেয.এলাকাবাসীরা । মাটিগাড়া থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায।

রাজ্য সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৪

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৬ মার্চ ঃ মাথাভাঙ্গা জামালদহ রাজ্য সড়কে ভযাবহ পথ দুর্ঘটনায.মৃত্যু হল একই পরিবারের চারজনের। ঘটনায. গুরুতর যখম আরো তিনজন। স্থানীয. সূত্রের খবর গতকাল রাত আনুমানিক বারোটা ত্রিশ মিনিট নাগাদ মাথাভাঙ্গা জামালদা ১৬ নম্বর রাজ্য সড়কে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চাযেতের পাইকারের টারি এলাকায. একটি টোটো তে করে সাত জন যাত্রী যাচ্ছিল জামালদহের দিকে। সেই সময.পিছন থেকে একটি ট্রাক ওই টোটোটিকে ধাক্কা মারে এবং টোটো টিকে সঙ্গে নিযে.রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায। ঘটনাস্থলেই বাসন্তী বর্মন (৪০) এর মৃত্যু হয। আহতদের প্রথমে জামালদহ হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসক আরো তিনজন মেনকা বর্মন (৩৫), মানসী বর্মন (১২) এবং অনিতা বর্মন(৩২)কে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ভযাবহ পথ দুর্ঘটনায.৯ বছরের দুই শিশু অভিজিৎ বর্মন, রবি বর্মন সহ প্রশান্ত বর্মন (৪০) গুরুতর আহত অবস্থায. হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

হোটেলে ঢুকে ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেফতার ৪ জন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ মার্চ ঃ দক্ষিণ মালদার বিজেপির জেলা সাংগঠনিক সভাপতি পার্থ প্রতিম ঘোষের হোটেলে তান্ডব করার ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। গত ৩ মার্চ পুলিশ পরিচয় দিয়ে দক্ষিণ মালদা বিজেপির সাংগঠনিক সভাপতির হোটেলে তান্ডব করে এই চারজন। ধৃতদের নাম জীবন ভগত,নয়ন রায় চৌধুরী, মিঠু দাস ও সামিউদ্দিন। এদের কাছ থেকে হোটেলের রেজিস্ট্রার খাতা উদ্ধার হয়। ধৃতদের পাঁচ দিন পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

বিধায়ক বিশাল লামার বাড়ির সামনে তৃণমূলের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৬ মার্চ ঃ চা বলয়ের শ্রমিকদের প্রোফিডেন্ট সমস্যা সমাধানের দাবি সহ একাধিক দাবিতে গত ১ মার্চ থেকে উত্তরবঙ্গের চা বলয়ে বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদের ঘরের সামনে ধর্ণা অবস্থান চলছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে আজ দ্বিতীয় দফার ধর্ণার শেষ দিন। সোমবার সকাল থেকে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের ভাটপাড়া চা বাগানে বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামার বাড়ির সামনে চলছে ধর্ণা ।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি বীরেন্দ্র ওরাঁও জানান চা শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান না হওয়া ওবধি লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচি চলবে।

দোল পূর্ণীমায় চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি হলেও, নদীয়ায় পূজিত হয় হাজারেরও বেশি গোপাল

গোপাল বিশ্বাস,নদীয়া, ৬ মার্চ ঃ দোল উৎসবকে ঘিরে সকলের মধ্যে একটা আলাদা উৎসবের মেজাজ লক্ষ্য করা যায় সর্ত্রই। এই দোল পূর্ণীমা তথা দোল উৎসবের আনন্দে সকলেই নিজেদের মতো করে মেতে উঠে। বিশেষ করে নদীয়া বাসীর কাছে দোল পূর্ণীমা একটা আলাদা ঐতিহ্য বহন করে। কারন কথিত আছে এই দোল পূর্ণীমায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন যুগাবতার শ্রীমৎ মহাপ্রভু। কথিত আছে ৫৩৭ বছর পূর্বে নদীয়ার নবদ্বীপে শচীমাতার কোলে জন্ম হয় সকলের নিমাই, তথা মহাপ্রভুর। ফলত নবদ্বীপ বাসীর কাছে দোল উৎসব তথা দোল পূর্ণীমা অন্যতম প্রধান ও বড় উৎসব। ইতি মধ্যে নবদ্বীপ শহরের ও নবদ্বীপের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন মঠ মন্দির, ও ধর্মী প্রতিষ্ঠানে শুরু হয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। এমনকি ইস্কন মায়াপুরেও এই দোল পূর্ণীমা উপলক্ষ্যে একমাস ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নবদ্বীপ শহরের দক্ষিণ প্রান্তে হরিতলায় অবস্থিত কেশবজী গৌড়ীয় মঠেও চলছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের, কেশবজী গৌড়ীয় মঠ সুত্রে জানা যায় প্রতিবছরের মতো এবছরও তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, এবছর তাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে বিশ্বের ২৬ টি দেশের থেকেও অসংখ্য বিদেশী ভক্তরা হাজির হয়েছে,। নবদ্বীপ শহরের প্রাচীন মায়াপুর নিমাই জন্মস্থান আশ্রমেও শুরু হয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের, প্রতিদিন সেখনে চলছে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, আর এই অনুষ্ঠান দেখতে হাজির হচ্ছে অসংখ্য ভক্ত। নবদ্বীপের মহাপ্রভু পাড়ায় অবস্থিত ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরেও প্রতিদিন চলছে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান। এছাড়াও চৈতন্য মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি ও দোল উৎসব উপলক্ষে নবদ্বীপের অসংখ্য মঠ মন্দিরেও চলছে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। নবদ্বীপের প্রাণ পুরুষের শুব আবির্ভাব তিথি পালনে তথা তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পিছিয়ে নেই চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ শহরের সাধারণ মানুষও, নবদ্বীপ শহরের প্রায় প্রতিটি রাস্তার মোড়ে মোড়ে দোল পূর্ণীমা উপলক্ষ্যে পূজিত করা হয় মহাপ্রভুর মূর্তী, এরই সাথে শহরের গানতলায়, ঢপওয়ালি মোড় এলাকায় স্থানীয় দের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় ভান্ডারার, সেখানে সকাল থেকেই রাত পর্যন্ত হাজার হাজার ভক্ত, তথা সাধারণ মানুষের জন্য প্রসাদের আয়োজন করা হয়, দোল উৎসবের দিন গুলোয় শহরকে সাজিয়ে তুলতে ও মন্দির নগরী নবদ্বীপ ধামের গরিমাকে অক্ষুন্ন রাখতে নবদ্বীপ পৌরসভার তরফেও নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপ, তার মধ্যে রয়েছে শহরের ঢোকার মুখ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে আলোক মালায়, শহর বাসীর উদ্দেশ্যে মাইকিং প্রচারের মাধ্যমে জানানো হয়, দোল উৎসবের জন্য সোম ও মঙ্গলবার শহরের বাজার গুলোয় যেন কোন আমিশ বিক্রি করা হয়, এবং শহর বাসূকেও দুই দিন নিরামিষ আহারের জন্য জানানো হয়। নবদ্বীপ শহরের পাশাপাশি এই দোল কে কেন্দ্র করে সেজে উঠেছে চৈতন্য মহাপ্রভু স্মৃতি বিজরিত শান্তি পুর শহর। চৈতন্য মহাপ্রভুর বহু স্মৃতি রয়েছে এই শহরেরও। তবে দোল পূর্ণীমায় শান্তি পুরে মহাপ্রভুর তুলনায় গোপাল ঠাকুরের পুজো হয় বেশি। জান যায় এবছর দোল উৎসবে শান্তি পুরে পূজীত হবে এক হাজারেরও বেশী গোপাল। শহর জুরে চলছে তারই প্রস্তুতি । আকৃতিতে বা আকারে বা বলা যায় উচ্চতার নিরিখে কোনো গোপাল ছোটো আবার কোনোটা বড়ো । কিন্তু আকার বা আকৃতি যাই হোক গোপাল প্রত্যেকের কাছেই যেনো বড়ো আদরের । শুধু আদরের নয. আবেগেরও বটে । দোল উৎসবে শান্তিপুর শহরে এই সারি সারি হামা গুরি দেওয়া গোপাল এই শহরের মৃৎ শিল্পের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য বলা যায় । অন্যান্য অঞ্চলে হামাগুরি দেওয়া ছোটো মাপের গোপাল প্রত্যক্ষ করা গেলেও বড়ো গোপাল সেভাবে নজরে আসে না। সাধারণ ভাবে এই হামাগুরি দেওয়া গোপাল ছোটো বড়ো যাই হোক, এটি গোপালের বালোখিল্যতা প্রকাশ করে। উৎসবের শহর শান্তিপুরে প্রায় কয়েক্ হাজার গোপাল যথেষ্ঠ আড়ম্বরের সাথে পূজা অর্চনা করা হয়। শান্তিপুর চৌগাছা পাড়ার মৃৎ শিল্পী গোবিন্দ পাল জানায় তার কাছে মোট গোপালের সংখ্যা ৪০০ টি , তিনি নিজে হাতে গোপাল বানিয়েছেন এবং নুন্যতম ৫৫ টাকা থেকে শুরু হয়েছে এই সুসজ্জিত গোপাল গুলির দাম। চৌগাছা পাড়া রাধারাণী স্কুলের সামনে মৃৎশিল্পী সুধীন পাল জানাচ্ছেন তার কাছে মোট ১৫০ থেকে ২০০ পিস ছোটো গোপাল গোপাল রয়েছে , বড়ো গোপালের সংখ্যা প্রায় ৬৫ থেকে ৭০ টি , এছাড়া রয়েছে ৪ টি রাধা কৃষ্ণ, বড়ো গোপালের দাম ৫০০০ থেকে ৬০০০ এবং ছোটো গোপাল ১০০ টাকা থেকে শুরু করে ১১০০ টাকা পর্যন্ত । আবার জয়দেব পালের কারখানায় ২০ টি ছোটো গোপাল রয়েছে , বড়ো গোপালের সংখ্যা মোট ১০০ টি , এখানে ছোটো গোপালের দাম ১০০০ টাকা থেকে শুরু হয়ে সর্বোচ্চ গোপালের দাম ৭০০০ টাকা পর্যন্ত। এমনি আরও একাধিক মৃৎশিল্পীর কাছে তৈরি হয়েছে অসংখ্য গোপাল। সব মিলিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিকে পালন করতে নদীয়ার শান্তি পুর, নবদ্বীপ যেন উৎসব মুখর।

সময়ের অনেক আগেই মালদহে আম বাগান গুলিতে গাছে মুকুল ফুটেছে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ মার্চ ঃ মালদায় আবহাওয়ার হেরফের, সময়ের অনেক আগেই মালদহে আম বাগান গুলিতে গাছে মুকুল ফুটেছে। আগে মুকুল ফোটাই আম অনেক আগেই পরিপূর্ণ হয়ে পাকতে শুরু করবে। মূলত প্রতিবছর মালদহের আম জৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি বা শেষের দিক থেকে ব্যাপক হারে পাকতে শুরু করে। সাধারণ নিয়ম মত দক্ষিণবঙ্গের জেলা গুলিতে মুকুল আগে ফোটে আম ও আগে পাকে। প্রথমে বাজারে আসে দক্ষিণের আম। এমনকি মালদহের বাজারেও দক্ষিণের জেলার আম বিক্রি হয়। তবে এই বছর ব্যতিক্রম। আবহাওয়ার হেরফেরের জন্য এই বছর উত্তরবঙ্গের জেলা গুলিতে অনেক আগেই মুকুল ফুটেছে। মালদহের বাগান গুলিতেও মুকুল ফুটেছে অনেক আগে।

মালদহ জেলা উদ্যান পালন দফতর

সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বছর সময়ের প্রায় ২০ দিন আগে মালদহে বাগান গুলিতে আমের মুকুল ফুটে গিয়েছে। এর কারণ এই বছরের আবহাওয়ার হেরফের। শীত পড়লেও অনেক আগে ঠান্ডার আবহাওয়া কেটে গিয়েছে। ফেব্রয়ারি মাসেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। তাই বাগান গুলিতে আমের মুকুল আগেই চলে এসেছে।

আগে মুকুল আসায় মালদহের আমের কোন ক্ষতি নেই। বরং এই বছর আগেই পাকতে শুরু করবে আম। এতে অনেক সুবিধা হবে জেলার আমচাষী থেকে আম ব্যবসায়ীদের। মালদহ জেলা উদ্যান পালন দপ্তরের আধিকারিক বলেন এক সঙ্গে গোটা রাজ্যের আম পাকতে শুরু করলে মালদহের আম সকলে কিনবেন। এতে কিছুটা হলেও লাভবান হবেন কৃষকেরা।

দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ও সীমানা প্রাচীর উদ্বোধন করলেন বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৬ মার্চ ঃ সোমবার দুপুর নাগাদ আলি পুরদুয়ার এক নম্বর ব্লক বীরপাড়া সংলগ্ন এলাকায় সুবোধ সেন স্মৃতি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ছাত্রাবাস এবং সীমানা প্রাচীরের উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। জানা গেছে আলিপুরদুয়ারের বিধাযক্ সুমন কাঞ্জিলাল বিধায়ক তহবিল থেকে নতুন ছাত্রাবাস এবং সীমানা প্রাচীদের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা অনুদান দেন। সেই টাকা দিয়েই বিদ্যালয়ের নতুন ছাত্রাবাস এবং সীমানা প্রাচীরের একাংশ তৈরি করা হয়। এদিন সেই ছাত্রাবাস এবং সীমানা প্রাচীরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে ও পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করসহ অন্যান্য অতিথিরা। জানাগেছে এই প্রথম আলিপুর দুয়ারের বিধায়ক তহবিল থেকে বরাদ্দ খরচ করে বিদ্যালয়ের ভবন এবং সীমানা প্রাচীর তৈরি করা হয়।

বাসের সাথে পুলিশের গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৬ মার্চ ঃ সোমবার ভোর রাতে যাত্রীবাহী বাসের সাথে পুলিশ গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল পুলিশের গাড়ি চালকের। মৃত গাড়ি চালকের নাম বিশ্বনাথ মুর্মু। ওই দুর্ঘটনায় কমলেশ সিং নামে এক এ.এস.আই, শ্রীকান্ত সিংহ নামে কনস্টবল ও আশীষ প্রামাণিক নামে এক সিভিক ভলেন্টিয়ার আহত হয়েছেন। দূর্ঘটনা টি ঘটে আউসগ্রাম থানা এলাকার ইলামবাজার গুসকরা রোডে বাগড়াই ব্রীজের কাছে। পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, আউসগ্রাম থানার এই পুলিশের গাড়ি টি নাইট ডিউটি সেরে ফিরছিলো। ভোড় প্রায় ৬টা নাগাদ মোড়বাঁধ থেকে নবদ্বীপ গামী একটি বাস জোরে ধাক্কা মারে পুলিশের গাড়ি টি কে, গুসকরা রোডে বাগড়াই ব্রীজে। ঘটনাস্থলেই গাড়ির চালকের মৃত্যু ঘটে এবং বাকি পুলিশ কর্মীরা আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে আউসগ্রাম থানা সহ গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশ। প্রথমে আহত পুলিশ কর্মীদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য গুসকরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় অ্যাম্বুলেন্সে করে বর্ধমানে জাতীয় সড়কের ধারে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য।

দাদাভাই ক্লাব মাঠে পৌর কর্মকর্তাদের নিয়ে বসন্ত উৎসব পালন

দুরন্ত বার্তা,শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ ঃ দোলের আগে প্রাগ বসন্ত উৎসবে মাতলো শহর শিলিগুড়ি। সোমবার মহিলা দারা পরিচালিত সংগঠন সৌমীর পক্ষ থেকে প্রাগ বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয় দাদাভাই মাঠ প্রাঙ্গণে। নাচে গানে, আবির খেলার মধ্যে দিয়ে পালিত হলো দোল উৎসব। এ দিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের নিয়োগ গৌতম দেব ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, চেয়ারম্যান প্রথম চক্রবর্তী বিশিষ্ট সমাজ সেবী দিব জ্যোতি চক্রবর্তী, শান্তা ছেত্রী সহ শিলিগুড়ি পৌরনিগমের একাধিক আধিকারিকেরা অনুষ্ঠান সম্পর্কে সমীর পক্ষ থেকে সভানেত্রী মিলি সিনহা বলেন, এই ভাবেই আমরা যেন আনন্দের সঙ্গে বসন্ত উৎসব পালন করতে পারি।

১২ কোটি টাকা খরচ করে ত্রিশটি সিএনজি বাস কিনবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৬ মার্চ ঃ দীর্ঘ দু'যুগ ধরে বন্ধ থাকার পর সোমবার থেকে ফের ফালাকাটা জয়গাঁ রুটে নতুন করে যাত্রীবাহী বাস পরিষেবা চালু করলো উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম। এখন থেকে প্রতিদিন ওই বাসটি ফালাকাটা ও জয়গাঁর মধ্যে যাতায়াত করবে। কারন ভুটানের সীমান্ত শহর হওয়ার দরুন প্রতিদিন ফালাকাটা থেকে প্রচুর ব্যবসায়ী জয়গাঁয় যাতায়াত করেন।এতদিন ধরে ওই যাত্রীদের বেসরকারি পরিবহনের উপরেই নির্ভর করতে হ'ত।এছাড়াও পুজোর মধ্যেই বারো কোটি টাকা খরচ করে ত্রিশটি সিএনজি বাস কিনবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম। যার জন্যে কোচবিহার ও কলকাতার মধ্যে তৈরি করা হবে মোট সাতটি সিএনজি রিফিলিং স্টেশন।ওই সাতটির মধ্যে ফালাকাটা বাস স্টেশনেও তৈরি করা হবে সিএনজি রিফিলিং স্টেশন।এদিন ফালাকাটা জয়গাঁ রুটের বাস পরিষেবার উদ্বোধন করতে এসে নিগমের ওই পরিকল্পনা গুলির কথা জানান নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতীম রায়।চেয়ারম্যানের সঙ্গে সঙ্গে এদিন ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফালাকাটার পুরপিতা প্রদীপ মুহুরিসহ অন্যান্য

জটেশ্বর তিন নম্বর অতিরিক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বসন্ত উৎসব পালন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৬ মার্চ ঃ জটেশ্বর তিন নম্বর অতিরিক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাঁচাদের নিয়ে বসন্ত উৎসব পালন করলো বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। রীতিমতো নাচ গান করে নানান রঙের আবীর মেখে বসন্ত উৎসব পালিত হলো। সোমবার ওই বিদ্যালয়ের পড়ুয়া শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবক সহ সুসজ্জিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে বসন্ত উৎসবের সূচনা করা হয়। এরপর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র সংগীত গানের তালে বসন্ত উৎসবে নৃত্য পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। বসন্ত উৎসব উপলক্ষে, এদিন বিদ্যালয়ের পড়ুয়া, শিক্ষক শিক্ষিকারা সুন্দর করে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ সাজিয়ে তোলে। বিভিন্ন রঙের আবির, হাতে তৈরি করা প্ল্যাকার্ড ও কাপড় দিয়ে বসন্তের রঙে সাজিয়ে তোলা হয় বিদ্যালয়ের মঞ্চ। সেখানেই নাচ গান সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন পড়ুয়ারা।

হিজল বনে ভয়াবহ আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের ৩টি ইঞ্জিন

দুরন্তার্তা,মালদা,৬ মার্চ ঃ ভয়াবহ আগুন লাগলো হিজল ফরেস্টে ঘটনাস্থলে তিনটি দমকলের ইঞ্জিন হবিবপুর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতে অবস্থিত এই হিজল বন। একেবারে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সিঙ্গাবাদ ও তিলাসন গ্রামের মাঝে অবস্থিত এই হিজল বন। মালদার হবিবপুর ব্লকের ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত অনুরাধাপুর বিএসএফ ক্যাম্পের কাঁটাতারের বেড়ার ওপরে বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে হিজল বন ।রবিবার দুপুরে হঠাৎই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায় বনে। বিষয়টি দেখতে পেয়ে হবিবপুর পুলিশ প্রশাসনকে খবর দেয় স্থানীয়রা । প্রথমে আগুন নিভাতে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের অনুরাধাপুর বিএসএফ ক্যাম্পের ৪৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ানে জোয়ানরা আগুন নেভাতে চেষ্টা করে কিছুক্ষণের মধ্যেই মালদা মালদা দমকল বিভাগ থেকে দুটি ইঞ্জিন ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুর দম কলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে তবে আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল আগুন নেভাতে কিছুটা দেরি হয়ে যায় দমকল কর্মীদের। হবিবপুর ব্লকের বিডিও সুপ্রতিক সাহা জানান ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে হিজল বনে হঠাতই বাংলাদেশের সাইট থেকে দেখা যায় আগুন স্থানীয়রা বিষয়টি জানতে পেরে খবর দেয়। বিএসএফ জোয়ানরা প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে তারপর, দমকল কর্মীর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয় তবে ক্ষয়ক্ষতি তেমন হয়নি বেশকিছু গাছ পুড়ে গেছে ।

দম কল কর্মী বিশ্বজিৎ মন্ডল জানান কিভাবে আগুন লাগল সেটা এখনো পরিস্কার নয় তবে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভাতে সক্ষম হয় তবে বিএসএফের ৪৪ ব্যাটেলিয়ানের জোয়ানরা প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে তার মধ্যেই আমরা চলে আসি পঞ্চাশ থেকে ষাট একর এলাকা নিয়ে আগুনটি লেগেছিল প্রচুর গাছের ক্ষতি হয়েছে।

জলপাইগুড়ির তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়ের সদস্যরা বসন্ত উৎসব পালন করলেন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ মার্চ ঃ YRG Care Jalpaiguri নামে একটি সংস্থার উদ্যোগে জলপাইগুড়ি শহর ও শহরতলীর আশেপাশের তৃতীয.লিঙ্গের মানুষদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বসন্ত উৎসব।একে অপরকে আবির মাখিয়ে, মিষ্টিমুখ করিয়ে শোভাযাত্রা করেন তারা। নাচ, গান ও আনন্দ করে মনোমুগ্ধকর একটি দিন পালন করেন সকলে। সংস্থার সদস্যরা জানান, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের নিয়ে আমরা কাজ করি। তাদের স্বাস্থ্য, খাদ্য সংস্থানের পাশাপাশি সমাজে মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্য আমরা চেষ্টা করি। ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের নিয়ে বর্ণ বৈষম্য দূর করার জন্য সকলকে এক ছাতার তলায় এনে সচেতনতা প্রচারও করা হয়। বসন্ত উৎসব উপলক্ষে এমন সুন্দর একটি আনন্দ মুখর দিন উপহার পেয়ে খুব খুশি সকলেই। অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে র‍্যাম্প শো, নাচ, গান, খাওয়া দাওয়া, পরস্পরকে আবির মাখানো সহ আরও অনেক আয়োজন করা হয়। সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের আবেদন, ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটির হলেও আমরাও মানুষ। তাই আমাদের তাচ্ছিল্য না করে আমাদের পাশে থাকুন সকলে।

আগুনে বাড়িতে নগদ টাকা সহ সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর,৬ মার্চ ঃ আগুনে ভুস্মীভূত চোপড়া ব্লকের দাসপাড়া অঞ্চলের পিতরামগছ এলাকার এক বাড়ি। জানা যায় গতকাল রাত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা নাগাদ এই আগুন লাগে পিতরামগছ এলাকার সাহারা বানু নামে এক বাড়িতে জ্বলে ভস্মীভূত হয় সেই বাড়ি, ঘরের আসবাবপত্র সহ নগদ টাকা, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সূত্রে খবর কেউ বা কাহারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ করছেন, এলাকায় চাঞ্চল্য, কাড়া লাগালো এই আগুন এ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে? ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রশাসন এসে পৌঁছেছে ঘটনার তদারকি করতে। আসলেই কি কেউ আগুন লাগিয়েছে বা কিভাবেই বা আগুন লাগলো তা খতিয়ে দেখছে চোপরা পুলিশ প্রশাসন, ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত সদস্যের পক্ষ থেকে ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ঘটনার পূর্ণ তদন্ত শুরু করেছে চোপরা থানার পুলিশ।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে খাবার সরবরাহের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ১৭টি ক্যাটারিং ভেন্ডিং ইউনিটের জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। **নিলাম ক্যাটালগ নং: সিএটিজি-এসএমইউ-এমআইএক্স-০২। লট নিলাম শুরু (সমস্ত লট): ১৬-০৩-২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা। একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **দিন: ১৮২৭;**

ক্র নং.	লট নং./শ্রেণী	স্টেশন
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এপিডিজে-এসএমইউ-৬৯-২৩-১ (স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	আলিপুরদুয়ার জং.
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-কেওজে-এসএমইউ-৭৯-২৩-১ (স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	কোকরাঝাড়
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিকিউজি-এসএমইউ-৭৬-২৩-১ (স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	ধূপগুড়ি
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিকিউজি-এসএমইউ-৭৭-২৩-১ (স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	ধূপগুড়ি
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-এপিডিজে-এসএমইউ-৭১-২৩-১ (স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	আলিপুরদুয়ার জং.
এএ/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-এপিডিজে-এসএমইউ-৭২-২৩-১ (স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	আলিপুরদুয়ার জং.
এএ/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিকিউজি-এসএমইউ-৭৪-২৩-১ (স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	ধূপগুড়ি
এএ/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিকিউজি-এসএমইউ-৭৩-২৩-১ (স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	ধূপগুড়ি
এএ/৯	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিকিউজি-এসএমইউ-৭৫-২৩-১ (স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	ধূপগুড়ি
এএ/১০	সিএটিজি-এপিডিজে-এপিডিজে-এসএমইউ-৭০-২৩-১ (স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	আলিপুরদুয়ার জং.

বন্ধের তারিখ ও সময়: ১৬-০৩-২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **টিকা:** সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম(সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই)

রানীঝিল পুকুর সহ চারিপাশের সৌন্দর্যায়ন

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (কো-অর্ডিনেশন), হাওড়া **পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসনের অধীনস্থ হাওড়া ডিজেল শেড এবং এ-রোডের পাশে অবস্থিত বামুনগাছিতে রানীঝিল পুকুর (আনুমানিক এলাকা-৬১০০০ বর্গ মিটার) এবং এটির চারিপাশের এলাকার উন্নয়ন, সৌন্দর্যায়ন, ল্যান্ডস্কেপিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের** জন্য বিভিন্ন প্রিমিয়ার কর্পোরেট হাউস, ইন্ডাস্ট্রি, হোটেল, হাসপাতাল এবং প্রাইভেট/আধা সরকারী, সরকারী সংস্থা এবং অন্যান্য এনজিও প্রভৃতিদের থেকে আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই) আহ্বান করছেন। এলাকার উন্নয়ন, সৌন্দর্যায়ন এবং রক্ষনাবেক্ষণের জন্য এজেন্সীকে অনুমোদন প্রদান সহ বার্ষিক লাইসেন্স ভিত্তিতে চারিপাশের জমি সহ রেলওয়ে পুকুরের একটি প্লট দেওয়া হবে। ইওআই আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি, সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী এবং লেআউট প্ল্যান/স্কেচ সহ স্পেশাল নিয়ম ও শর্তাবলী সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (কো-অর্ডিনেশন), হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম অফিস (হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন) থেকে পাওয়া যাবে অথবা **www.er.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে। আগ্রহী পার্টি/সংস্থাকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তাঁরা নিজেদের আগ্রহের প্রকাশ ৩১.০৩.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টার মধ্যে সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (কো-অর্ডিনেশন), হাওড়া অফিসে জমা করবেন। উপস্থিত পার্টি অথবা তাঁদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে **৩১.০৩.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টায়** প্রস্তাব খোলা হবে। যে কোনও ক্ল্যারিফিকেশনের জন্য সকল কাজের দিনে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (কো-অর্ডিনেশন), হাওড়া অফিসে যোগাযোগ করতে হবে। মেল অ্যাড্রেস: sdenchwh@gmail.com (যোগাযোগ নং ৮৬৯৭৩৭৬৬৩০, ৯৯০৩৮৯৭৪৭৩)।

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (কো-অর্ডিনেশন), হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway G20

@easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-IX, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EEIX/074/067/2022-2023 (2nd Call)

Name of Work: **Restoration of Paver Block & IPS Footpath along Thackery Road, National Library Avenue etc. in Ward No.-74.** Estimate Amount (Incl. GST and Cess): ₹ **2,99,141.80.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **20.03.2023–11.00 a.m.** Tender will be opened on: **22.03.2023–11.00 a.m.**

(2) NIT No.: KMC/IX/082/091/2022-2023/D

Name of Work: **Restoration of road surface disturbed by CESC at 7/X, M.D. Lane, 109, Alipore Road, 30/B/1, J.M. Lane in Ward No.-82.** Estimate Amount (Incl. GST and Cess): ₹ **2,92,787.85.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(3) NIT No.: KMC/IX/082/090/2022-2023/D

Name of Work: **Restoration of IPS passage at 23, Mohesh Chandra Dutta Lane, 34, Judges Court Road, 13, Rakhal Das Auddy Road etc. in Ward No.-82.** Estimate Amount (Incl. GST and Cess): ₹ **2,97,701.44.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 days** (For Sl. No. 2 & 3). Last Date and Time of submission of Bid: **20.03.2023 – 12.00 Noon** (For Sl. No. 2 & 3). Tender will be opened on: **22.03.2023 – 12.00 Noon** (For Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **10.03.2023 (5.00 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Director General (Mech.)/Roads, KMC** invites tender online item rate of two bid system for following work:

NIT No.: KMC/ASPH/PB/TD-14/2022-23

Name of Work: **Repairing and running maintenance of Departmental Tipper Trucks (Eicher, Tata) i.e. WB03C-3036, WB03C-3035, WB-03C-1277 etc. of Asphaltum Deptt. P.B.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money: **2% of quoted amount.** Period of Completion: **10 Days.** Last Date and Time of Bid submission (online): **18.03.2023 upto 2.00 p.m.** Bid Opening and date for Technical proposal: **20.03.2023 at 2.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **10.03.2023, 5.00 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No.: KMC/ASPH/PB/SD/09/22-23

Name of Work: **Renovation of lighting system infront of Exe. Engr's Office, Fountain and nearby area under Asphaltum Deptt./Palmer Bazar.** Estimate Amount (Incl. GST, Cess & Contingency): ₹ **2,88,785.50.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **15 days.** Bid submission start date and time: **13.03.2023 from 11.00 a.m.** Last date and time of submission of bid: **27.03.2023 upto 11.00 a.m.** Bid opening date for technical proposal: **29.03.2023 at 11.00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **13.03.2023 after 11.00 a.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2022-2023/403 (1st Call)

Name of Work: **Urgent repairing by laying Hotmix at Roy Bahadhur Road, Banerjee Para Road and other emergency portions surrounding area under Br.-XIII.** Estimate Amount (Incl. GST and Cess): ₹ **4,95,548.72** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **25.03.2023 – 12.00 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **15.03.2023 (12.00 Noon).** Tender will be published & bidders will be able to participate in the e-tender available in the website **https://etender.wb.nic.in** 1144/22-23

ইস্টবেঙ্গলে ফের ক্লাব-ইনভেস্টর সংঘাতের ইঙ্গিত!

ক্লাব কর্তাদের তালিকা দেখে বিস্মিত ইনভেস্টর কর্তারা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চঃ আবারও কি ইস্টবেঙ্গলে ক্লাব-ইনভেস্টর সংঘাতের ইঙ্গিত? সামনের মরসুমে ভালো দল গড়ার জন্য ইনভেস্টরকে পছন্দের কোচ, ফুটবলারদের তালিকা দিয়েছে ক্লাব। যে খবর প্রকাশ্যে আসতেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিবৃতি জারি করল লগ্নিকারী সংস্থা। ইনভেস্টরের তরফ থেকে জানানো হয়, ক্লাবের তালিকা তারা পেয়েছে। ভালো দল গড়ার জন্য যা যা করণীয় সব কিছুই তারা করবে। একই সঙ্গে লগ্নিকারী সংস্থার তরফ থেকে বলা হয়, বোর্ড মিটিংয়ের জন্য ক্লাবের কাছে সময় চেয়েও পাওয়া যায়নি। আর এখানেই দুই পক্ষের ভুল বোঝাবুঝি সামনে এসেছে। ক্লাব কর্তারা আগেই বলেছিলেন, ডিসেম্বর মাসে বোর্ড মিটিংয়ের জন্য ইনভেস্টরকে চিঠি দিয়েও সেই উত্তর পায়নি ক্লাব। তারই মাঝে ইনভেস্টরের এই উত্তর অনেকটাই সংঘাতের পরিবেশ তৈরি করল। ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার বোর্ডের অন্যতম সদস্য। ইনভেস্টরের এই বিবৃতি পাওয়ার পরই তিনি বলেন, ‘‘আমরা গত ১০ ডিসেম্বর ওদের চিঠি দিয়ে বোর্ড মিটিংয়ের কথা জানাই। দলের খারাপ পারফরম্যান্স দেখার পর জরুরি ভিত্তিতে আমরা বোর্ড মিটিং করতে চাই। দলে ফুটবলার পরিবর্তন করার কথা বলেছিলাম। কিন্তু সেই চিঠির উত্তর আমরা পাইনি। ফেব্রুয়ারিতে মৌখিক ভাবে ওরা আমাদের জানায় ৮ কিংবা ১০ তারিখ বোর্ড মিটিংয়ের জন্য। আমরা জানাই, ১৮ ফেব্রুয়ারি ক্লাবের সদস্য-সমর্থদকদের অভিযোগ শুনব। তাই ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে যে কোনও দিন বোর্ড

মিটিংয়ের জন্য আমরা প্রস্তুত। এতদিনেও সেই বোর্ড মিটিং সংক্রান্ত কোনও কথা ওদের তরফ থেকে এগোয়নি। আমার মনে হয়, এখানে কোথাও ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে।’’ এক বছরের মধ্যেই দুই পক্ষের মতবিরোধ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। গত কয়েক বছর ধরেই ইস্টবেঙ্গলে ক্লাব-ইনভেস্টর সংঘাত প্রকাশ্যে আসছে। কখনও কোয়েস, কখনও শ্রী সিমেন্ট-ইনভেস্টর ইস্যুতে বারবার সরগরম হয়েছে লেসলি ক্লডিয়াস সরণি। এক বছরের মধ্যে এ বার ইমামির সঙ্গেও ক্লাব কর্তাদের ভুল বোঝাবুঝি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দলের পারফরমেন্স একেবারে খারাপ। তার মাঝে ক্লাব বনাম ইনভেস্টর ইস্যু নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। পরবর্তী বোর্ড মিটিংয়েই ক্লাবের দেওয়া কোচ-ফুটবলারদের তালিকা নিয়ে আলোচনা হবে। কোচ স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইনের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের চুক্তি শেষ হচ্ছে ৩১ মে। পরের বছর ব্রিটিশ কোচকে না রাখার ব্যাপারে একপ্রকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন লগ্নিকারী সংস্থার কর্তারা। ক্লাবের পছন্দের তালিকাতেও নেই কনস্ট্যান্টাইনের নাম। সুপার কাপের আগে পরের বছরের তালিকা নিয়ে সামনাসামনি কিছু মুখ খুলতে চাইছেন না বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তারা। তাঁদের মতে, এতে সুপার কাপে দলের পারফরম্যান্সে প্রভাব পড়তে পারে। তাই তলায় তলায় পরের বছরের কাজ এগিয়ে রাখছেন লগ্নিকারী সংস্থার কর্তারা। যদিও, ক্লাবের ‘উইশ লিস্ট’ দেখে বিস্মিত ম্যানেজমেন্ট। গত বছর আগস্টে নতুন লগ্নিকারী সংস্থার সঙ্গে চুক্তির আগেই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার ইভান গঞ্জালেজকে দু’বছরের জন্য সই করায় ক্লাব। আইএসএলে ইভানের পারফরম্যান্স মোটেই প্রশংসনীয় নয়। আরও এক বছর তাঁর সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের চুক্তি থাকলেও, ইভানকে ছেড়ে দেওয়ার কথা চিঠিতে জানিয়েছে ক্লাব। সেক্ষেত্রে চুক্তির বাকি টাকা পেমেন্ট করেই স্প্যানিশ ডিফেন্ডারকে ছাড়তে হবে। সেই আর্থিক ঝক্কি সামলানোর দায় কি ক্লাব নেবে? ঘনিষ্ঠমহলে এমনটাই প্রশ্ন ইনভেস্টর কর্তাদের। লাল-হলুদ জনতা ভালো রেজাল্ট চান। পর্দার আড়ালে ক্লাব-ইনভেস্টরের বল ঠেলাঠেলি নিয়ে তাঁরা বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। সামনের বছরের জন্য কতটা ভালো দল গড়তে পারবে ইস্টবেঙ্গল, সেই উত্তরের খোঁজেই সমর্থকরা।

ফিরবেন না কামিন্স, চতুর্থ টেস্টেও নেতৃত্বে দেবেন স্টিভ স্মিথ

আমেদাবাদ, ৬ মার্চঃ নেতা পাল্টাতেই কাজ হয়েছিল ম্যাজিকের মতো। দীর্ঘদিন পর ভারতের মাটিতে নেতৃত্ব দেওয়ার পড়ে পাওয়া সুযোগ পুরোমাত্রায় কাজে লাগিয়েছেন স্টিভ স্মিথ। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির প্রথম দুটি টেস্ট জয়ের পর তৃতীয় টেস্ট ৯ উইকেটে জিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এই জয় তাঁদের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে পৌঁছে দিয়েছে। নিজেদের সিরিজ জয়ের সুযোগ না থাকলেও অস্ট্রেলিয়া চাইবে না ভারত জিতুক। আমেদাবাদের ভারত বধ-এর ছক কষতে শুরু করে দিয়েছে অজি শিবির। এসবের মাঝে শুধু প্যাট কামিন্সের ফেরা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। মায়ের অসুস্থতার জন্য সিরিজের মাঝপথে সিডনি ফিরে গিয়েছেন কামিন্স। চতুর্থ টেস্টের আগে কামিন্সের ফেরার সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছিল অজি শিবিরে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা হচ্ছে না। আমেদাবাদ টেস্টের জন্য ফিরছেন না কামিন্স। অর্থাৎ, আমেদাবাদেও ভারতের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ। দিল্লি টেস্ট শেষ হওয়ার পরই অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে গিয়েছিলেন কামিন্স। অজি মিডিয়ার বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, কামিন্সের মা মারিয়া স্তন ক্যান্সারে ভুগছেন। তাঁকে প্যালিয়াটিভ কেয়ারে রাখা হয়েছে। এই কঠিন মুহূর্তে শুধু ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া নয়, গোটা ক্রিকেট বিশ্ব কামিন্সের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছে। গুরুতর অসুস্থ মাকে ছেড়ে এই মুহূর্তে টেস্ট খেলতে ভারতে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই কামিন্সের। তাঁর

পরিবর্তে ইন্দোর টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্মিথ। আমেদাবাদেও অজিদের ক্যাপ্টেন্সির দায়িত্ব স্মিথের উপর বর্তাবে। চতুর্থ তথা সিরিজের শেষ টেস্ট শুরু হচ্ছে ৯ মার্চ থেকে। টেস্ট সিরিজের পর ১৭ মার্চ থেকে শুরু হবে ওডিআই সিরিজ। ওডিআই বিশ্বকাপের বছরে এই সিরিজ দুই দলের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তবে সেখানেও কামিন্সকে নিয়ে থাকছে ধোঁয়াশা। সীমিত ওভারেও অস্ট্রেলিয়া ফাস্ট বোলিং অলরাউন্ডার দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের জন্য কামিন্সের না ফেরার সম্ভাবনা বেশি। সেক্ষেত্রে টেস্টের পর ওডিআই ফরম্যাটেও ব্যাগিগ্রিনদের নেতৃত্বে থাকবেন স্মিথ।

সুনীলের গোলের পর মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ায় সমস্যায় কেরল

বেঙ্গালুরু, ৬ মার্চঃ আইএসএলে প্রথম বার কোনও দল খেলা শেষ হওয়ার আগেই মাঠ ছেড়েছে। যে কারণে শাস্তি হতে পারে কেরল ব্লাস্টার্সের। তেমনটাই জানা গিয়েছে আইএসএলের আয়োজক সংস্থার তরফে। তবে কেরলকে নির্বাসিত করা হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। আইএসএলের নকআউট পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হয় বেঙ্গালুরু এফসি এবং কেরল ব্লাস্টার্স। সেই ম্যাচে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও দল গোল করতে পারেনি। অতিরিক্ত সময়ে ফ্রি কিক থেকে গোল করেন সুনীল ছেত্রী। তার পরেই রেফারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মাঠ ছাড়ে কেরল। সেই কারণে শাস্তি হতে পারে আইএসএলের অন্যতম জনপ্রিয় দলের। সংবাদমাধ্যমকে এফএসডিএল-এর (আইএসএলের আয়োজক) এক কর্তা বলেন, ‘‘শাস্তি হিসাবে অনেক কিছু হতে পারে। পয়েন্ট কাটা হতে পারে, বিরাট অর্থ জরিমানা হতে পারে। প্রতি বছর যে টাকা দলগুলিকে দেওয়া হয়, সেটা কেরলকে না-ও দেওয়া হতে পারে। কোচের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে। ক্লাবকে নির্বাসিত করা হতে পারে। এটার সম্ভাবনা যদিও খুব কম।’’ সেই ম্যাচে শুধু মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া নয়, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও যোগ দেয়নি কেরল। ২০১৫ সালে এফসি গোয়া একই কাজ করেছিল। সেই কারণে ৫০

লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হয় তাদের। তবে কেরলকে নিয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে না। আলোচনা করে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। নকআউট পর্বের সেই ম্যাচে রেফারি বাঁশি বাজানোর আগেই ফ্রি কিক থেকে শট নিয়ে গোল করেছিলেন সুনীল। তাতেই রেগে যায় কেরল। তাদের দাবি, নিয়মবিরুদ্ধ ভাবে গোল করেছেন সুনীল। রেফারি সেটাতে সায় দিয়েছেন। এই প্রতিবাদেই পুরো ম্যাচ না খেলেই মাঠ ছাড়ে কেরল। তার পর থেকেই বিতর্কের শুরু। যদিও ফিফার নিয়ম অনুযায়ী দেখা যায় যে, সুনীল কোনও নিয়ম ভাঙেননি।

নির্বাচকদের উপর ক্রুব্ধ সানি

মুম্বই, ৬ মার্চঃ অস্ট্রেলিয়া দলের একাধিক ক্রিকেটারের চোট। অনেকে দেশে ফিরে গিয়েছেন, অনেকে চোটের কারণে প্রথম দু’টি ম্যাচ খেলতে পারেননি। এমন অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ার হাতে ১২ জন ক্রিকেটার ছিলেন, যাঁদের মধ্যে থেকে ১১ জনকে বেছে নিতে হয়েছে। এই কারণেই অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকদের উপর রেগে গিয়েছেন সুনীল গাভাসকর। তাঁর মতে চাকরি ছেড়ে দেওয়া উচিত নির্বাচকদের। মিচেল স্টার্ক এবং ক্যামেরন গ্রিন প্রথম দু’টি ম্যাচে খেলতে পারেননি। জস হ্যাজেলউড পুরো সিরিজেই খেলতে পারেননি। অর্থাৎ দলে থাকা তিন জন ক্রিকেটারকে পাওয়া যায়নি প্রথম দু’টি ম্যাচে। গাভাকর বলেন, ‘‘অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটাররা স্টিভ স্মিথদের সমালোচনা করছে। কিন্তু আসল সমালোচনার আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত দল নির্বাচন করছেন যাঁরা। তিন জন ক্রিকেটারকে পাওয়া যাবে না জেনেও প্রথম দু’টি টেস্টে তাঁদের দলে রাখলেন নির্বাচকরা। অর্ধেক সিরিজে ১৩ জন ক্রিকেটারের মধ্যে থেকে দল বেছে নিতে হয়েছে।’’ সিরিজের মাঝে ম্যাট কুহনেমানকে উড়িয়ে নিয়ে আসা হয় ভারতে। সেই প্রসঙ্গে গাভাসকর বলেন, ‘‘হঠাৎ একজন নতুন ক্রিকেটারকে নিয়ে আসে অস্ট্রেলিয়া। অথচ দলে তাঁর মতো এক জন ক্রিকেটার রয়েছেন। যদি সেই ক্রিকেটারকে দলের যোগ্য মনে না করা হয়, তা হলে তাঁকে দলে নেওয়া হল কেন? তার মানে দলের কাছে ১২ জন ক্রিকেটার ছিল, সেখান থেকে ১১ জনকে বেছে নিয়েছেন কোচ এবং অধিনায়করা। দায়িত্বজ্ঞান থাকলে অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকদের পদত্যাগ করা উচিত।’’ ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রথম টেস্ট শুরু হয় নাগপুরে। পরের টেস্ট ছিল দিল্লিতে। দু’টি টেস্টেই তিন দিনে ম্যাচ হেরে যায় অস্ট্রেলিয়া। ইনদওরে তৃতীয় টেস্টে ভারতকে হারান স্টিভ স্মিথরা। শেষ টেস্ট আমদাবাদে। ৯ মার্চ থেকে শুরু হবে সেই টেস্ট। ২-১ ব্যবধানে সিরিজে এগিয়ে রয়েছে ভারত। শেষ ম্যাচ জিতলে ভারত সরাসরি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জায়গা করে নেবে।

ওডিআই সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন আইপিএলেও অনিশ্চিত অজি তারকা পেসার

সিডনি, ৬ মার্চঃ ভারতের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ শুরু হওয়ার আগে ধাক্কা খেল অস্ট্রেলিয়া। টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির শেষ হওয়ার পর রয়েছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ওডিআই সিরিজ। যা শুরু হবে ১৭ মার্চ। সেই ওডিআই সিরিজ থেকে এ বার ছিটকে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার পেসার ঝাই রিচার্ডসন। দীর্ঘদিন পর দলে ডাক পেয়েছিলেন এই অজি পেসার। কিন্তু হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট তাঁকে আসন্ন ওডিআই সিরিজ থেকে ছিটকে দিল। একইসঙ্গে এই চোট অনিশ্চয়তা তৈরি করল তাঁর আইপিএলে খেলা নিয়েও। যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা বাড়ল রোহিত শর্মার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। আগেই চোটের কারণে এ বারের আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছেন জসপ্রীত বুমরা। তাঁর অস্ত্রোপচার হবে। এ বার আরও এক পেসারকে হয়তো পাবে না মুম্বই। যা রীতিমতো চিন্তা বাড়িয়ে দিল। আপাতত ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে ভারতের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের জন্য রিচার্ডসনের পরিবর্ত হিসেবে কাকে দলে নেওয়া হয়েছে? বিগ ব্যাশ লিগে খেলার সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন

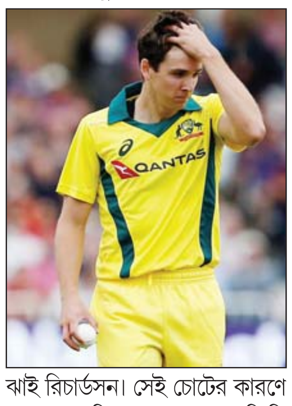

ঝাই রিচার্ডসন। সেই চোটের কারণে ৪ জানুয়ারির পর থেকে তিনি ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন। প্রথমে এই চোট গুরুতর বলে মনে হয়নি। কিন্তু এই চোট ভালোই ভুগিয়েছে রিচার্ডসনকে। যে কারণে, তিনি বিবিএলে পার্থ স্কর্চার্সের হয়ে ফাইনালেও খেলতে পারেননি। এরপর মার্শ কাপ বা শেফিল্ড শিল্ড ক্রিকেটেও খেলা হয়নি তাঁর। কিন্তু তাঁকে ভারতের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের ওডিআই সিরিজের জন্য ১৬ সদস্যের অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াডে রাখে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু তাঁর হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সেরে না ওঠার কারণে, তিনি ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না। তাঁর পরিবর্তে ওডিআই সিরিজের জন্য নেওয়া হয়েছে নাথান এলিসকে। ঝাই রিচার্ডসনের চোট চিন্তায় ফেলে দিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে। এই তারকা পেসার সুইংটা ভালো পারেন। একই লাইন লেংথে একটানা বল করতে পারেন, এটা ঝাইয়ের অ্যাডভান্টেজ। যে কারণে, ব্যাটার ভুল শট খেলতে বাধ্য হয়। দলের প্রয়োজনে লোয়ার অর্ডারে ব্যাটিংও করতে পারেন। মুম্বই এমনিতেই পাচ্ছে না তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরাকে। তার মধ্যে রিচার্ডসনকেও যদি না পায় মুম্বই, তা ভালো ভোগাবে দলের বোলিং বিভাগকে।

রেকর্ড গড়া জার্সি উপহার দিলেন সন্তানহারা প্রতিপক্ষকে, এমবাপেকে কুর্নিশ

প্যারিস, ৬ মার্চঃ মাঠে কেউ বা সতীর্থ আবার কেউ প্রতিপক্ষ। মাঠের বাইরে স্পোর্টসম্যানশিপ। এটাই তো কাম্য। কিলিয়ান এমবাপে শুধু পারফরম্যান্সেই নয়, নিজের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে মন জয় করে নেন। সেটা কাতার বিশ্বকাপে মরক্কো ম্যাচের পরই হোক বা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে। এ বার যেমন রেকর্ড গড়া জার্সি উপহার দিলেন প্রতিপক্ষকে। নান্তেসের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল পিএসজির। ফরাসি লিগে নান্তেসকে ৪-২ ব্যবধানে হারিয়েছে পিএসজি। মেসি গোলের শুরু করেন। ম্যাচের চতুর্থ গোল কিলিয়ান এমবাপের। পিএসজির ইতিহাসে সর্বাধিক গোলের নজির গড়েন ফরাসি তারকা স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপে। ম্যাচে নান্তেসের হয়ে একটি গোল ইগনাশিয়াস গানাগোর। সদ্য সন্তান হারিয়েছেন ক্যামেরুনের এই ফুটবলার। তাঁর শোকে সমব্যাথী এমবাপে। ম্যাচ শেষে তাঁর রেকর্ড গড়া জার্সি উপহার দিলেন প্রতিপক্ষ ফুটবলারকে। নান্তেসের বিরুদ্ধে পিএসজি জার্সিতে ২০১তম গোল করেন কিলিয়ান এমবাপে। ম্যাচের ৯২ মিনিটে সর্বাধিক গোলের এই রেকর্ড গড়েন পিএসজি তারকা। এত দিন পিএসজির সর্বাধিক গোল ছিল এডিনসন কাভানির। তিনি ক্লাবের হয়ে ২০০ গোল করেছিলেন। ম্যাচ শেষে টানেলে ইগনাশিয়াস গানাগোকে রেকর্ড গড়ার সেই জার্সি উপহার দেন এমবাপে। কিছুদিন আগেই পাঁচ বছরের কন্যা সন্তানকে হারিয়েছেন গানাগো। অসুস্থতার কারণে মৃত্যু হয় তাঁর কন্যার। শোকের আবহেও পেশাদার ফুটবলারের দায়িত্ব এড়িয়ে যাননি গানাগো। পিএসজির বিরুদ্ধে তাঁর গোলে হারের ব্যবধান কমিয়েছেন গানাগো।

লজ্জার হার ম্যান ইউয়ের, অ্যানফিল্ডে ৭ গোলের থ্রিলারে জয় লিভারপুলের

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে সামনে পেয়ে লিভারপুল যেন হয়ে উঠল উজ্জীবনী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠা দল। যাদের আটকানোর কোনো পথই খুঁজে পেল না ইউনাইটেড। দ্বিতীয়ার্ধে চোখ ধাঁধানো পারফরম্যান্সে প্রতিপক্ষের জালে গোল উৎসবে মেতে উঠল ইয়ুর্গেন ক্লপের শিষ্যরা।

অ্যানফিল্ড, ৬ মার্চঃ অ্যানফিল্ডে রবিবার প্রিমিয়ার লিগে ম্যাচে ৭-০ গোলে জিতেছে লিভারপুল। বিরতির আগে এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে আরও ৬ গোল করেছে তারা। কোডি হাকপো, দারউইন নুনেস ও মোহামেদ সালাহ করেন দুটি করে গোল। আর শেষ দিকে বদলি নেমে জালের দেখা পান রবের্তো ফিরমিনো। মরসুমের শুরু থেকে বারবার ছন্দ হারানো লিভারপুল ধারাবাহিকতা ধরে রাখতেই ধুঁকছিল। লিগে টানা চার ম্যাচে জয়শূন্য (তিন হার ও এক ড্র) থেকে ফেব্রুয়ারির শুরুতে তারা নেমে গিয়েছিল পয়েন্ট তালিকার ৯ নম্বরে। এরপরই দলটির ঘুরে দাঁড়ানোর শুরু। আসরে প্রথমবারের মতো টানা পাঁচ ম্যাচ অপরাজিত (চার জয় ও এক ড্র) রয়েছে তারা। যার প্রভাব পড়েছে লিগ টেবিলেও উঠে এসেছে পাঁচ নম্বরে, শীর্ষ চারের সম্ভাবনাও এখন অমূলক নয়। বল দখলে লিভারপুল শুরু থেকে আধিপত্য করলেও আক্রমণে ভীতি ছড়াতে থাকে ইউনাইটেড। আন্তোনি, মার্কাস র‍্যাশফোর্ড, ব্রুনো ফের্নান্দেসরা ভালো কয়েকটি সুযোগও তৈরি করেন তবে কেউই তা কাজে লাগাতে পারেনি। ৪২তম মিনিটে কাসেমিরো হেডে একবার বল জালেও পাঠান। কিন্তু পরিষ্কার অফসাইডে ছিলেন তিনি। পরের মিনিটেই দারুণ এক প্রতি-আক্রমণে এগিয়ে যায় লিভারপুল। নিজেদের সীমানা থেকে ইংলিশ ডিফেন্ডার অ্যান্ড্রু রবার্টসন থ্রু পাস বাড়ান হাকপোর উদ্দেশ্যে। প্রতপক্ষের দুর্বল রক্ষণের সুযোগে একরকম বিনা বাধায় বল ধরে বক্সে একজনকে কাটিয়ে কোনাকুনি শটে দলকে এগিয়ে নেন কাতার বিশ্বকাপে নজর কাড়া এই ফরোয়ার্ড। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম পাঁচ মিনিটের মধ্যে আরও দুবার জালে বল পাঠিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় লিভারপুল। দ্বিতীয় গোলে আবারও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ইউনাইটেডের ভঙ্গুর রক্ষণ। ৪৭তম মিনিটের গোলে নিজেদের বক্সের বাইরে কয়েক দফায় বল ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেও

পারেনি ইউনাইটেড। শেষে তরুণ মিডফিল্ডার হার্ভি এলিয়টের ছোট করে বাড়ানে ক্রসে হেডে গোলটি করেন নুনেস। তিন মিনিট পর প্রতিপক্ষের একটি আক্রমণ রুখে পাল্টা আক্রমণে ওঠে লিভারপুল। ডান দিক বল পায়ে এগিয়ে সালাহ বক্সের বাইরে লিসান্দ্রো মার্তিনেজকে কাটিয়ে খুঁজে নেন হাকপোকে। আর দুরূহ কোণ থেকে চিপ শটে গোলরক্ষকের ওপর দিয়ে জালে বল পাঠান তিনি। জানুয়ারিতে পিএসভি ছেড়ে লিভারপুলে যোগ দেওয়া ডাচ উইঙ্গার হাকপোর প্রিমিয়ার লিগে গোল হলো চারটি। লিভারপুলের হয়ে চলতি মরসুমে এই নিয়ে সরাসরি ৩০টি গোলে অবদান রাখলেন সালাহ (২০ গোল ও ১০ অ্যাসিস্ট)। ২০২২-২৩ মরসুমে প্রিমিয়ার লিগের একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে গোল করা ও করানোয় দুই অঙ্ক স্পর্শ করলেন মিশরের এই ফরোয়ার্ড। পরের কয়েক মিনিটে একের পর এক আক্রমণে ইউনাইটেডের রক্ষণকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে লিভারপুল। আসতে থাকে সুযোগও। তারই ধারাবাহিকতায় ৬৬তম মিনিটে প্রতিপক্ষের পায়ে লেগে আসা বল বক্সে পেয়ে জোরাল উঁচু শটে ঠিকানা খুঁজে নেন সালাহ। ৭৫তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ান নুনেস। বাঁ দিক থেকে জর্ডান হেন্ডারসনের ক্রসে হেডে নিজের দ্বিতীয় পঞ্চম গোলটি করেন উরুগুয়ের ফরোয়ার্ড নুনেস। ৮৩তম মিনিটে ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের শটে দলের ষষ্ঠ গোলটি করেন সালাহ। এবারের প্রিমিয়ার লিগে সালাহর গোল হলো ১১টি। মরসুমে সব মিলিয়ে হলো ২২টি। রেকর্ড বইয়ের নতুন একটি পাতায়ও নাম লিখিয়েছেন তিনি। লিভারপুলের হয়ে প্রিমিয়ার লিগে সর্বোচ্চ গোল এখন তার ২০৫ ম্যাচে ১২৯ গোল। ছাড়িয়ে গেছেন প্রাক্তন ইংলিশ ফরোয়ার্ড রবি ফাওলারকে (১২৮ গোল)। হাকপোর বদলি নামা ফিরমিনো স্কোরলাইনে নাম লেখান ৮৮তম মিনিটে। সালাহ থ্রু বল ধরে কোনাকুনি শটে ইউনাইটেডের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। ক্লাবের ইতিহাসে এর চেয়ে বড় ব্যবধানে আর হারেনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সবশেষ ১৯৩১ সালে উলভসের বিপক্ষে ৭-০ গোলেই হেরেছিল তারা। ইউনাইটেডের বিপক্ষে স্বাভাবিকভাবেই লিভারপুলের এটা সবচেয়ে বড় জয়ের রেকর্ড। আগের বড় ব্যবধানটি ছিল ৭-১ গোলের, ১৮৯৫ সালে তারা ওই তেতো স্বাদ দিয়েছিল ইউনাইটেডকে। ২৫ ম্যাচে ১২ জয় ও ৬ ড্রয়ে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে উঠেছে লিভারপুল। লিএক ধাপ নিচে নেমে যাওয়া নিউক্যাসল ইউনাইটেডের পয়েন্ট ৪১, তারা ম্যাচ খেলেছে একটি কম। লিভারপুলের চেয়ে ৩ পয়েন্ট বেশি নিয়ে চার নম্বরে টটেনহ্যাম হটস্পার, অবশ্য একটি ম্যাচ বেশি খেলেছে তারা। ২৬ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। সমান ম্যাচে ৫ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে ম্যানচেস্টার সিটি। তাদের চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে আছে তৃতীয় স্থানে।

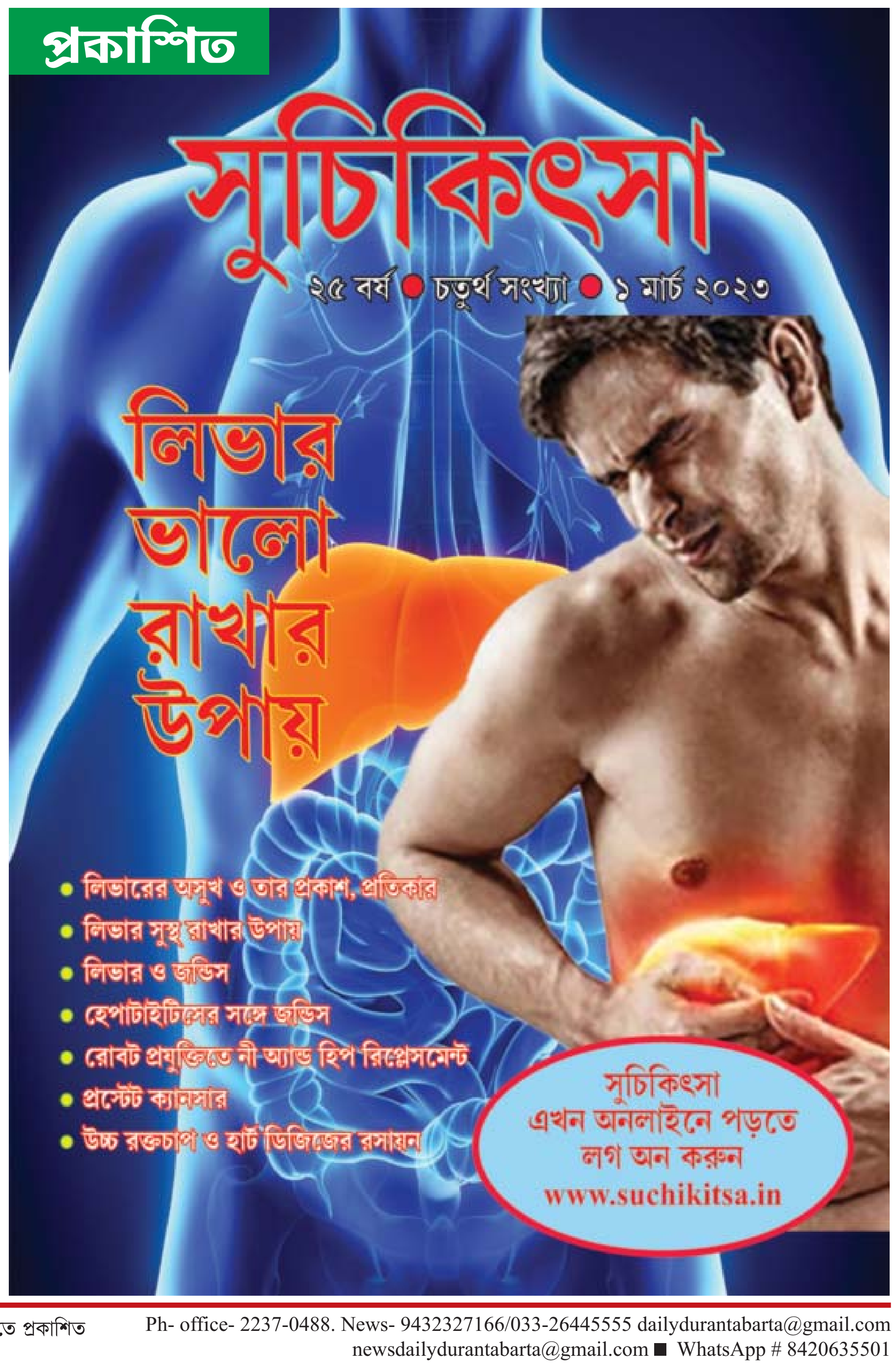

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013

Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501